জ্ঞানের আলো

১০ মাঘ ১৪২৪ বাংলা, ২৩ জানুয়ারী ২০১৮ ইংরেজী
ওরশ শরীফ ও ২৭ রবিউল আউয়াল মিলাদুন্নবী (সঃ) সংখ্যা

পৃষ্ঠপোষক

সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী
সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)

উপদেষ্টা পর্ষদ

শেখ মুহাম্মদ আলমগীর
আলহাজ্ব মওলানা কাজী মঈনউদ্দীন আশরাফী
হুমায়ুন কবির চৌধুরী

সম্পাদক ও প্রকাশক

শাহজাদা সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী
নায়েব সাজ্জাদানশীন, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

নির্বাহী সম্পাদক

আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী

সহযোগী সম্পাদক

মুহাম্মদ নাজমুল হুদা

উপ-সম্পাদক

মওলানা মুহাম্মদ আবুল মনছুর
মওলানা মুহাম্মদ আলী আসগর
মওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আবু মুছা

সহকারী সম্পাদক

মুহাম্মদ মহিউদ্দিন এনায়েত
শেখ শাকিল মাহমুদ

বিজ্ঞাপন তত্ত্বাবধায়ক

আবদুল মতিন

প্রচ্ছদ

মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

জ্ঞানের আলো ম্যাগাজিনে প্রকাশিত কোন লেখার জন্য সম্পাদনা পর্ষদ দায়ী নহে।
এতে শুধুমাত্র লেখকদের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

মোবাইল : ০১৮১৬-০৩৫৫৯১, ০১৭১১৮১৭২৭৪
E-mail : shahemdadia@yahoo.com
Website : www.sufimaizbhandar.com

শুভেচ্ছা মূল্য : **দশ টাকা মাত্র**

সূচীপত্র

❍ সম্পাদকীয়		০৫
❍ কুরআনের আলো	আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ কাজী মুহাম্মদ আবদুল আলীম রিজভী	০৬
❍ মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র আধ্যাত্মিক পরিচিতি		১০
❍ হাদিসের আলো	আলহাজ্ব মওলানা কাযী মুহাম্মদ মুঈনউদ্দীন আশরাফী	১২
❍ আখেরী চাহার সোম্বা উপলক্ষে আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)'র পক্ষ হইতে দারুততায়ালীমের শুভেচ্ছা বক্তব্য		১৪
❍ ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)	মওলানা হাফেজ মুহাম্মদ সোলাইমান আনসারী	১৮
❍ সঠিক সজরাদারী পীরের নিকট বায়াত গ্রহণের প্রয়োজনীতা	আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন সিদ্দিকী	২৪
❍ মি'রাজুন্নবীর ফযীলত, গুরুত্ব ও তাৎপর্য	মওলানা কাযী মুহাম্মদ ছালেকুর রহমান আল্-ক্বাদেরী	৩৩
❍ দীদারে এলাহী লাভে	আবদুল মতিন	৪১
❍ মাযহাব অনুসরণ : একটি পর্যালোচনা	মুফতি মুহাম্মদ ওবাইদুল হক নঈমী	৪৫
❍ কুরআন সুন্নাহ্র আলোকে বাইয়াতের প্রয়োজনীয়তা	হাফেজ মওলানা মুহাম্মদ আবু মুছা	৫০
❍ মানব জাতির ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের উৎস হাদীছুল আমাল	আলহাজ্ব ক্বারী সৈয়দ আবু তালেব মুহাম্মদ আলাউদ্দিন	৬০
❍ বরকতময় রজব, শাবান ও রমাদান শরীফের এবাদত ও ফজিলত	মওলানা মুহাম্মদ আবুল মনছুর	৬২
❍ কোরআন, হাদীস, ইতিহাস ও ঐতিহ্যে ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম	সৈয়দ মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল আযহরী	৭০

❍ নবীগণ আলাইহিমুস্ সালাম আজন্ম নিষ্পাপ	আলহাজ্ব মওলানা সৈয়দ বদরুদ্দোজা	৮৩
❍ নবী প্রেম খোদা প্রাপ্তির পূর্বশর্ত	আলহাজ্ব মওলানা রফিক আহমদ ওসমানী	৮৭
❍ মাক্বাম-ই মাহমুদই শাফায়াতে কুবরা	মওলানা মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন আল কাদেরী	৯০
❍ জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে ইসলাম	আলহাজ্ব মওলানা ইসমাঈল নোমানী	৯৪
❍ মাদকাসক্তি প্রতিরোধে ইসলাম প্রভাব	আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জিয়াউল হক রিযভি	১০৬
❍ সংগঠন সংবাদ		১১৩
❍ শোক সংবাদ (১)		১১৯
❍ শোক সংবাদ (২)		১২০



প্রোপ্রাইটর ঃ মুহাম্মদ আলম

মোবাইল : ০১৭২৭-৫৫৫৫৪৪

আলম এন্টারপ্রাইজ

বিল্ডিং নির্মাণ কাজ ও সেন্টারিং মালামাল সরবরাহ ও ভাড়া দেওয়া হয় ।

জাকির হোসেন রোড, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম ।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্পাদকীয়

পরম করুণাময় দয়ালু প্রভূর সর্ব শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি আক্বা মওলা, সরকারে দু'আলম, নুরে মোজাচ্ছাম, রহমতে মোক্তার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদে মোজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব ও তিরোধান আমাদের জন্য রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হইতে মহান নেয়ামত। এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার অন্যতম মাধ্যম হইতেছে পবিত্র জশ্নে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উদ্‌যাপন করা। বিশ্বের নবীর প্রেমে মতোয়ারা কোটি কোটি ধর্মপ্রাণ মুসলমান যুগ যুগ ধরিয়া পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) পালন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার ধারাবাহিকতায় আঁ হযরত (সঃ) এঁর শান আজমতকে বিশ্ববাসীর বরাবরে তুলিয়া ধরার জন্য তাঁহার আহমদীয় বেলায়ত শক্তিবাহী বিজয়ী মাহবুব বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদীর প্রবর্তক ইমামুল আউলিয়া গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) তাঁহারই আধ্যাত্মিক বেলায়ত প্রভাবে অনুকুল শাসন শক্তির অনুপস্থিতির কারণে শরীয়তী বাঁধনশীতিল ধর্মহারা মোসলেম সমাজের নৈতিক পতন যুগে বিশ্ব ইসলামকে বাস্তব আধ্যাত্মিক আলোকে টানিয়া আনিয়া নব জীবন দান করিয়াছিলেন। হযরত আক্‌দাছের মনোনীত সাজ্জাদানশীন স্থলাভিষিক্ত সোলতানুল আউলিয়া হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) তাঁহার নিবেদিত জীবনে খোদাসন্ধানী মানব, সহজ সরল আধ্যাত্মিক পথের পথিকগণের সফলতার জন্য তাঁহার পরিচয়মূলক গ্রন্থ সমূহ বিশ্ববাসীর দৃষ্টির সামনে রাখিয়া গিয়াছেন।

উক্ত মহিমাময় মাহে রবিউল আউয়ালের ২৭ তারিখ, হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর পবিত্র বেছালে হাকিকীর পূণ্যময় দিবসের স্মরণে আগামী ১০ই মাঘ ১৪২৪ বাংলা ২৩শে জানুয়ারী ২০১৮ ইংরেজী রোজ মঙ্গলবার স্মৃতি বার্ষিকী ১১২তম ওরশ শরীফ মহাসমারোহে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত হইবে।

উক্ত বরকতময় সময়ে হযরত আক্‌দাছের পবিত্র হুজুরা শরীফের সামনে ১০ই মাঘ রাত ১২টার পর ও ২৭শে রবিউল আউয়াল এশার নামাজের পর মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ শাহী ময়দানে সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম, আবুল মোকাররম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ) মওলার পবিত্র নুরানী-ঈমানী দরবারে আখেরী মুনাজাত পেশ করিবেন। ইতিমধ্যে দেশ-বিদেশে আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া), গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি, গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি মাসিক তরিকত মাহফিলের মাধ্যমে এবং বিভিন্নভাবে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) ও গাউছে পাকের ফজিলত ও বরকতময় ওরশ শরীফের দাওয়াত সহ মাইজভাণ্ডারী তরীকত প্রচার-প্রসার করিয়া আসিতেছেন। সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত আক্‌দাছের বেলায়ত, শজরা, ছিলছিলা, আদর্শ ও শরাফতকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলিয়া ধরার জন্য "জ্ঞানের আলো" প্রকাশনায় সময়োচিত পদক্ষেপ অব্যাহত রাখিয়াছেন।

বিভিন্ন স্তরের শীর্ষস্থানীয় সম্মানিত ব্যক্তিগণ অনেক লেখা আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। তবে আমরা সব প্রবন্ধ বর্তমান সংখ্যায় ছাপাইতে পারিনাই বলিয়া আন্তরিকভাবে দুঃখিত। অদুর ভবিষ্যতে গ্রহণযোগ্য লেখাগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। আর বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাহারা প্রগাঢ় ভক্তি বিশ্বাস ও আন্তরিকতায় বিজ্ঞাপন দিয়া ও বিভিন্নভাবে আমাদের সহযোগিতা করিয়াছেন তাহাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। প্রকাশনায় অনিচ্ছাকৃত ভূল-ত্রুটিকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য সকলের প্রতি রইল সবিনয় অনুরোধ। পরিশেষে আল্লাহ পাক আমাদেরকে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) ও হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এঁর ১১২তম পবিত্র ওরশ শরীফে শরীক করাইয়া ফয়েজ বরকত হাছিল করার মাধ্যমে আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবন বরকতময় করুন। - আমিন।

কুরআনের আলো

আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ কাজী মুহাম্মদ আবদুল আলীম রিজভী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١١٤)

যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদ সমূহে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা প্রদান করে এবং সেগুলোর বিনাশ সাধনে প্রয়াসী হয় তার চেয়ে বড় জালেম কে হতে পারে? অর্থাৎ (আর কেউ নয়) অথচ ভীত সন্ত্রস্ত না হয়ে তাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা সংগত ছিল না। পৃথিবীতে তাদের জন্য লাঞ্ছনা ভোগ ও পরকালে তাদের জন্য মহা শাস্তি রয়েছে। (বাক্বারা, আ-১১৪)

শানে নুযুল ঃ উপরোক্ত আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনায় তাফসীর শাস্ত্র বিশারদগণ উল্লেখ করেছেন আলোচ্য আয়াত বায়তুল মুকাদ্দাস এর অবমাননা ও ধ্বংসযজ্ঞের বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

ইসলাম পূর্বকালে ইয়াহুদীরা হযরত ইয়াহিয়া আলাইহিস সালামকে হত্যা করলে খ্রীষ্টানরা তার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হয়। তারা ইরাকের একজন অগ্নি উপাসক সম্রাটের সাথে মিলিত হয়ে সম্রাট তায়তাসের নেতৃত্বাধীন সিরিয়ার ইয়াহুদীদের উপর আক্রমন চালায়। তাদের হত্যা ও লুণ্ঠন করে, তাওরাতের কপি সমূহ জ্বালিয়ে ফেলে, বায়তুল মুকাদ্দাসে আবর্জনা ও শূকর নিক্ষেপ করে, মসজিদের প্রাচীর ক্ষত-বিক্ষত করে সমগ্র শহরটিকে জন মানবহীন বিরান ভূমিতে পরিণত করে দেয়। এতে ইয়াহুদীদের শক্তি পদদলিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমল পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাস এমনিভাবে পরিত্যাক্ত ও বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিল।

আমিরুল মুমেনীন সায়্যিদুনা হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর খেলাফতকালে যখন সিরিয়া ও ইরাক বিজিত হয়, তখন তারই নির্দেশে বায়তুল মুকাদ্দাস পুনঃনির্মিত হয়। এরপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমগ্র সিরিয়া ও বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের অধিকারে ছিল। অতঃপর বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয় এবং প্রায় অর্ধশতাব্দিকাল পর্যন্ত ইউরোপীয় খ্রীষ্টানদের অধিকারে থাকে। অবশেষে হিজরী ষষ্ঠ শতকে সুলতান সালাউদ্দীন আইয়ুবী বায়তুল মুকাদ্দাস পুররুদ্ধার করেন।

(তাফসীরে রুহুল বয়ান, খাযাইনুল ইরফান ও নঈমী শরীফ)

কোন কোন তফসীর বেত্তা বলেন-আলোচ্য আয়াত পবিত্র মক্কার মুশরিকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়। যখন তারা রসূলে খোদা মাহবুবে কিবরিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনগণকে খানায়ে কাবায় নামায আদায়ে বাধা প্রদান করে এবং ষষ্ঠ হিজরীতে বায়তুল্লাহ্‌র ওমরা আদায়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এমনকি সায়্যিদুনা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে স্বীয় ঘরের দরজায়ও নামায আদায়ে বাধা প্রদান করে। যদ্দরুন তাদেরকে পবিত্র মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করতে হয়। (তাফসিরে খাযাইনুল ইরফান নঈমী শরীফ)

আলোচ্য আয়াত হতে প্রমাণিত জরুরী মাসায়েল

উদ্ধৃত আয়াতে কোরআনের মর্মবাণীর আলোকে কতিপয় প্রয়োজনীয় মাসায়েল ও শরয়ী বিধি-বিধান প্রমাণিত হয়। যথা-তাজীম, সম্মান ও শিষ্টতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিশ্বের সকল মসজিদ এক পর্যায়ভূক্ত। বায়তুল মুকাদ্দাস, মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী শরীফের অবমাননা যেমনী জুলুম তেমনি অন্যান্য মসজিদের বেলায়ও তা একইভাবে প্রযোজ্য এজন্য আয়াতে বায়তুল মোকাদ্দাস বা মসজিদে হারাম শরীফকে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ না করে 'মাসাজিদাল্লাহ্" (অর্থাৎ আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য নির্ধারিত সকল মসজিদ) বলে বিশ্বের সকল মসজিদকে একই হুকুমের আওতাভূক্ত করা হয়েছে। তবে এ তিনটি মসজিদের মাহাত্ম্য ও সম্মান স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃত। যেমন পবিত্র মসজিদে হারাম শরীফে এক রাকাত নামাজের সওয়াব অন্যান্য স্থানের এক লক্ষ রাকায়াত নামাজের সমান। পবিত্র মসজিদে নববী শরীফে এক রাকায়াত নামায অন্যান্য স্থানে পঞ্চাশ হাজার রাকায়াত নামাযের সমান এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে এক রাকায়াত নামায অন্যান্য স্থানে পঁচিশ হাজার রাকায়াত নামাযের সমান। এই তিন মসজিদে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্ত হতে সফর করে সেখানে পৌছা বিরাট সওয়াব ও বরকতের বিষয়। কিন্তু অন্য কোন মসজিদে নামায পড়া উত্তম মনে করে দূর-দূরান্ত হতে সফর করে আসতে বারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আউলিয়ায়ে কেরামদের মাজার জেয়ারতের উদ্দেশ্যে আজমীর শরীফ, বাগদাদ শরীফ, মাইজভাণ্ডার শরীফ, সিরিকোট শরীফ ইত্যাদি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সফর করতে কোরআন হাদীসের কোথাও কোনরূপ নিষেধ কিংবা নিরুৎসাহ করা হয়নি বরং উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহতায়ালা ছালেহীনদের সাক্ষাৎ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করতে কোরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে নববীর বিভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবয়ে তাবেয়ীন, চার মাজহাবের ইমামগণ ও বিশ্বের আউলিয়ায়ে কামেলীনের অভিমত ও বাস্তব আমল এ মাসআলার স্বপক্ষে অকাট্য ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অথচ এদেশের মওদুদীপন্থী পথভ্রষ্ট মৌলভীরা হাদীসে রসূলের বিকৃত ও অপব্যাখ্যা করে ফতোয়াবাজী করে যে-মাজার যিয়ারতের উদ্যেশ্যে সফর করা শিরক বিদায়াত। (নাউযুবিল্লাহ্)। এ ফতোয়াবাজীর পক্ষে কোরআন-হাদীসের কোন প্রকার সমর্থন প্রমাণ পেশ করতে পারেনি তারা। শুধু শয়তানী প্ররোচনায় প্রভাবিত হয়ে এবং অলী আল্লাহ্গণের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে এহেন উদ্ভট, ভিত্তিহীন ও মনগড়া গালাগালি করে চলেছে এরা। আল্লাহ্পাক সকল মুমীন নর-নারীকে এহেন গোমরাহী থেকে হেফাজত করুন। (আমীন)

মসজিদে জিকির আজকার ও বাধা প্রদানের যত পন্থা হতে পারে সে সবগুলোই হারাম। তন্মধ্যে একটি প্রকাশ্য পন্থা এই যে, মসজিদে গমন করতে অথবা সেখানে নামায ও কোরআন তেলাওয়াত করতে পরিষ্কার ভাষায় নিষেধাজ্ঞা প্রদান। দ্বিতীয় পন্থা এই যে মসজিদে হট্টোগোল করে অথবা আশেপাশে গান-বাজনা করে মুসল্লিদের নামায ও জিকির আযকারে বিঘ্ন সৃষ্টিকরা। এমনিভাবে নামাযের সময় যখন মুসল্লিগণ নফল নামায, তাসবীহ-তাহলীল ও তিলাওয়াত ইত্যাদিতে নিয়োজিত থাকেন তখন মসজিদে সরবে তিলাওয়াত ও জিকির করা এবং নামাযীদের নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি করাও বাধা প্রদানের নামান্তর। একারণেই ফিক্বহ শাস্ত্রবিদগণ একে নাযায়েজ আখ্যা দিয়েছেন। তবে মসজিদে যখন মুসল্লি না থাকেন, তখন সরবে জিকির আযকার ও তিলাওয়াত করায় কোন দোষ নেই। এ থেকে আরো বুঝা যায় যে, যখন মুসল্লিরা নামায, জিকির, তাসবীহ ইত্যাদিতে ব্যস্ত থকেন তখন মসজিদে নিজেদের জন্য অথবা কোন ধর্মীয় কাজের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা নিষিদ্ধ। মসজিদ জনশূণ্য করার জন্য সম্ভবপর যত পন্থা হতে পারে সবই হারাম। মসজিদকে বিধ্বস্ত ও জনশ্যুন্য করা যেমন এর অন্তর্ভূক্ত তেমনিভাবে এমন কারণ সৃষ্টি করাও এর অন্তর্ভূক্ত। যার ফলে মসজিদ জনশূণ্য হয়ে যায়। মসজিদ জনশূণ্য হওয়ার অর্থ এই যে, সেখানে নামায পড়ার জন্য কেউ না আসা কিংবা নামাজীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়া।

হাদীসে নববীর আলোকে মসজিদঃ

পৃথিবী পৃষ্ঠে একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ইবাদত বন্দেগী তেলাওয়াত ইত্যাদির জন্য স্থায়ীভাবে নির্ধারিত ও নির্মিত ঘর হল মসজিদ। এগুলোকে আল্লাহর ঘর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে হাদীছে নববী শরীফে। এতে



প্রবেশ করা মানে আল্লাহপাকের সান্নিধ্যে গমন করা। এগুলোর খেদমত

عَنْ ابن مسعود رضـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِنَّ بُيُوتَ اللهِ فِي الْأَرْضِ مَسَاجِدُها عَلَى اللهِ أَنْ يُكْرِمَ مَنْ زَارَهُ فِيهَا. (رواه الطبرانى)

যেন ঈমানের স্মারক, আল্লাহপাকের বড় ইবাদত। হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে- প্রখ্যাত সাহাবায়ে রসূল সায়্যিদুনা হযরত আবদুল্লা ইবনে মসজিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলে করীম রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পৃথিবীর মসজিদগুলো নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র ঘর। (অর্থাৎ আল্লাহপাকের ইবাদতের মারকাজ) এগুলোতে যারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে গমন করবে তাদেরকে সম্মানিত করা আল্লাহ্‌পাক নিজের উপর কর্তব্য হিসেবে গণ্য করেছেন। (তিবরানী শরীফ)।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنْ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ. (متفق عليه)

সায়্যিদুনা হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলে খোদা হাবীবে কিবরীয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যারা সকাল সন্ধ্যায় মসজিদে গমন করে (আল্লাহ্‌র ইবাদাতের উদ্দেশ্যে তারা আল্লাহ্‌র মেহমান হিসেবে গণ্য হয়) আল্লহ্‌পাক বেহেশ্‌ত থেকে তার জন্য মেহমানী আতিথেয়তা তৈরী রাখেন। যখনই সে মসজিদে গমন করে। (ছহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ الْمَسَاجِدُ قِيْلَ وَمَا الرَّتْعُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ. (رواه الترميذى)

সায়্যিদুনা হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যখন তোমরা বেহেশতের বাগানে গমন করে ফলমূল আহরণ করো। আরজ করা হলো ওহে আল্লাহ্‌র রসূল, বেহেশতের বাগান কোনটি (পৃথিবীতে)? জবাবে আল্লাহ্‌র হাবীব ইরশাদ করেন, মসজিদ সমূহ। পুনরায় আরজ করা হয়, হে আল্লাহ্‌র রসূল, ফলমূল কি? উত্তরে আল্লাহ্‌র হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন "সুবাহানাল্লাহী ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর।" এ তাসবী পৃথিবীতে বেহেশ্‌তের ফলমূল স্বরূপ। (তিরমিজী শরীফ)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ. (رواه احمد وابوداؤد)

সায়্যিদুনা হযরত আবু উমামা বাহেলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলে করীম রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, ব্যক্তি ঘর থেকে পুত পবিত্র হয়ে ফরজ নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হয় তার সওয়ার হলো ইহরাম পরিধানকারী হজ্ব আদায়কারীর সওয়াবের সমান।

(মসনদে আহমদ ও আবু দাউদ শরীফ)

উল্লেখিত হাদীসে নববী শরীফের আলোকে প্রতিভাত হয়, পৃথিবীর মসজিদ সমূহ আল্লাহ্‌র ঘর, বেহেশ্‌তের বাগান। এতে গমন করা যেন আল্লাহপাকের স্বাক্ষাতে, বেহেশতের বাগানে গমন করা যা মুমিনের জীবনে ইহকালীন জীবনে পরম সৌভাগ্য ও পরকালীন জীবনে নাজাতের উছিলা স্বরূপ মসজিদের আদব, সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা মহিমা যথার্থরূপে আনুধাবন করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, এটা আল্লাহ্‌র ঘর, বেহেশ্‌তের বাগান। এর প্রতি সর্বোচ্চ আদব প্রদর্শন করে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এতে প্রবেশ করা, ইবাদাত বন্দেগীতে নিয়োজিত হওয়া জাগতিক কোন কর্মকান্ডে মশগুল না হওয়া কোরআনে করীমের তাগিদ। এর বিপরীত কোন আচরণে লিপ্ত হওয়া ইহকালীন লাঞ্চনা ও পরকালীন কঠোর শাস্তির কারণ। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সবাইকে আমল করে উভয় জাহানে সফলকাম হওয়ার সৌভাগ্য নসীব করুন। আমীন। বিহুরমতি সায়্যিদিল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অধ্যক্ষ : কাদেরীয়া তৈয়বিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

"বিচ্ছেদ মিলন তান- দোজখ বেহেস্ত জান।
মুর্শিদ গুপ্তের কর্তা জানিও সন্ধানে।।"

ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী (সঃ) ও ১০ মাঘ ওরশ শরীফ উপলক্ষে প্রকাশিত
'জ্ঞানের আলো'র
সফলতা কামনা করছি।
মুর্শিদে বরহক আলহাজ্ব হযরত মওলানা
শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক
মাইজভাণ্ডারী (মঃ) এঁর মেহেরবানী প্রত্যাশায়

কাশেম ষ্টোর

জাগৃতি মার্কেট, কলেজ রোড
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

"তুমি শানে রসুল, শানে গাউছুল, শানে দেলাওর।
খোদার রঙ্গে এমদাদ মওলা মুর্শিদ আমার।।"

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) ও
মহান ১০ মাঘ ওরশ শরীফ
উপলক্ষে প্রকাশিত 'জ্ঞানের আলো'র
সফলতা কামনা করছি।
আমার, আমার পরিবারের ও ব্যবসা
প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য
দো'জাহানের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনায়-
শ্রদ্ধাবনত-

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী
সাংগঠনিক সম্পাদক
আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে
মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)
চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদ।

মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র আধ্যাত্মিক পরিচিতি

চট্টগ্রাম জেলার মাইজভাণ্ডার গ্রাম- ছায়াঘেরা পাখী ডাকা বাগানতুল্য এক নিভৃতি শান্তিময় পল্লী, যাঁহার অধ্যাত্ম শরাফতের কল্যাণে সারা বিশ্বে ইহা "মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ" নামের খ্যাত সেই মহান গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী **সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ)'র** এই স্থানে ১২৩৩ বাংলা (১৮২৬ খৃষ্টাব্দ) ১লা মাঘ শুভ আবির্ভাব হয়। দেশীয় শিক্ষা শেষে হিজরী ১২৬০ সনে কলিকাতা আলীয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং অধ্যায়ন শেষে তিনি যশোরে কাজী পদে যোগদান করেন। উক্ত পদে ইস্তফা দেওয়ার পর কলিকাতায় মুন্সী বু আলী ছাহেবের মাদ্‌রাসার প্রধান মোদার্রেছ পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পরে কলিকাতা আলীয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতার পেশায় কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি বিল আছালত বা স্বভাব সিদ্ধ জন্মগত অলীউল্লাহ ছিলেন। মোখালেফাতে নফ্‌ছ বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচারণে বিল মালামাত বেলায়ত অর্জন করেন। হজরত পীরাণে পীর (কঃ) এঁর বংশধর ও কাদেরীয়া তরিকার খেলাফত প্রাপ্ত গাউছে কাউনাইন হযরত শেখ সৈয়দ আবু শাহামা ছালেহ আল কাদেরী লাহোরী (রঃ) এঁর দস্তে বায়াত গ্রহণ করিয়া গাউছিয়তের খোদা-দাদ খনি এবং পীরে তরিকতের বড় ভাই হযরত সৈয়দ দেলোয়ার আলী পাকবাজ (রঃ) হতে এত্তেহাদী কুতুবিয়তের ফয়জ হাসিল করিয়া কামেলে মোকাম্মেল হন। অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে অনাবিল করুণা বর্ষনের পর ১৯০৬ ইং, ২৩ শে জানুয়ারি, সোমবার এই মহান গাউছুল আজম ওফাত প্রাপ্ত হন।

ওফাতের পূর্বে তিনি অর্জিত গাউছিয়ত কুতুবিয়তের মহিমা সমৃদ্ধ শরাফত জারী রাখার লক্ষ্যে নিজ আদরের নাতী হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী **সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)** কে "বালেগ" ঘোষণা করে নিজ গদীতে বসানোর মাধ্যমে সাজ্জাদানশীন মনোনীত করে যান, যিনি ১৯৮২ সালে ওফাত প্রাপ্ত হন।

পুনরায় সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম (কঃ) ওফাতের পূর্বে এই শরাফতের ধারা জারী রাখার লক্ষ্যে ১৯৭৪ সনে নিজ ৩য় পুত্র হযরত মওলানা **শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)** কে তাঁহার রচিত মানব সভ্যতা বই-এ "যোগ্যতম" ঘোষণা এবং জীবদ্দশায় প্রকাশিত জরুরী বিজ্ঞপ্তিতে তাঁহার গদীর স্থলাভিষিক্ত সাজ্জাদানশীন মনোনীত করে শিক্ষা দীক্ষা শজরা দান ফতুহাত নিয়ন্ত্রন অধিকার সম্পন্ন, এই গাউছিয়ত জারী সফলতা দানকারী সাব্যস্ত করে যান। হযরত কেবলা কাবার গাউছিয়ত কুতুবিয়তের মহিমা সমৃদ্ধ শরাফতের এই ধারা শজরা প্রাপ্ত মনোনীত সাজ্জাদানশীনের মাধ্যমে হাশর তক্ জারী থাকিবে। -ইনশাল্লাহ।

শজরায়ে আহমদিয়া কাদেরীয়া গাউছিয়া

(১) হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ)

(২) আমিরুল মোমেনীন হজরত আলী (রাঃ)

(১৮) পীরাণে পীর দস্তগীর শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ)

(৩৭) গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ)

(৩৮) সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম খাদেমুল ফোক্‌রা হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)

(৩৯) সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ)

(৪০) নায়েব সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)

"নবী না হয়ে দুনিয়ায়, না হয়ে ফেরেস্তা খোদার।
হয়েছি উম্মত তোমার, তার তরে শোকর হাজার বার।"

**"আপন চিত্তে বিভোর হলে মানুষ হয় নুরের খনি
সকল আধার দূর হয়ে যায় মানুষ হয় অন্তর্যামী।"**

- খাদেমুল ফোক্‌রা হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)।

সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম, দরজা-এ-অছীয়ে গাউছুল আজম, রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরিকত আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী **সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী** (মঃজিঃআঃ) ছাহেব কেবলার পৃষ্ঠপোষকতায় এবং নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ **আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী** (মঃ) ছাহেব এঁর সম্পাদনায় পবিত্র ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী (স:) ও মহান ১০ মাঘ ওরশ শরীফ উপলক্ষে প্রকাশিত **"জ্ঞানের আলো"**র সফলতা কামনায় নিবেদিত–



আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)
(হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর তরীকা ও আদর্শবাহী সংগঠন)

চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদ

৬/জি, জাকির হোসেন সোসাইটি, রোড নং-৪, দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম।

হাদীসের আলো

আলহাজ্ব মওলানা কাজী মুহাম্মদ মুঈনউদ্দীন আশরাফী

عن ابى هريرة قال اتى اعرابى النبى صلى الله عليه وسلم فقال دلنى على اذا اعملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلوة المكتوبة وتودى الزكوة المفروضة وتصوم رمضان قال والذى نفسى بيده لا ازيد على هذا ولا انقص منه فلما ولى قال النبى صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل اهل الجنة فلينظر الى هذا - (متفق عليه)

অনুবাদ ঃ প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা আবদুর রহমান ইবনে ছখর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন একজন বেদুঈন হুযুর (সঃ) এঁর নিকট এসে এ মর্মে আবেদন করল যে, আমাকে এমন আমলের প্রতি পথ প্রদর্শন করুন যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করব। তখন হুযুর করিম(সঃ) ইরশাদ করলেন- "তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে অংশীদার করনা, ফরজ নামায যথা নিয়মে আদায় কর, নির্ধারিত যাকাত দান কর আর রমযান শরীফে রোজা পালন কর"। এতদ্‌শ্রবনে বেদুইন দৃঢ়চিত্তে জানালো ঐ সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ। আমি এর উপরে বাড়াবোও না এবং এর চেয়ে কমও করব না। যখন ঐ ব্যক্তি ফিরে যাচ্ছিল তখন হুযুর করিম (সঃ) বললেন কোন জান্নাতবাসী ব্যক্তি দেখার যার সাধ হয় সে যেন ঐ ব্যক্তির দিকে তাকায়। (বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা ঃ আলোচ্য হাদিসে একজন বেদুঈন মুসলমান অত্যন্ত সহজ সরলভাবে পরকালীন চুড়ান্ত মুক্তির পথনির্দেশনা চেয়ে প্রিয় নবী হুযুর করিম (সঃ) এঁর দরবারে এই আবেদন জানিয়েছেন। অর্থাৎ এ পার্থিব জীবন এর আরাম আয়েশ, সুখ শান্তির চেয়ে একজন ঈমানদারের নিকট পরকালীন সুখ শান্তিই অধিকতর কাম্য হওয়া উচিৎ। তা আলোচ্য বেদুঈন মুসলমানের আবেদনের মাধ্যমে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কারণ, পরকালে বিশ্বাসী সকলেরই এ কথা নিশ্চিতরূপে জানা আছে যে, পরকালীন জীবনের তুলনায় দুনিয়াবী জীবন একবারেই নগন্য। পরকালীন জীবনেই অন্তহীন কাল অবস্থান করতে হবে। সুতরাং একেবারে সংক্ষিপ্ত সময়ের আয়েশের প্রয়োজনের তুলনায় অনাদিকালের আরাম আয়েশ এর প্রযোজনীয়তা সন্দেহাতীত ভাবে যে বেশী, এটা প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন। সংক্ষিপ্ত সময়ের সুখ শান্তির চেয়ে স্থায়ী ও অন্তহীন কালের সুখ শান্তি প্রত্যেকেরই কাম্য, কিন্তু আমাদের বিশ্বাসের দুর্বলতার ফলে আজ আমরা চুড়ান্ত সুখ শান্তির পরিবর্তে ক্ষণস্থায়ী সুখ শান্তিকে প্রাধান্য দিয়ে জীবনের মত অমূল্য সম্পদকে এরই পেছনে ব্যয় করছি। অপরদিকে পরকালীন অন্তহীন জীবনের সুখ শান্তির ব্যাপারে বেশী উদাসীনতা প্রদর্শন করছি, যা একজন ঈমানদারের জন্য কখনো শোভনীয় নয়। আলোচ্য হাদিস থেকে আমাদের এ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। আলোচ্য বেদুঈন প্রিয় নবী হুযুর পাক (সঃ) এঁর নিকট সবিনয়ে আবেদন জানালেন।



হে আল্লাহ রসুল (সঃ) আপনি আমাকে এমন সব আমল এঁর পথ প্রদর্শ করুন যা কার্যে পরিণত করলে আমি তার পরিণতিতে জান্নাতে প্রবেশ করব। আমল সম্পেকে জানতে চাওয়া থেকে প্রমানিত হচ্ছে আলোচ্য বেদুঈন ঈমানদার ছিলেন। অন্যথায় হুযুর করিম (সঃ) তাকে প্রথমে ঈমানের বিষয়ে অবগত করাতেন। অনুরূপভাবে জান্নাতে প্রবেশের আকাঙ্খাতেও তার ঈমানের পরিচায়ক। সে ব্যক্তির পরকাল ও পরকালীন সুখ শান্তি অন্বেষণ তার ঈমানের পরিচায়ক। যে ব্যক্তি পরকাল ও পরকালীন সুখ-শান্তি ও দুঃখ এবং শাস্তি ভোগে বিশ্বাস করে না তার পক্ষে জান্নাতে প্রবেশের আকাংখা প্রশ্নই আসে না। সাথে সাথে একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক ঈমানদারকে পরকালীন চুড়ান্ত শান্তি লাভ করতে হলে অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রসুল (সঃ) এঁর প্রদর্শিত পথে চলতে হবে এবং সাধ্যানুসারে তা আমল করতে হবে। শুধুমাত্র ঈমান নিয়ে আমল বিমুখ হয়ে পরকালীন পরিপূর্ণ শান্তি লাভ করা সম্ভব নয়। অতএব জীবনে শান্তি চাইলে মহান আল্লাহ ও তাঁর রসুল (সঃ) এঁর আদেশ নিষেধ সমূহ মেনে চলতে হবে। শুধুমাত্র একক ঈমানের দাবীতে এক্ষেত্রে সাফল্যের আশা করা চরম বোকামী; আলোচ্য হাদিসের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে এটাই প্রমাণিত হবে। প্রত্যেক সাহাবী হুযুর করিম (সঃ) কে প্রাণের চেয়েও অধিক পরিমাণে ভালবাসতেন। অতএব, তাঁরা ঈমান ও নবী প্রেমের উপর ভরসা করে আমল বিমুখ হয়ে বসে থাকলেও পারতেন। কিন্তু, এ ধরণের চিত্র কোন সাহাবীর জীবনে দেখা যায় না। বরং তাঁরা প্রিয় নবী হুযুর করিম (সঃ) এঁর যথার্থ অনুকরন এর মাধ্যমে প্রিয় নবী (সঃ) এঁর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার পরিচয় দিয়েছেন। শত প্রতিকুলতার সাথে লড়েও প্রিয় রসুল (সঃ) এঁর যথার্থ অনুসরণে তাঁরা সদা সচেষ্ট ছিলেন। যাঁরা প্রিয় নবী (সঃ) এঁর আচার আচরণ, চলাফেরা, উঠা-বসা, চাল-চলন পানাহার সব কিছুর নিয়ম পদ্ধতিকে এতোটা ভালবাসতেন, তাঁরা প্রিয় নবী (সঃ) এঁর পবিত্র সত্ত্বাকে কতো প্রবলভাবে ভালবাসতেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁদের জীবনে আচার -আচরণে, কথা-বার্তায় প্রিয় নবী (সঃ) এঁর মহান শানে সামান্যতম বেআদবী বা অশোভনীয় আচরণের কোন প্রমাণ মিলে না। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্রিয় নবী (সঃ) এঁর অনুসরণ তখনই যথার্থ হবে, যখন প্রিয় নবী (সঃ) এঁর প্রতি অন্তরে অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম ভালবাসা থাকবে। এই অনুভব ব্যতিরেকে শুধুমাত্র সুন্নাতের অনুসরণ হবে সরল প্রাণ মুসলমানদের ধোকা দেয়ার এক শক্তিশালী হাতিয়ার। যেমন ওহাবী তাবলিগীরা একদিকে প্রিয় নবী (সঃ) এঁর মহান শানে চরম অবমাননাকর উক্তি করে চলেছে, যা তাদের লিখিত বিভিন্ন কিতাবাদিতে বিদ্যমান। অপরদিকে নিজেদেরকে তারা সুন্নাতে রসুলের একমাত্র অনুসারী হিসেবেও এই মনোভাব উপস্থাপন করে এবং উচ্চ কণ্ঠে এ ধরণের দাবীও করে থাকে। এক্ষেত্রে তাদের সুন্নাতের অনুসরণ চরম ধোকাবাজী ও নিঃসন্দেহে কপটতাপূর্ণ আচার।

প্রধান মুহাদ্দিস, ছোবহানিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম।



হে আল্লাহ রসুল (সঃ) আপনি আমাকে এমন সব আমল এঁর পথ প্রদর্শ করুন যা কার্যে পরিণত করলে আমি তার পরিণতিতে জান্নাতে প্রবেশ করব। আমল সম্পেকে জানতে চাওয়া থেকে প্রমানিত হচ্ছে আলোচ্য বেদুঈন ঈমানদার ছিলেন। অন্যথায় হুযুর করিম (সঃ) তাকে প্রথমে ঈমানের বিষয়ে অবগত করাতেন। অনুরূপভাবে জান্নাতে প্রবেশের আকাঙ্খাতেও তার ঈমানের পরিচায়ক। সে ব্যক্তির পরকাল ও পরকালীন সুখ শান্তি অন্বেষণ তার ঈমানের পরিচায়ক। যে ব্যক্তি পরকাল ও পরকালীন সুখ-শান্তি ও দুঃখ এবং শাস্তি ভোগে বিশ্বাস করে না তার পক্ষে জান্নাতে প্রবেশের আকাংখা প্রশ্নই আসে না। সাথে সাথে একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক ঈমানদারকে পরকালীন চুড়ান্ত শান্তি লাভ করতে হলে অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রসুল (সঃ) এঁর প্রদর্শিত পথে চলতে হবে এবং সাধ্যানুসারে তা আমল করতে হবে। শুধুমাত্র ঈমান নিয়ে আমল বিমুখ হয়ে পরকালীন পরিপূর্ণ শান্তি লাভ করা সম্ভব নয়। অতএব জীবনে শান্তি চাইলে মহান আল্লাহ ও তাঁর রসুল (সঃ) এঁর আদেশ নিষেধ সমূহ মেনে চলতে হবে। শুধুমাত্র একক ঈমানের দাবীতে এক্ষেত্রে সাফল্যের আশা করা চরম বোকামী; আলোচ্য হাদিসের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে এটাই প্রমাণিত হবে। প্রত্যেক সাহাবী হুযুর করিম (সঃ) কে প্রাণের চেয়েও অধিক পরিমাণে ভালবাসতেন। অতএব, তাঁরা ঈমান ও নবী প্রেমের উপর ভরসা করে আমল বিমুখ হয়ে বসে থাকলেও পারতেন। কিন্তু, এ ধরণের চিত্র কোন সাহাবীর জীবনে দেখা যায় না। বরং তাঁরা প্রিয় নবী হুযুর করিম (সঃ) এঁর যথার্থ অনুকরন এর মাধ্যমে প্রিয় নবী (সঃ) এঁর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার পরিচয় দিয়েছেন। শত প্রতিকুলতার সাথে লড়েও প্রিয় রসুল (সঃ) এঁর যথার্থ অনুসরণে তাঁরা সদা সচেষ্ট ছিলেন। যাঁরা প্রিয় নবী (সঃ) এঁর আচার আচরণ, চলাফেরা, উঠা-বসা, চাল-চলন পানাহার সব কিছুর নিয়ম পদ্ধতিকে এতোটা ভালবাসতেন, তাঁরা প্রিয় নবী (সঃ) এঁর পবিত্র সত্ত্বাকে কতো প্রবলভাবে ভালবাসতেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁদের জীবনে আচার -আচরণে, কথা-বার্তায় প্রিয় নবী (সঃ) এঁর মহান শানে সামান্যতম বেআদবী বা অশোভনীয় আচরণের কোন প্রমাণ মিলে না। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্রিয় নবী (সঃ) এঁর অনুসরণ তখনই যথার্থ হবে, যখন প্রিয় নবী (সঃ) এঁর প্রতি অন্তরে অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম ভালবাসা থাকবে। এই অনুভব ব্যতিরেকে শুধুমাত্র সুন্নাতের অনুসরণ হবে সরল প্রাণ মুসলমানদের ধোকা দেয়ার এক শক্তিশালী হাতিয়ার। যেমন ওহাবী তাবলিগীরা একদিকে প্রিয় নবী (সঃ) এঁর মহান শানে চরম অবমাননাকর উক্তি করে চলেছে, যা তাদের লিখিত বিভিন্ন কিতাবাদিতে বিদ্যমান। অপরদিকে নিজেদেরকে তারা সুন্নাতে রসুলের একমাত্র অনুসারী হিসেবেও এই মনোভাব উপস্থাপন করে এবং উচ্চ কণ্ঠে এ ধরণের দাবীও করে থাকে। এক্ষেত্রে তাদের সুন্নাতের অনুসরণ চরম ধোকাবাজী ও নিঃসন্দেহে কপটতাপূর্ণ আচার।

প্রধান মুহাদ্দিস, ছোবহানিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম।



মোহাজেরে মদনী (রহঃ) এঁর নিকট হইতে কুতুবিয়তের ফয়জ হাছেল করেন। নফ্ছ ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বিল মালামাত বেলায়ত অর্জন করেন। তিনি বেলায়তের চতুর্বিধ দরজার সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হইয়া গাউছুল আজম সাব্যস্ত হন। তিনি এমন এক খোদায়ী প্রদত্ত শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি, যিনি জনগণের না হওয়ার মত কাম্যবস্তুকে খোদার ইচ্ছা শক্তিতে তাঁহার গাউছে আজমিয়তের প্রভাবে হওয়ার রূপ দিয়াছেন এবং দিতেছেন। কামালিয়তের বা বুজুর্গীর কোন প্রশংসা তাঁহার বুজুর্গীতে বাদ পড়ে না। তাঁহার আত্ম বিকাশের পর তাঁহার প্রভাবে তাঁহার পবিত্র দরবারে এবং পরপর প্রায় পৃথিবীর সমস্ত বুজুর্গানেদ্বীনের মাজারে ও স্থানে নবী-অলিদের ওরশ কার্য পশ্বাদি জবেহে বিপুল সমারোহে তাঁহাদের ভক্ত মুরিদ কর্তৃক সম্মিলিতভাবে উদ্‌যাপন আরম্ভ হয়। তাঁহার সাথে হযরত খাজা খিজির (আঃ) এঁর সাথেও খুবই ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। তাঁহার সমসাময়িক সুধীবুন্দ বুজুর্গানে দ্বীনে মতীনগণ হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর সম্বন্ধে উচ্চ মন্তব্য করিয়াছেন। এই দেশের বড় বড় আলেম ফাজেল্‌রাও কিরূপ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তাহা তাঁহার জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়।

তিনি বিশ্ববাসীকে ধ্বংসের কলবল হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে খোদায়ী প্রদত্ত্ব প্রেম প্রেরণায় বেলায়তী শক্তি দানে খোদার সহিত নৈকট্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের সহায়তাকারী। তাঁহার নিকট যেই কেহ উপস্থিত হইত, তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রেরণা ফয়েজ রহমত হইতে কখনও বঞ্চিত হইত না। এমনও দেখা যাইত তাঁহার এত্তেহাদী ফয়েজ অর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই কাশ্‌ফ ও অন্তঃচক্ষু উম্মিলিত হইত এবং খোদার গোপন রহস্য জ্ঞান অবগত হইয়া উহা ব্যক্ত করিতে থাকিতেন। তাঁহার বদৌলতে এই দেশবাসী হাল ও জজ্‌বাতি সম্পদে ধনী, এমনকি তাঁহার প্রভাবে সারা ভুবনবাসী মুক্তভাবে জজ্‌বাতি প্রেম প্রেরণার অধিপতি। যাহার ফলে অল্পায়াসে ও অল্পসময়ে বহু লায়েক আলেম এবং খোদা প্রেম পেয়ারা জনগণ কামেল বা পূর্ণ মানবতা প্রাপ্তে হাল জজ্‌বায় খোদা প্রেমমত্ত অলিউল্লাহরূপে বাংলা, বার্মা, পাকিস্তান এবং সমগ্র উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িলেন। তাই তাঁহার নিকট হইতে ফয়জ বরকত প্রাপ্ত খলিফা ছাহেবানদের পূর্ণ তালিকা তৈরী করা কোন অবস্থাতেই সম্ভব নহে। এক কথায় বলিতে হয় খোদার নিদর্শন আছমানে চন্দ্র-নক্ষত্ররাজি যেমন, তেমনি তিনি এবং তাঁহার খলিফা ও ভক্ত অনুরক্তগণও তেমন। হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর দুই ভ্রাতার দুই পুত্রও তাঁহার ফয়েজ বরকত প্রাপ্তে কামালিয়তের উচ্চাসন লাভ করিয়াছিলেন। তদ্‌মধ্যে দ্বিতীয় ভ্রাতার দ্বিতীয় পুত্র, হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াছেল মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ছাহেব গাউছিয়ত ধারামতে ফয়েজ প্রাপ্তে "কুতুবে এরশাদ" ছিলেন। তৃতীয় ভ্রাতার দ্বিতীয় পুত্র গাউছুল আজম বিল বেরাছত, হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ছাহেব কেবলা "কুতুবুল আক্‌তাব" ছিলেন । নিজ পুত্র সোলতানুল অলদ্ হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কামালিয়াতের উচ্চাসন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র হুজুরা শরীফ দোয়ার মেহরাবে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর পৌত্র সাজ্জাদানশীন-এ গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কে নিজ গদী শরীফ অর্পণে স্থলাভিষিক্ত সাজ্জাদানশীন মনোনীত করিয়া তিনি সকলের অবগতির জন্য তাঁহার পবিত্র নুরানী-ঈমানী জবানে দেলা ময়না, সোলতান, নবাব ইত্যাদিতে আখ্যায়িত করিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। অনুরূপভাবে তাঁহার গদী শরীফে বিগত ১৯৭৪ সালে তাঁহার পবিত্র বংশধরের মধ্যে তৃতীয় পুত্র সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আবুল মোকার্‌রম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী

(মঃজিঃআঃ) ছাহেবকে তাঁহার পবিত্র গদী শরীফে বসাইয়া গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী কেবলা কাবার রাজ রহস্য তাৎপর্যমূলক ব্যবহৃত হরিত্রী রঙের পবিত্র শাল মোবারক তাঁহাকে পরাইয়া দেন এবং তিনি নিজেই মনোনীত করিয়া সাজ্জাদানশীন ও স্থলাভিষিক্ত মনোনয়ন খেলাফত প্রদান ও গদী শরীফ অর্পণ করিয়া সকলের অবগতির জন্য ১৯৭৫ সালে "জরুরী বিজ্ঞপ্তি"র মধ্যে লিখিয়াছেন, "এতদ্সঙ্গে আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আমার অবর্তমানে হযরতের হুজুরা শরীফে আমার গদীর উত্তরাধিকারী বর্তমান নায়েব সাজ্জাদানশীন সৈয়দ এমদাদুল হককে আমি মনোনীত করে আমার স্থলাভিষিক্ত করিলাম। শিক্ষা, দীক্ষা, শজরা দান এবং ফতুহাত নিয়ন্ত্রন অধিকার সম্পন্ন, এই গাউছিয়ত জারি সফলতা দানকারী সাব্যস্ত করিলাম।"

১. প্রত্যেক দায়রা শাখা ও খেদমত কমিটি সমূহে নিয়মিতভাবে মাসিক তরীকতের মাহফিলের মাধ্যমে অনুমোদিত লিখিত বক্তব্য পাঠ, আলোচনা, মিলাদ, জিকির ও মুনাজাত কার্যক্রম দ্বারা সকলের জন্য তরীকত চর্চার পথ সুগম করিয়াছেন এবং মাহফিল পরিচালনার জন্য উপজেলা ও শাখা ভিত্তিক দারুত-তায়ালীম প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদান করিয়াছেন।

২. প্রতি বৎসর নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসদ্বয়কে সাংগঠনিক মাস ঘোষণা করিয়া-আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া), গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি ও গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি এবং অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনকে একযোগে কাজ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। সমস্ত কমিটিকে সারা বৎসর তদারকি করার জন্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদকে দায়িত্ব প্রদান করিয়াছেন। উক্ত সংগঠন এর সমাজকল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে সমাজ সেবা ও মানব কল্যাণার্থে-রক্তের গ্রুপিং, রক্ত দান অনুষ্ঠান, বৃক্ষরোপন ও সংরক্ষণ, শীতবস্ত্র-ইফতার সামগ্রী বিতরন, চিকিৎসা সেবা, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধা বৃত্তি, মেধা বিকাশ ইত্যাদি (কার্যক্রমের) কর্মসূচী অব্যাহত রাখিয়াছেন।

৩. সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজমের রচিত ও প্রকাশিত পুস্তক-কেতাবাদি অবিকৃত অবস্থায় পুনঃপ্রকাশ করিয়া আশেকানদের চাহিদা মিঠাইতে সক্ষম হইয়াছেন এবং হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর জীবনী ও কেরামত গ্রন্থখানী বর্তমানে ইংরেজীতে প্রকাশ করিয়া বিশ্ব ব্যাপি প্রচার-প্রসার করিতে খোদার অপর মহিমায় সক্ষম হইয়াছেন।

৪. "জ্ঞানের আলো" নামক ম্যাগাজিন প্রকাশ করিয়া তাহা অব্যাহত রাখিয়াছেন।

৫. প্রত্যেক শুক্রবার এশার নামাযের পর মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলে, প্রত্যেক বুধবার মাগরিবের নামাযের পর চট্টগ্রাম শহরে খানকায়ে গাউছিয়া আহমদিয়া মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফে, প্রত্যেক বৃহস্পতিবার এশার নামাযের পর খানকায়ে গাউছিয়া আহমদিয়া মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফ, ঢাকা ১০১, আরামবাগে, প্রত্যেক শুক্রবার খুলনা খানকা শরীফে, প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সিলেট খানকা শরীফে-মিলাদ, আলোচনা, জিকির ও শজরা শরীফ পাঠসহ মুনাজাত করা হয়।

৬. প্রত্যেক বৎসর আখেরী চাহার সোম্বা উপলক্ষে পবিত্র খত্মে কোরআন শরীফ ও পবিত্র খত্মে বোখারী শরীফের আয়োজন অব্যাহত রাখিয়াছেন।

৭. পবিত্র কোরআন, হাদিছ, এজমা কিয়াজের আদলে "মাইজভাণ্ডার আহমদিয়া-এমদাদীয়া মাদ্‌রাসা" দ্বীনি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, আগামীতে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে আলীয়া মাদ্‌রাসায় রুপান্তরিত করার পরিকল্পনা রয়েছে এবং মাইজভাণ্ডারী কায়দা প্রকাশ করিয়া খানকাহ শরীফ ও দায়রা শাখা সমূহে ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা চালু করিয়াছেন।

৮. প্রতি বৎসর ১০ ই মাঘ হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর ওরশ শরীফ, হযরত বাবাজান কেবলা (কঃ) এঁর ২২ শে চৈত্র ওরশ শরীফ, ২৯ শে আশ্বিন খোশরোজ শরীফ, ২৭ শে রবিউল আউয়াল বিশাল আঙ্গিকে জশ্‌নে ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) মাহফিল, শাহাদাতে কারবালা মাহফিল, শবে বরাত, শবে কদর, শবে মেহরাজ সহ আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) ও গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি এবং গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি সমূহে আয়োজিত মাহফিলের মাধ্যমে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর তরীকা, আদর্শ, শান-আজমত, শজরা-ছিলছিলা বিশ্ব ব্যাপী প্রচার- প্রসার করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

পরিশেষে আগামী ১৬ই ডিসেম্বর ২০১৭ ইংরেজী রোজ শনিবার পবিত্র জশ্‌নে ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) মাহফিল ও আগামী ১০ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী ২০১৮ ইংরেজী রোজ মঙ্গলবার হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এঁর বার্ষিক ওরশ শরীফ এঁর দাওয়াত রহিল।

সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম, আপনারা হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর সঠিক অবস্থান এবং তিনি শরীয়ত, তরীকত, মারেফাত ও হাকিকতের মধ্যস্থতায় উরুজে রূহানীয়তের সহায়তার জন্য যেই নীতিমালা বিশ্ববাসীর সামনে রাখিয়া গিয়াছেন-তাহা কথায়, কাজে ও আচরণে বিশ্বমানবতার সামনে তুলিয়া ধরার জন্য আহবান জানাইতেছি। সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম (মঃজিঃআঃ) এঁর আহবানে কষ্ট করিয়া দূর-দুরান্ত হইতে আসিয়া এই পবিত্র খত্‌মে কোরআন ও খত্‌মে বোখারী শরীফের অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য আপনাদের প্রতি আন্তরিক মোবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। মহান আল্লাহ্ তাঁহার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও আউলিয়া কেরাম বিশেষতঃ হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর উছিলায় আমাদেরকে কামিয়াব করুন। আমিন।

ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

মওলানা হাফেজ মুহাম্মদ সোলাইমান আনসারী

হুজুর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সত্তা মোবারক সকল উত্তম গুণাবলী, বৈশিষ্ট্য, চরিত্র ও সৌন্দর্যের আধার, যেগুলোর চর্চা অনন্তকাল ধরে ঈমানদার উম্মতের সর্বোত্তম কর্ম হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। নি:সন্দেহে নবী চর্চা ইবাদত এবং এটিই মৌলিক ঈমান। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মনোজ্ঞ আলোচনার অসংখ্য পদ্ধতির মধ্যে "মিলাদুন্নবী" একটি অতিপরিচিত পন্থা যা প্রথম শতাব্দী হতে অদ্যবধি চলে আসছে ধারাবাহিকতার অনুপম আদর্শ নিয়ে। এই পবিত্র মাহফিলে তাঁর প্রশংসনীয় গুণাবলী, অনুপম মর্যাদা, অশেষ বৈশিষ্ট্য, অফুরন্ত পূর্ণতা এবং ভূমিষ্ট সময়ের মনোজ্ঞ ঘটনাবলী অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎফুল্লতার সাথে বর্ণনা করা হয়। মাহে রবিউল আওয়াল শরীফে তাঁর শুভজন্ম গ্রহণ করার ফলে এ মাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ মাসে মিলাদুন্নবী মাহফিল আয়োজন ধুম পড়ে যায়, পাড়া-মহল্লা হতে শুরু করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামী রাষ্ট্র সমূহে জশ্নে জুলুসের শুরু হয়।

*** কুরআন সুন্নাহর আলোকে মিলাদুন্নবীর প্রমাণ।**

মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের অসংখ্য অগণিত অনুগ্রহ দান, দয়া-করুণা বখশিস করেছেন, কিন্তু কখনো কোন দানের উপর তিনি খোটা দান করেননি, কখনো বিশেষ কোন অনুগ্রহের উপর বড়াই করেননি। কিন্তু এমন এক মহাদানের তিনি বড়াই করেছেন যেটিকে তিনি উম্মতে মুসলিমার উপর বড় ইহসান বলে উল্লেখ করেছেন আর উল্লেখও এমন ভাবে করেছেন, সমস্ত জগতের সকল অনুগ্রহের উপর শুধুমাত্র এটিরই খোটাদান করেছেন সাথে সাথে দু'টি لفظ تاكيد ও لفظ عام দ্বারা এই মহা অনুগ্রহের বিশেষ গুরুত্ব ও সর্বব্যাপী প্রভাব চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন। যেমন : ইরশাদ করছেন-

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

অর্থাৎ : "নি:সন্দেহে মহান আল্লাহ মুসলমানগণের উপর বড়ই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদেরই মধ্য হতে মহাসম্মানিত রাসূল প্রেরণ করেছেন।" (৩:১৬৪)

স্রষ্টার পক্ষ হতে দয়া, অনুগ্রহ ও করুণা প্রাপ্তিতে বন্দার জন্য তাঁর মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ফরয। যেমন: ইরশাদ হচ্ছে–

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.

অর্থাৎ : "(দয়া ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির পর) যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তবে অবশ্যই (অনুগ্রহ) বাড়িয়ে দেব, আর যদি অনুগ্রহের অস্বীকারকারী হও তবে নিশ্চয় (জেনে রেখো) আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠিন। (১৪:৭)

সুতরাং প্রমাণিত হলো, আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের পর অবশ্যই শুকরিয়া আদায় করতে হবে এবং ঐ দয়া ও অনুগ্রহের স্মরণে সম্মিলিত খুশী উদ্‌যাপন কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুন্দরতম পন্থা হিসেবে বিবেচ্য। যেমন: ইরশাদ হচ্ছে–

قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.

অর্থাৎ : "হে হাবীব! আপনি বলুন, আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া প্রাপ্তিতে যেন তারা খুশী উদ্‌যাপন করে এটিই উত্তম সে সমুদয় হতে, যা তারা সঞ্চয় করে। (১০:৫৮)



অত্র আয়াতে رحمة الله ও فضل الله বলতে কী বুঝানো হয়েছে তা নিয়ে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতী (রহ:) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ "আদ্ দুররুল মানসুর" এ হযরত ইবনে আব্বাস (র:) হতে বর্ণনা করেন–

عن ابن عبّاس رضى الله عنه فى الاية: قال: فضل الله العلم ورحمته محمّد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وما ارسلنك الا رحمة للعلمين.

হযরত ইবনে আব্বাস (র:) হতে বর্ণিত : এ আয়াতের ব্যাপারে তিনি বলেন, আল্লাহর অনুগ্রহ হল "জ্ঞান" আর "তার রহমত" হল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ বলেন– "(হে হাবীব!) আমি আপনাকে জগত সমূহের প্রতি কেবল রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি। (৪:৩৩০) আর ইমাম ইবনে আসাকীর ও খতীব বাগদাদী হযরত ইবনে আব্বাস হতে অন্য বর্ণনাও উল্লেখ করেন–

اخرج الخطيب وابن عساكير عن ابن عبّاس تفسير الفضل بالنبى عليه السلام.

খতিব ও ইবনে আসাকীর ইবনে আব্বাস (র:) হতে নকল করেছেন যে, فضل এর দ্বারা উদ্দেশ্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। (রুহুল মায়ানী-১০:১৪১)

এ অভিমত সহ আরো কতিপয় অভিমত একত্রিত করে হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁ নঈমী (রহ:) তাফসীরে নঈমী শরীফে উল্লেখ করেন–

اللہ کا فضل حضور صلى الله عليه وسلم ہیں اور رحمت قران مجید ہے۔ رب فرماتے ہے"وكان فضل الله عليك عظيمًا" اس کے برعکس کر اللہ کا فضل قران مجید ہے اور رحمت حضور انوار صلى الله عليه وسلم ہیں۔ رب فرماتے ہے – وما ارسلنك الّا رحمة للعلمين.

অর্থাৎ : আল্লাহর 'অনুগ্রহ' হুযুর আলাইহিস সালাম এবং রহমত কুরআন মজীদ, রব ইরশাদ করেন "আর আপনার উপর আল্লাহর মহাঅনুগ্রহ রয়েছে।" এর বিপরীতও হতে পারে যে, আল্লাহর অনুগ্রহ কুরআন মজীদ আর রহমত হুজুর-ই-আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রব ইরশাদ করেন– আমি আপনাকে জগত সমূহের প্রতি কেবল রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি। (১১:৩৬৮) মুসলিম শরীফের "বাবুয যিকর" এ হযরত মুয়াবিয়া (র:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– একদা নবীজী হুজরা শরীফ হতে বের হয়ে আলোচনা-রত কিছু সাহাবীর উদ্দেশ্যে বলেন– তোমরা বসে বসে কি করছো? সাহাবীগণ বলেন– جلسنا نذكرالله ونحمده على ماهدنا بدينه ومنّ بك.

আমরা বসে বসে আল্লাহ্র স্মরণ প্রশংসায় রত আছি যে, তিনি আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের প্রতি পথ দেখিয়েছেন এবং আপনাকে দিয়ে বড়ই ইহসান করেছেন, এটা শুনে নবীজী ইরশাদ করলেন– اِنّ الله عزّوجل يباهى بكم الملائكة.

নিশ্চয় আল্লাহ আযয়া ওয়া জাল্লা তোমাদেরকে নিয়ে ফিরিশতাদের সম্মুখে গর্ব করছেন।

ইমাম সুয়ুতী রচিত "সুবুলিল হুদা ফি মাওলিদিল মুস্তফা গ্রন্থে" বর্ণনা করেন–

عن ابى الدرداء قال ! مررت مع النبى صلى الله عليه وسلم الى بيت عامر الانصارى يعلم وقائع ولادته لا بنائه وعشيرته ويقول هذا اليوم فقال النبى صلى الله عليه وسلم اِنّ الله فتح عليك ابواب الرحمة وملائكته تستغفرن لكم.

হযরত আবু দরদা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদিন রাসূলুল্লাহর সাথে হযরত আবু আমের আনসারীর ঘরে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, আবু আমের আনসারী তাঁর সন্তানাদি ও পরিবার-পরিজনদের নিয়ে রাসূল আলাইহিস সালামের শুভ জন্মের ঘটনা বিবরণী শুনাচ্ছেন, আর তিনি বলেন– আজকের এ দিনেই (সরকার আগমন করেছেন)। অত:পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বল্লেন– নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করেছেন এবং ফিরিশতাগণও তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন।

উপরোক্ত কুরআন ও হাদিসের আলোকে প্রতীয়মাণ হলো– হামদের সাথে দরুদ-সালাম সহ রাসূলের পবিত্র জীবনী আলোচনা করা মহানিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, মহান রবের কাছে গর্বের বিষয় এবং ঈদে মিলাদুন্নবীর আলোচনা সভার আয়োজন সাহাবীগণের সুন্নাত। ক্ষমা ও পরকালীন মুক্তির অন্যতম মাধ্যম।

*** রাসূলের জন্মদিন লাইলাতুল কদর হতে শ্রেষ্ঠ ঃ**

যার গুণ ও মহিমা কীর্তনে অবতীর্ণ গ্রন্থ আলকুরআন রমজান মাসে নাযিল হওয়ার কারণে এর একটি রাত্রি হাজার মাস হতে উত্তম হয়ে গেল তবে সেই পবিত্র মাস মাহে রবিউল আউয়াল শরীফের কী মর্যাদা হবে যে মাসে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছেন আর যে দিবসে তাঁর শুভাগমন ঐ দিবসেরই কত অফুরন্ত-অপরিসীম মর্যাদা। আইম্মা-মুহাদ্দিসীনগণ বিশিষ্ট রাত্রি সমূহের মর্যাদার ব্যাপারে আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- লাইলাতুল কদর। লাইলাতু নিসফে শাবান ইওমে আরাফা, ইওমে ঈদুল ফিতর ইত্যাদি। এর মধ্যে লাইলাতু মাওলিদিন নবীও আলোচনায় এসেছে। অনেক জ্ঞানী, হাদিস বেত্তাগণ শবে মিলাদুন্নবীকে লাইলাতুল কদরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করেছেন। ইমাম কস্তলানী, ইমাম যুরকানী ও ইমাম নিবাহানী অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, সকল রাত্রি মর্যাদাবান কিন্তু শবে মিলাদুন্নবী সকল রাত্রির শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। ইমাম কুস্তালানী মাওয়াহে লদুনিয়াতে লিখেন– যখন আমরা এটা বলি যে, নবীজী রাত্রি বেলায় ভূমিষ্ট হয়েছেন, তবে প্রশ্ন আসে- শবে মিলাদুন্নবী শ্রেষ্ঠ না লায়লাতুল কদর? এর প্রতিউত্তরে আমি বলবো : মিলাদুন্নবীর রাত্রি তিনটি কারণে লায়লাতুল কদর হতে শ্রেষ্ঠ। যথা :

১। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের কারণেই লাইলাতুল কদর সম্মানিত রাত্রি হতে পেরেছে। যাঁর জন্ম গ্রহণের কারণে লাইলাতুল কদরের এমন মর্যাদা তা বিনা তর্কে প্রমাণ করে নবীজীর জন্মদিন লাইলাতুল কদর হতে উত্তম।

২। যদি কদর রাত্রির মর্যাদার ভিত্তি, এ রাত্রিতে রহমতের ফিরিশতা অবতীর্ণ হওয়ার উপর হয়। তবে শবে বিলাদতে নবীরও একই মর্যাদা রয়েছে। সাথে সাথে নবীজী তো নিজেই স্থায়ী রহমত হিসেবে এসেছেন জমহুর আহলে সুন্নাত ওলামাগণের বিশুদ্ধ ও নির্বাচিত মতে যে বৈশিষ্ট্যের কারণে শবে মিলাদুন্নবী মর্যাদাবান হয়েছে অনুরূপ বৈশিষ্ট্য লায়লাতুল কদর মর্যাদাবান নয়। এজন্য শবে মিলাদুন্নবী শবে কদর থেকে কয়েকগুণ শ্রেষ্ঠ।

৩। লায়লাতুল কদরের মাধ্যমে শুধু উম্মতে মুহাম্মদিকে মর্যাদাবান করা হয়েছে। কিন্তু শবে মিলাদুন্নবী দ্বারা সকল সৃষ্টিকে মর্যাদাবান করা হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রহমতে আলামীন করে প্রভু প্রেরণ করেছেন। শবে বেলাদত উপকার ও মর্যাদা প্রেরণে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং এ ভিত্তিতেও মিলাদুন্নবীর রাত কদরের রাত হতে উত্তম। (১:১৪৫)

ইমাম নিবহানী জাওয়াহেরুল বিহার গ্রন্থে বলেন– সর্বশ্রেষ্ঠ রাত্রি হলো– শবে মিলাদুন্নবী, অত:পর শবে কদর, তারপর ক্রমানুসারে- শবে মিরাজ, শবে আরাফাহ জুমার দিন, শবে বরাত ও ঈদের দিন। (৩:৪২৬)

ইমাম নিবাহানী তাঁর অন্যগ্রন্থ আনুয়ারুল মুহাম্মদিয়াতে উল্লেখ করেন– وليلة مولده ﷺ افضل من ليلة القدر.

অর্থাৎ : লাইলাত মিলাদুন্নবী কদরের রাত্রি হতে শ্রেষ্ঠ।

*** মিলাদুন্নবী পালন সুন্নাতে ইলাহী।**

বিলাদতে মোস্তফার পুরো বছর বিশেষ রহমত বর্ষণের ধারা অব্যাহত ছিল। আল্লাহপাক তার প্রিয় মাহবুবকে প্রেরণের পূর্বে সমস্ত জগতকে এমন মনোমুগ্ধকর ও চিত্তাকর্ষক সাজে স্বজ্জিত করেন যে রূপ মাধুর্য এ ধরা না কখনো দেখেছে না কখনো দেখবে। এমন আলোকিত করেছেন যে পুরো পৃথিবীর প্রতিটি কণা আলোর টুকরা হয়ে গিয়েছিল, এই পবিত্র আলোক সর্বপ্রথম অবলোকন করেন মা সৈয়্যেদা হযরত আমিনা রদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা, তিনি বলেন–

فلما فضل متى خرج معه نور اضاء له ما بين المشرق الى المغرب.

অর্থাৎ : যখন নবীজীর জন্ম হলো, সাথে এমন আলো বের হলো যাতে ধরার পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্ত আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। (তাবাকাতে কুবরা-১:১০২)

হযরত ওসমান বিন আবুল আস (রা:) এর সম্মানিতা মাতা ফাতিমা বিনতে আবদুল্লাহ সাকাফী (রা:) বর্ণনা করেন- "যে রাত্রে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শুভজন্ম হয় ঐ রাত্রে আমি তাঁর মাতা আমিনা (রা:) পাশেই ছিলাম। আমি দেখেছি যে, কা'বা শরীফ নুরে আলোকিত হয়ে গেছে আর তারা সমূহ জমিনের এত নিকটে চলে এসেছে যে, আমাকে বলতে হলো যে, এগুলো না আমার উপর পড়ে যায়। (বিদায়া নিহা ২:২৬২)

আলোক সজ্জা ছাড়াও জশ্নে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে ঝান্ডাও উড়ানোর ব্যবস্থা করেন আল্লাহ তা'আলা। ইমাম সুয়ুতী তার খাসায়েসে কুবরা গ্রন্থে মা আমিনার উদ্ধৃতি নকল করেন–

অত:পর আল্লাহ তা'আলা আমার চোখের পর্দা সরিয়ে নিলেন, যাতে আমি পূর্ব-পশ্চিম সমস্ত পৃথিবীকে আমার চোখের সামনে দেখতে পেলাম, সাথে সাথে ৩টি ঝান্ডা দেখতে পেলাম, একটি পূর্বে প্রোথিত দ্বিতীয়টি পশ্চিমে তৃতীয়টি কা'বার ছাদে পত্ পত্ করে উড়ছিলো। (১:৮১)

নূরে মুহাম্মদীর আত্ম প্রকাশ কালে মা আমিনাকে মধুর চেয়েও মিষ্টি শরাব পান করানো হয়। হযরত আসিয়া ও হযরত মরিয়াম (আ:) এঁর নেতৃত্বে স্বর্গের হুরদের নিয়ে সম্ভাষণের আয়োজন করেন, দলে দলে ফিরিস্তাগণ রহমতের বার্তা নিয়ে ধরার বুকে আগমন ও প্রস্থান করতে লাগলেন। পশু-পাখি, উদ্ভিদ সহ সকল প্রাণী ও প্রাণহীন বস্তুও আল্লাহ্র নির্দেশে সরকারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বাগত জানানোর জন্য উঠে পড়ে লাগে। মহান আল্লাহ নিজে ফিরিশতাদের নিয়ে উর্দ্ধজগতে জশ্নে মানাচ্ছে এবং প্রিয় মাহবুবের গুণস্তুতিতে সর্বদা রত আছেন। এই মহিমান্বিত কর্মের চমৎকার ও মনোমুগ্ধ আয়োজনের বর্ণনা ও মুমিনগণের এ কাজে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা সহকারে অংশ গ্রহণের নির্দেশ দান করে ইরশাদ করেন–

إنّ الله وملائكته يصلون على النبي يا يها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا.

নিশ্চয় মহান আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাকূল (তাঁর) নবীর উপর দরুদ পাঠে রত আছেন। ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা তাঁর উপর দরুদ পড় এবং শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে সালাম দাও। (৩৩:৫৬)

*** মিলাদুন্নবী সুন্নাতে আম্বীয়া।**

হযরত আদম আলাইহিস সালাম হতে শুরু করে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সকল সম্মানিত নবী রাসূলগণ মিলাদুন্নবীর শুভ সংবাদ দান করেছেন। মূলত তাঁদের কাজই ছিল নবী মোস্তফার আগমনী বার্তা সৃষ্টিজগতকে দান করা এবং তাঁর আগমনের পূর্বে তার আগমনী ঢংকা বাজানো। তাওরাত, যাবুর ও ইনজিল শরীফে যে সকল শুভ

সংবাদ দান করেছে তা শাইখ আবদুল হক দেহলবী তার মাদারেজুন নবুয়াত গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। পবিত্র কুরআনুল করীমেও ঈসা (আ:) এঁর উদ্ধৃতি দিয়ে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ.

অর্থাৎ : যখন মরিয়াম তনয় ঈসা বল্লেন, হে ইসরাঈল সম্প্রদায় নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ, তাওরাত হতে যা আমার সামনে আছে তার সত্যায়নকারীরূপে এবং একজন রাসূলের শুভ সংবাদ দাতা হিসেবে, যিনি আমার পরে আসবেন এবং তাঁর নাম হবে আহমদ। যখন তিনি (আহমদ) তাঁর গোত্রের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আগমন করবেন (তখন) তারা বলবে এতো সুস্পষ্ট যাদু। (৬১:৬)

এছাড়া নবীজী নিজে বলেন– انا دعوة ابى ابراهيم وبشرى عيسى ورات امى انه خرج منها نورًا اضاءت له قصور الشام.

অর্থাৎ : আমি হলাম আমার পিতা ইবরাহীম (আ:) এঁর দো'য়ার ফসল এবং ঈসা (আ:) এঁর শুভ সংবাদ আর আমার মা (আমার জন্মের সময়) তাঁর হতে নূর বের হতে দেখেছেন, যে নূর শামদেশের প্রাসাদ সমূহকেও আলোকিত করেছিল। (সিরাতে নববীয়া-১:৩০)

উপরোক্ত আলোচনা একথাই প্রমাণ করে যে নবীজীর আগমনী সংবাদ পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ খুব খুশী করে উল্লেক করেছেন এবং স্বজাতির কাছে মহাসমারোহে বর্ণনা করেছেন।

*** মিলাদুন্নবী পালন সুন্নাতে মোস্তফা :**

মিলাদুন্নবী পালন সুন্নাতে মোস্তফা। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে নিজের মিলাদ শরীফ পালন করেছেন। ইমাম সুয়ুতী (রহ:) তাঁর আলহাবী লিলফাতাওয়া গ্রন্থে عمل المولد ও حسن المقصد শিরোনামে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনাও করেছেন। নবীজী নিজে সাহাবীগণকে মিলাদুন্নবী পালনের উৎসাহ ও শিক্ষাদান করেন।

عَن ابى قتادة الانصارى رضى الله عنه اَنّ رسولَ الله ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ.

হযরত কাতাদাহ আনসারী (রা:) হতে বর্ণিত- একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে সোমবারের রোযা রাখা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলো, সরকার উত্তর দিলেন- এইদিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এইদিনে আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়। (মুসলিম শরীফ-২:৮১৯)

প্রমাণিত হলো মিলাদুন্নবীর দিন খুশী উদ্‌যাপন করা সুন্নাতে রাসূল হিসেবেও স্বীকৃত।

*** মিলাদুন্নবী সম্পর্কে সলফে সালেহীনের অভিমত :**

মিলাদুন্নবী পালন, এই উপলক্ষে আলোক সজ্জা, নাত পরিবেশন, সরকারের জীবনী আলোচনা করা, তাবাররুক বিতরণ ইত্যাদি ভাল কর্মগুলোকে বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস, আইম্মাগণ অতীব বরকতময় কাজ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ড. তাহের কাদেরী রচিত "মিলাদুন্নবী (স:)" গ্রন্থে ৩৩জন সর্বমান্য জগত বিখ্যাত আলিমের অভিমত উল্লেখিত হয়েছে, যাঁরা সকলে একবাক্যে মিলাদুন্নবীকে পূণ্যময়, বরকতমন্ডিত ও পরকালীন সাফল্য লাভের মাধ্যম হিসেবে মিলাদুন্নবীর মর্যাদা তুলে ধরেছেন। এদের মধ্যে ইমাম ইবনে যাওযী, ইবনে কাসীর, হাফিয সাখাবী ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতী, ইবনে হাজর মক্কী, মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী, ইমাম ইউসুফ নিবহানী সহ ১৮জন ব্যক্তি

মিলাদুন্নবীর পক্ষে গ্রন্থ রচনা করে বাতিলদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন।

*** মিলাদুন্নবী পালন মুমিনের ঈমানের দাবী :**

যখন বেলাদতে মোস্তফার মাস আগমন করে তখনই ইমানদারের অন্তর খুশী উদ্‌যাপনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। মিলাদুন্নবীর খুশীকে তার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে হয়। তাঁর মনে হয় সমস্ত জগতের খুশী আজ তার কাছেই চলে এসেছে। এ আনন্দের চেয়ে পৃথিবীতে আর কোন খুশীকেই তার তুচ্ছ মনে হয়। মহান আল্লাহ মুমিনকে শুধু মাত্র তাঁর প্রিয় হাবীবের খোটা দিয়েছেন। মুমিনের ঈমান হল প্রিয় মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার বদৌলতে মুমিন ঈমানের মতো মহাসম্পদের মালিক হয়েছে। সুতরাং ঈমানের দাবী হলো মিলাদুন্নবীকে যথাযোগ্য মর্যাদা ও সক্ষমতার মধ্যে পালন করা। আল্লামা ইকবাল (রহ:) বলেছেন : আল্লাহ্‌র হাবীবের প্রতি যার হৃদয়ে প্রেম সৃষ্টি হয়নি, সে লক্ষবার ঈমান আনলেও পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না।

*** ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার রূপায়নে মিলাদুন্নবীর ভূমিকা :**

আধুনিক বিজ্ঞান ও আকাশ সংস্কৃতির এ যুগে বর্তমান বিশ্বের মুসলিম সমাজ বিধর্মীদের নগ্ন শিকারে পরিণত হয়েছে। মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী প্রচারণার সাথে সাথে মুসলিম তরুন সমাজকে আধুনিকতার নামে নগ্ন সংস্কৃতির থাবায় পথভ্রষ্ট করছে। ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে এড়িয়ে মুসলিম তরুন সমাজ ইহুদি নাসারার পাতানো জালে ধরা দিচ্ছে। ভ্যালেন্টাইন ডে, থার্টিফাস্ট নাইট, এপ্রিল ফুল ইত্যাদি তথাকথিত দিবস পালনের জন্য প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এসবই হচ্ছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চরিত্র ও আদর্শ হতে বিচ্যুতির ফল। নবী চর্চার মাধ্যমেই এর মুক্তি সম্ভব। কেননা মহান রব ইরশাদ করেছেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যেই উত্তম আদর্শ রয়েছে।

মিলাদুন্নবী এমন এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেখানে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মকাল, শৈশব-কৈশোর, যৌবনকাল, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, সমরনীতি, শাসন নীতি, পররাষ্ট্র নীতি এক কথায় আদর্শ গ্রহণের প্রতিটা স্তর নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস আছে। মুসলিম সমাজ এ মহৎ অনুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি শান্তি, সু-শৃঙ্খল, বিধিবদ্ধ জীবন ও সমাজ ব্যবস্থা গঠণ করতে পারে। অপসংস্কৃতি হতে তরুন সমাজকে নিস্কৃতি দিতে পারে, রাসূলের সর্বোত্তম আদর্শ গ্রহণ করে সর্বোত্তম মানবে পরিণত হতে পারে। রাসূলের আদর্শ গ্রহণের মাধ্যমে আদর্শ ঈমানদার হতে পারে। ঈমান-আক্বিদা ও আমলকে সুদৃঢ় করার সুযোগ পাবে। স্বচ্ছ সমাজ ব্যবস্থা, নিজস্ব সাংস্কৃতি অঙ্গন, শোষণহীন রাজনীতি ও সুদ-ঘুষ সু-অর্থনীতির মাধ্যমে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা রূপায়নে ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ)'র ভূমিকা অত্যন্ত বলিষ্ট এবং সুদুর প্রসারি।

প্রধান মুহাদ্দেস, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

সঠিক সজরাদারী পীরের নিকট বায়াত গ্রহণের প্রয়োজনীতা

আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন সিদ্দিকী

আল্লাহ্ পাকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইলে তাঁহার পবিত্র আমানতের আনুগত্যতা স্বীকার করিতে হইবে। যেমন তাঁহার বাণী ঃ আমি আমার আমানত আছমান, জমীন এবং পাহাড়ের সামনে ধরিলাম; সকলই গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল এবং ভয়প্রাপ্ত হইল। মানবই তাহা গ্রহণ করিল। এই আমানত খোদা তত্ত্ব; আল্লাহতায়ালার পরিচয় জ্ঞান এবং তৌহীদ; এবং যাহা মানব সৃষ্টির মুলতত্ত্ব। এই সৃষ্ট আদমই খোদার খলিফা, খোদায়ী প্রকৃতিতে প্রকৃতিস্থ এবং খোদার স্বভাবে স্বাভাবিত। এহেন অবস্থায় ইনছান মানব সত্ত্বা আয়না বা দর্পন সদৃশ্য। এই আয়না পরিস্কার ও আড়াল মুক্ত হইলে খোদার গুণ গরিমা, সত্য সত্ত্বা অলক্ষ্যেই আয়ত্ব হইয়া যায়। যেহেতু খোদা তায়ালাই নিত্যসত্য ও বিদ্যমান সত্ত্বা। তাই খোদা সন্ধানীগণের জন্য অবশ্যই মায়ারেফাত ও খোদাতত্ত্ব জ্ঞান অর্জন এবং সুক্ষ্ম দর্শনের জন্য নফ্ছে ইনছানী ও রুহে ইন্ছানীর অবস্থা, প্রকৃত মানব বা ইনছানে কামেল কে তা জানিতে, নিজ পরিচয় ও খোদার পরিচয় পাইতে ও আনুগত্যের জন্য আরেফ বা খোদাতত্ত্ব জ্ঞানীর আনুগত্য ও অনুসরণ একান্ত প্রয়োজন। যাহার ফলে ছুন্নাতে মোস্তফা (সঃ) মতেই পীরি-মুরীদি প্রথা প্রচলিত। যেহেতু স্রষ্টার স্মরণই মানবের মুক্তির একমাত্র উপায়। মানবতার মানবীয় দুর্বলতা রিপুর আড়াল মুক্ত হইলে সেই মানব খোদার বিকাশস্থলে পরিণত হয়। তখন খোদাকে তাহা হইতে এবং তাহাকে খোদা হইতে বিচ্ছিন্ন করা চলে না। তাঁহার কাজ খোদার কাজ। তাই তাহাকে ইন্ছানে কামেল বা পুর্ণতা অর্জিত মানব বলা হয়। তাই প্রত্যেকের প্রতি ওয়াজেব যুগের নীতি বাহক নবী ওলী বা মোজাদ্দেদে জমানদের নীতি মানিয়া ও তাঁহাদের নেতৃত্বাধীনে থাকিয়া নিজকে মানবতার উচ্চ শিখরে উন্নীত করা। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র মাধ্যম হইতেছে নবীউল্লাহ অলীউল্লাহগণই, যেহেতু নবীগণের স্থলাভিষিক্ত হইতেছেন অলীগণ।

যেমন– পবিত্র কোরআন শরীফের বাণী ঃ "হে বিশ্বাসীগণ! খোদাকে ভয় কর, খোদার দিকে উপায় বা উছিলা তালাশ কর, আল্লাহর রাস্তাতে চেষ্টিত হও তাহা হইলে তোমরা সফলকাম হইবে।" (ছুরা মা'য়েদা ৩৫ আয়াত)। "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য গ্রহণ কর ও তাঁহার রসুলের আনুগত্য গ্রহণ কর এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা "উলীল আমর" তাহাদেরও আনুগত্য কর। অনন্তর যদি তোমরা কোন বিষয়ে পরস্পর দ্বিমত হও তবে ঐ বিষয়কে আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের উপর হাওলা করিয়া দাও।" (আল কোরআন)।

হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা (সঃ) ফরমাইয়াছেন– "উম্মতের জন্য নবী যেই রূপ কউমের জন্য জমানায়ে শায়খে কামেলও সেইরূপ।"

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রঃ) হইতে বর্ণিত– তিনি বলেন, আমি হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা (সঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি– "যেই ব্যক্তি জমানায়ে ইমামের আনুগত্য হইতে হাত গুটাইয়া ফেলিয়াছে– অর্থাৎ আনুগত্য স্বীকার করে নাই, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের সম্মুখে তাহার কোন ওজর চলিবে না। যেই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে এবং জমানায়ে ইমামের বায়াত গ্রহণে তাহার গর্দান ঝুকে নাই– জাহেলীয়তের অবস্থায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে।"

"যেই ব্যক্তির এমতাবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে– যে জমানায়ে ইমামের মরকাজের মাতাহাত বায়াত গ্রহণ করে নাই, জাহেলীয়তের অবস্থায় তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।" (মোছলেম শরীফ)।

"যাহার পথ প্রদর্শক বা পীর মুর্শিদ নাই তবে শয়তানই তাহার পীর মুর্শিদ।"



হজরত মায়াজ ইবনে জবল (রঃ) হইতে বর্ণিত– তিনি বলেন, হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি– তাঁহার পবিত্র জবানে আল্লাহ পাক বলেন– "আমার জালালীয়তের আশেক প্রেমিকগণ নূরের আসনে সমাসীন হইবে, নবীগণ এবং শহীদগণ তাঁহাদিগকে ঈর্ষার নজরে দেখিবেন।" (তিরমিজি শরীফ)।

হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) ফরমাইয়াছেন– "আমি যার মওলা (প্রেমাস্পদ হই) আলী তার মওলা। আমি এইরূপ মহান দুইটি বস্তু তোমাদের মধ্যে রাখিয়া যাইতেছি যাহা তোমরা আকড়াইয়া ধরিলে আমার তিরোধানের পর তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না।" (মেশ্‌কাত শরীফ)।

হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) বলিয়াছেন, "আল্লাহ্ পাকের বান্দাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক এইরূপও আছে, যাহারা নবীও নহে, শহীদও নহে, কিন্তু কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের নিকট তাহাদের মর্যাদা দেখিয়া নবীগণ ও শহীদগণ তাহাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইবেন।" আছহাবগণ প্রশ্ন করিলেন, এয়া রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলিয়া দিন, তাঁহারা কিভাবে অর্থাৎ কি কাজের জন্য এই মর্যাদা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন, "তাহারা প্রেমিক, রক্তের সম্পর্ক ও পার্থিব সম্পদের সম্পর্ক ব্যতীত আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত ভালবাসা ও প্রেমের আদান-প্রদান করেন। মহান আল্লাহ পাকের নামে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, তাহাদের মুখমন্ডল নিশ্চিত নুর (আলো) এবং তাহারা নিশ্চিতভাবে নূরের উপর আলোজগতে অবস্থান করেন, মানুষ যখন ভীত বিহ্বল হইবে, তাহারা ভীত বিহ্বল হইবে না। মানুষ যখন অনুতাপ করিবে তাহাদের অনুতাপের কোন কারণ হইবে না।" অতঃপর হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) এই আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করিলেন– অবশ্যই আওলীয়াউল্লাহদের কোন ভয় নাই এবং তাহাদের অনুতপ্তও হইতে হইবে না। (মেশ্‌কাত শরীফ এবং তাছাওয়োফে ইসলাম ৫৯ পৃষ্ঠা)। হজরত মুহাম্মদ মোস্তাফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) ফরমাইয়াছেন– আমার উম্মতের হক্কানি আলেমগণ বণী ইসরাইলের নবী স্বরূপ।" (আল হাদীস)

হজরত মুহাম্মদ মোস্তাফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) ফরমাইয়াছেন– "যে ব্যক্তি নায়েবে রসুলকে সম্মান করিল নিশ্চয় সে আমাকে সম্মান করিল এবং যেই ব্যক্তি আমাকে সম্মান করিল তবে নিশ্চয় সেই আল্লাহ তায়ালাকে সম্মান করিল।" (আল হাদীস)

হজরত মুহাম্মদ মোস্তাফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) ফরমাইয়াছেন– "যে ব্যক্তি আমার অলিগণের সহিত শত্রুতা করিবে তাহার বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ ঘোষণা।" (বোখারী শরীফ)।

হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) ফরমাইয়াছেন– "যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনের সহিত বসিতে চায় তবে সে আউলিয়ার সাথে বসুক।" (আল হাদীস)
হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) ফরমাইয়াছেন– "আউলিয়াগণ আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনের সুগন্ধিতুল্য।" (আল হাদিস)

হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) ফরমাইয়াছেন– "আলেমগণ (অলী মুর্শিদগণ) হজরত আম্বিয়া (আঃ) এঁর ওয়ারেছ বা উত্তরাধিকারী।" (আল হাদিস)

হজরত পীরানে পীর দস্তগীর শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) লিখিয়াছেন– "খোদার বন্ধুদের সাহচর্য গ্রহণ কর। তাঁহারা যাহার প্রতি নজর বা হিম্মত নিবদ্ধ করেন, তাহার রূহানী বা সূক্ষ্ম জীবন আরম্ভ হইতে হয়। সেই ব্যক্তি ইহুদী, নাসারা বা মজুছীও যদি হয় তবু। যদি মুসলমান হয় তবে ঈমান শক্তিশালী হয়।" (ফতহুর রব্বানী ৫০৫/৫০৬ পৃঃ)।

হজরত জালাল উদ্দীন রূমী (রহঃ) লিখিয়াছেন–"হে পথের সন্ধানী! তোমরা জানিয়া রাখ তিনিই প্রকৃত হেদায়ত প্রাপ্ত ও হেদায়তকারী যাহার নজর বা দৃষ্টি দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্ত বস্তুতে একই সমান।" (মছনবী শরীফ)
হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ সুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) প্রকাশ হজরত ছাহেব কেবলা কাবার খলিফা বাহরুল উলুম হজরত মওলানা শাহ্ সুফী সৈয়দ আবদুল গণী কাঞ্চনপুরী (রহ)ঃ লিখিয়াছেন– "ওলী উল্লাহ্গণ– যাহারা ফজিলতে রব্বানী প্রাপ্ত এবং আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা ও জ্যোতিঃ আহরণকারী তাঁহাদের দর্শন এবং তাঁহাদের কেরামত দর্শন, আল্লাহ তায়ালার আয়াতের ও বুজর্গীর প্রত্যক্ষ দর্শন বটে। যেহেতু, "ফানা তাকাজাতে নাফছানীর" ফলে তাঁহারা ফানাফিল্লাহ বাকী বিল্লাহর দরজাতে উন্নীত।" (আয়নায়ে বারী ৪০৭ পৃঃ)।
হজরত জালাল উদ্দীন রূমী (রহঃ) লিখিয়াছেন–

(ক) নবীবর হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে এমন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকও আছে যে ব্যক্তি গুণ গরিমায় হিম্মতেও আমার সর্বগুণে গুণান্বিত।

(খ) আহমদের নূরের উজ্জ্বলতাতে আদমের অস্তিত্ব বিকশিত, আল্লাহতায়ালা নিজেই এই আকৃতির স্রষ্টা এবং নিজেই বিকশিত।

(গ) বহু খোদায়ী প্রতিভাবান মহাপুরুষ এই পৃথিবীতে আসিলেও খোদার ইচ্ছায় কম্বলধারী ফকিরেরাও তাহাদের নাম প্রকাশ করেন না। (মছনবী শরীফ)।

(ক) গোপন রাজ অবস্থা প্রকাশে অনেক ফছাদের আশঙ্কা রহিয়াছে যেদিন সময় আসিবে, পর্দা উঠিয়া যাইবে এবং মর্জি করমে রাজ আছরার নিশ্চয় পূর্ণভাবে জহুর হইবে।

(খ) মাশুকের ভেদ রহস্য প্রকাশ করিয়া দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করিয়াছিলাম, তখনই খেয়াল আসিল সময় আরও দেরী আছে, এখন প্রকাশ করা অন্যায় হইবে। (দেওয়ানে হাফেজ সিরাজী)।

হজরত সোলতান মাহবুবে ছোবহানী শায়খ ফরীদ উদ্দীন গঞ্জশকর (রহঃ) বলিয়াছেন– তোমাদের জন্য বৎসরে একটি মাত্র হজ্জ নির্ধারিত, কিন্তু কেহ যদি আশেকে ফানী হয়, আমার মাশুকের গলিতে পাঠাইয়া দাও! যেহেতু মাশুকের গলিতে তাওয়াফ করা আশেকের জন্য হজ্জে আকবর।
ছিলছিলাতুজ্জাহাব নামক কেতাবে হজরত মওলানা জামী (রহঃ) বলিয়াছেন– হে সৈয়দুল কায়েনাত (সঃ), আপনার জমালীয়ত ও সুন্দর মুখমন্ডল মোবারক রূহের কেব্লা, আমরা সজিদা করিলে আপনার দিকেই সজিদা করি। আপনার গলির হেরম শরীফই দিলের কাবা, আমাদের দৌড় ও গতি আপনার দিকেই।

জামীর অন্তরে শান্তি বিরাজিত যেহেতু ঐ হেরমে এহরাম বাঁধিতে সক্ষম হইয়াছে। ধুলা মাখা চেহেরায় সব সময় ঐ রওজা শরীফের দিকে সজিদায় রত আছে।

হজরত মওলানা জালাল উদ্দিন রূমী (রহঃ) লিখিয়াছেন–

(ক) আমি (রূমি) নিজে নিজে খোদাকে হাসেল করিতে পারি নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত সামশতিবরিজির নিকট অবনত হই নাই।
(খ) আপনি যদি মুর্শিদের চেহেরা মোবারক সর্বদা স্মরণ রাখেন, তার সাথে সাথে খোদা ও রসুল হাছেল হবে। (মছনবী শরীফ)

(ক) মুরশিদের চেহারা মোবারকের মধ্যে মোস্তাফার নূর, মোস্তাফার চেহারার মধ্যে খোদার নূর বিরাজ করে। সেই জন্য মওলানা বলেন, মুর্শিদের মধ্যে নূর দেখিলে খোদার নূর মনে করিবে। আর মুর্শিদের চেহারা মুরিদ আর খোদার

মধ্যে একখানা পর্দা স্বরূপ, ঐ পর্দা ভেদ করিয়া মুর্শিদের মধ্যে রসুল ও খোদা দেখা যায়। (গঞ্জেরাজে মখ্‌ফী) সোলতানুল আরেফীন হজরত সোলতান বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) বলিয়াছেন–জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া আমার পানে চাহিয়া দেখ, খোদার নূর আমার মধ্যে দেখিতে পাইবে।

আল্লাহ পাকের বন্ধু আওলিয়াগণের সহিত মহব্বত না হওয়া পর্যন্ত লক্ষ মোমেন হইলেও ঈমান কামেল হইবে না।

(হজরত শেখ সাদী (রহঃ)
হজরত পীরানে পীর দস্তগীর শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) বলিয়াছেন–শুধু প্রেমের জন্যই মানুষ সৃষ্টি, নতুবা এবাদতের জন্য ফেরেস্তা কম ছিল না।

হজরত জালাল উদ্দীন রূমী (রহঃ) লিখিয়াছেন–

(ক) হে পথিক! ছুফীগণ হাল অবস্থায় পরিচালিত বা ইবনুল হালই বটে, আগামী কল্যই দর্শন মিলিবে তৎ অপেক্ষায় সে রাজী নহে বরং উরূজিয়তে সচেষ্ট।

(খ) আমার দুই অধরের মাঝখানে রাজ রহস্য গোপন রহিয়াছে, তাহা যদি প্রকাশ করি আলমে বরদাশত করিতে সক্ষম হইবে না।

(গ) মোমেন যখন আল্লাহ পাকের নূরের সাহায্যে দৃষ্টি সম্পন্ন হয় তখন ভুল-ত্রুটি স্তর হইতে বাহির হইয়া আসে। (মছনবী শরীফ)

(ক) আমি মাশুকের প্রেম পাগল এবং তাঁহারই ধ্যানে মগ্ন, কুফর ও ইমানের দ্বারা আমার কি কাজ। প্রতি নিঃশ্বাসে তাহারই তৃষ্ণায় পিপাসিত, মিলন বা বিচ্ছেদের সহিত কি সম্পর্ক।

(খ) পীরে কমালুল আকমলের গোলামী করা আশ্চর্যরূপ কিমিয়া সদৃশ। তাঁহার পদধুলি লইয়াছি, তিনি আমাকে অপরিসীম নেয়ামত দান ও মেহেরবাণী করিয়াছেন। (হজরত হাফেজ সিরাজী)

হজরত শায়কুল আকবর আল্লামা মুহীউদ্দিন ইবনে আরবী (রহঃ) লিখিয়াছেন– তোমরা জাহের বাতেন যে দিকেই ধ্যানরত থাক, সেই দিকেই জাতে এলাহী তাঁহার সমস্ত ছেফাত সহ প্রজ্জ্বলিত ও প্রস্ফুটিত। (তফসীরে ইব্‌নে আরবী ২৬ পৃঃ)।

রোজা এবং হজ্বের ছওয়াব কবুল ও গৃহীত হওয়ার উদ্দেশ্যে ঐ ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত হও, যিনি এশ্‌কের শরাব খানার মাটি দরশন করিয়াছেন। (দেওয়ানে হাফেজ সিরাজী)

হজরত গাউছে গাওয়ালিয়ারী (রহঃ) লিখিয়াছেন– আল্লাহী রাজ রহস্য মুর্শিদে কামেলের নক্‌শের সহিত বন্ধন যুক্ত। (জওয়াহেরে খমছায়)।

নশরুত্তিব ফি জিকরিল হাবীব নামক কেতাবে ৩১৫/৩১৬ পৃষ্ঠায় লিখা আছে– হজরত মুছা (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে খোদা, আহমদ কে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উত্তর করিলেন– আমার ইজ্জত ও জালালিয়তের কছম করিয়া বলিতেছি, তিনি ছাড়া বেশী সম্মানিত আমার নিকট আর কেহ নাই। যাহার নাম আমার নামের পার্শ্বে আরশের উপর আছমান জমিন চন্দ্র সূর্য সৃষ্টি করার বিশ লক্ষ বৎসর পূর্বে লিখিয়া রাখিয়াছি।

হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ সুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) প্রকাশ হজরত ছাহেব কেব্‌লা কাবার খলিফা বাহ্‌রুল উলুম হজরত মওলানা শাহ্ সুফী সৈয়দ আবদুল গণী কাঞ্চনপুরী (রহঃ) লিখিয়াছেন "হে



উপাস্য! প্রেমিকদিগকে পথ প্রদর্শন কর, এতদিন খোদায়ী করিয়াছ। এখন পয়গাম্বরী ছিফতে তোমার প্রেমিকদিগকে পথ প্রদর্শন কর। অর্থাৎ পয়গাম্বর খোদার সংবাদ বাহক ও "পীর" খোদা পরিচিত ব্যক্তি "মোরশেদ" পথ প্রদর্শক রাহবরগণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ হেদায়ত এনায়ত কর। (আয়নায়ে বারী)।

আরেফ বিল্লাহ হযরত জালাল উদ্দীন রূমী (রহঃ) লিখিয়াছেন– মুহাম্মদের আকৃতিতে যখন খোদার তজল্লী হইল তখন মুহাম্মদ কোথায় রহিল, খোদাকে মুহাম্মদ হইতে জুদা বা বিচ্ছিন্ন মনে করিওনা। শেষভাগে বোখারী শরীফের হাদিছ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন–আল্লাহতায়ালা আদমকে নিজ সুরতে সৃষ্টি করিয়াছেন। (গঞ্জেরাজে মখ্ফী)

পীরে ফায়াল বা সংগঠক মূলক ক্ষমতাবান কার্যকরী পীর মুরিদের সহিত আলাপ ছাড়াও তাহার অন্তঃকরণের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া শিক্ষা দিতে পারেন। এই জগতে আহমদের দ্বিতীয় জন্ম তাঁহার নুরী জাতের মধ্যে শত শত কেরামত নিহিত। (দেওয়ানে নুরে মুহাম্মদী ৬৭ পৃঃ)

(ক) ওহে হজ্জের ফেরেস্তা, তুমি আমার উপর প্রভাব বিস্তার করিও না। যেহেতু তুমি ঘরই দেখ, আর আমি নিজকে খোদার ঘর দেখি।

(খ) পর্দার আড়ালে যেই রহস্য তাহা বিভোর চিত্তদের নিকট তালাস কর। যেহেতু এই অবস্থা উচ্চ মকামের ছুফীদের নিকটও থাকে না। (দেওয়ানে হাফেজ সিরাজী)

ওহে উম্মুল কেতাবের হেকমত রক্ষাকারী, তোমার অন্তর্নিহিত ওয়াহদাত বা একত্বকে পুনঃ তালাস কর। আমাদের (খেয়ালী) মূর্তিতে কাবাগৃহ পরিপূর্ণ যাহার ফলে অস্বীকারকারীরা হাস্যরত। (আছরারে খোদী)।

হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ সুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) প্রকাশ হজরত ছাহেব কেবলা কাবার একমাত্র পুত্র সন্তান হজরত মওলানা সৈয়দ ফয়জুল হক (রহঃ) শাহ ছাহেবের একমাত্র বিদ্যমান পুত্র, হজরত আকদাছের অনুগ্রহ ও খেদমত ছোহবতের ফয়জ বরকত প্রাপ্ত এবং প্রত্যক্ষ দর্শনে ও ছোহবতের অধিকারী সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম সোলতানুল আওলিয়া হজরত মওলানা শাহ সুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ছাহেব তাঁহার রচিত বেলায়তে মোতলাকায় লিখিয়াছেন–

(ক) "ওহে বেলায়তে মোত্লাকার মশালধারী নৈতিক মহাপুরুষ। বর্তমানে অতিসঞ্চয়, প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে মোহাচ্ছন্ন মানবের দিশারী হিসাবে তোমার আলোকবর্তিকা নিয়ে আগাইয়া আস। কাফেলা অনেক দূর আগাইয়া গিয়েছে। ঐ পিছনের কাফেলার ক্ষীণ আওয়াজ শুণা যাইতেছে।"

(গ) "ওহে নির্বিলাস পরশ্রীকাতরতামুক্ত কামনাহীন মোজাদ্দেদে জমানা। তুমি বাসনা কামনা মুক্ত, খোদা সন্তুষ্ট অলীয়ে কামেল। তোমার রূহানী তছররোফাতের প্রভাবে ধাঁধায় পতিত মানবের অন্তর চক্ষু উম্মেলিত করিয়া অনন্ত জীবন লাভে সহায়তা কর।"

এইরূপ মোরশেদের নিকট নিজকে কেন লুটাইব না। যাহার কথাবার্তা খোদার কালামের সহিত মিলিয়া যায় এবং যাহার কাজ কারবার হজরত মুহাম্মদ মোস্তাফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) এঁর কাজ কারবারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তুমি হইলে আমি আর আমি হইলাম তুমি। আত্মা হইলে তুমি, দেহ হইলাম আমি। (দিওয়ানে আমীর খসরু (রহঃ)। ইমাম মোজাদ্দেদে আল্ফেছানী (রহঃ) বলিয়াছেন, যেই পীরের ছলুক অপেক্ষা জজ্বা অধিক তিনি কিমিয়া স্বরূপ। তাঁহার বাক্য ঔষধ স্বরূপ, দৃষ্টি অমৃত সঞ্জীবনী স্বরূপ। হযরত জিব্রাইল, মিকাইল, ইস্রাফিল ও আজরাইল (আঃ) প্রভৃতি ফেরেস্তাগণ হইতে রছুলগণ অধিকতর শ্রেষ্ঠ এবং মো'মেন মানুষগণ সমস্ত ফেরেস্তাগণ হইতে অধিকতর শ্রেষ্ঠ। (আকায়েদে নছফী)।

ওহে আমার জেয়ারতকারী ব্যক্তি, তুমি আমাকে তোমার নিকট হইতে দূরে বিবেচনা করিওনা। তুমি যদি স্বশরীরে আমার মাজারের নিকট আস তবে আমি রূহী শরীরে বা সূক্ষ্ম দেহে তোমার নিকট আসিব। তুমি আমাকে তোমার নিকট হইতে দূরে বিবেচনা করিওনা। তুমি যদিও আমাকে না দেখিতে পাও আমি তোমাকে আমার সুনজরে দেখিতেছি। (মছনবী শরীফ)

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) প্রকাশ হযরত ছাহেব কেবলা কাবার অনুগ্রহ ও খেদমত ছোহবতের ফয়জ বরকত প্রাপ্ত এবং প্রত্যক্ষ দর্শনের অধিকারী মহাপুরুষদের কিছু বাণী পেশ করিলাম ঃ

(ক) আপন চিত্তে বিভোর হলে মানুষ হয় নূরের খনি
সকল আধার দূর হয়ে যায়, মানুষ হয় অন্তর্যামী।

(খ) প্রকৃত কিতাব তুমি যাহা আসল তত্ত্ব
তালাস কর নিজ হতে তোমার নিজের দেহতত্ত্ব।

(গ) গাউছ ধন সৃজিয়া বিধি কেরামত জাহির ইত্যাদি
উজ্জ্বল রাওশন করিয়াছে ত্রিজগত মাঝার।
দাতার দরজা ভারী সখির সখি মাইজভাণ্ডারী
তে কারণে নামের গুণে প্রশংসা অপার।

(ঘ) হাদীর মোখ্তার ত্রিজগতের সার
প্রকাশ হইলা নামে গাউছে মাইজভাণ্ডার।
নানান বরণে রঙ্গ, আশেকী মাশুকী রঙ্গ
রঙ্গে হাদী মাতোয়ারা সঙ্গে গাউছ ধন।

(ঙ) গাউছ ধনের প্রেম সাগরে ইমান রত্ন ভেসে যায়
ধনী হতে সাধ থাকে যার, হঠাৎ করে নিতে আয়।
মকবুল অধীন বলে খোদার নূরে আদম ছলে
দেখিবারে ইচ্ছা হলে মাইজভাণ্ডারে দেখি আয়।

(চ) পিরীতী অমূল্য নিধি, প্রেম জানেনা মুর্খজন
প্রেম জানে মোর মাইজভাণ্ডারী, রসনিধি মওলা ধন।
প্রেমই কোরানের সার প্রেম খেলার ইচ্ছা যার
করিমে কয় ভজ গিয়া মাইজভাণ্ডারীর শ্রীচরণ।

(ছ) শাহাপুরী নূর নগরী-নূরে আলম মাইজভাণ্ডারী
মুর্শিদ বাবার চরণ ধরি-চালাও তরী হুশিয়ারে।

ওহে বেখবর! তুমি যদি আল্লাহর সহিত মিশিতে চাও তবে চিরতরে কামেলদের পায়ের ধুলা হয়ে যাও। অর্থাৎ : নিজকে ফানা করিয়া তাহাদের প্রেম সাগরে ডুবিয়া যাও। (ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)

পবিত্র হাদিছ শরীফে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) ফরমাইয়াছেন–

(ক) "ফকির" ঐ ব্যক্তিকে বলে, যিনি "হয়ে যাও" বলার সঙ্গে সঙ্গে তাহার উদ্দিষ্ট বস্তু বা বিষয় সংগঠিত হইয়া যায়।

(খ) আউলিয়াগণ আমার চাদরের নিচে লুকায়িত রহিয়াছেন। তাহাদিগকে আমার আপনজন ছাড়া গায়ের বা গায়েরুল্লাহর সহিত লিপ্ত অপর ব্যক্তি চিনিতে পারে না।

(গ) আউলিয়াগণ খোদার নিকট হইতে (নিক্ষিপ্ত তীরকে নিশান গাহ্ হইতে ফিরাইয়া দেওয়ার) ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকেন।

যাহারা নজর দ্বারা মাটিকে স্বর্ণ করেন। কতই উত্তম হইত, যদি তাঁহারা আমাদের প্রতি নজর করিতো (মছনবী)। আমি এস্কের যেই জোর আকর্ষণ রাখি তোমাকে শুধু এমনি ছাড়িয়া দিব না। আমার জানাজায় তুমি না আসিলেও আমার মাজারে হইলেও তোমাকে আসিতে হইবে। (দেওয়ানে হাফেজ সিরাজী)।

কালের আবর্তন বিবর্তনে জাতির উত্থান, পতন ও ঘূর্ণায়মান গ্রহ নক্ষত্ররাজীর প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হওয়ার দরুণ সৃষ্টির ভাঙ্গা গড়ার জন্য বিজ্ঞব্যক্তিগণ পাঁচ ছয় শতাব্দীর একটি দায়েরা বা বৃত্ত স্বীকার করেন। ইতিহাস বেত্তাদের বাবা আখ্যা প্রাপ্ত ইবনে খুলদুন তাঁহার বিখ্যাত "মোকদ্দমায়" এবং মহা মুনিষী হযরত মুহিউদ্দিন ইবনে আরবী (রহঃ) তাঁহার ফুছুছুল হেকম নামক বিখ্যাত কেতাবে ইহা স'প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত মওলানা আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী (রহঃ) লিখিয়াছেন, হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) নবীদের মধ্যে সর্বশেষ নবী এবং রেছালত প্রাপ্ত নবীদের বাদশাহ ছিলেন। সেইরূপ হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) প্রকাশ হযরত ছাহেব কেব্‌লা কাবা, বেলায়তে মোকাইয়্যাদা যুগের খাতেম বা পরিণতিকারী। তিনি আওলীয়াদের বাদশাহ এবং দোজাহানের গাউছুল আজম বা পরিত্রাণ কর্তা এবং হযরত রসুলে খোদা (সঃ) এঁর বেলায়তের ওয়ারেছ বা উত্তরাধিকারী হন। (আয়নায়ে বারি ১১৪ পৃঃ)

তৎকালীন আহলে সুন্নত ওয়াল জমায়াতের আমীর, হযরত আলহাজ্ব মওলানা সৈয়দ আজিজুল হক (রহঃ) ছাহেব লিখিয়াছেন– হযরত শাহ্ আহমদ উল্লাহ কাদেরী মাইজভাণ্ডার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত গাউছুল আজম নামধারী বাদশাহ। তিনি নবীর আহমদী মসরব উম্মতগণের চেরাগে হেদায়ত বা আলোকবর্তিকা। ছরওয়ারে কায়েনাত হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা (সঃ) এঁর নিকট বেলায়তে ওজমা বা শ্রেষ্ঠ বেলায়তের দুইটি সম্মান প্রতীক বা তাজ ছিল। যাহা বেলায়তে মোকাইয়্যাদায়ে মুহাম্মদী ও বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদী বলিয়া বুঝা যায়। এই সম্মান প্রতীক বা তাজ দুইটির মধ্যে একটি হযরত শাহ্ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এঁর মস্তক মোবারকে নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত। সেই কারণে তিনি পূর্বাঞ্চলে আবির্ভূত গাউছুল আজম বলিয়া খ্যাত, সেই কারণে তাঁহার রওজা মোবারক মানব দানবের জন্য খোদায়ী বরকত হাছেলের উৎসে পরিণত হইয়াছে। দ্বিতীয় তাজ বা সম্মান প্রতীক, জিলান নগরের বাদশা হযরত শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) এঁর মস্তক মোবারকে প্রতিষ্ঠিত, সেই কারণে সমস্ত আওলীয়াদের গর্দানে তাঁহার পা মোবারক প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ সমস্ত আওলীয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য। (দেওয়ানে আজিজ)।

যাহারা বেলায়ত অর্জনে সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সমস্ত সৃষ্ট জগতে ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারে সক্ষম থাকেন। উক্ত বেলায়ত মর্যাদা প্রাপ্ত অলীকে বেলায়তে ওজমার অধিকারী বা শ্রেষ্ঠ অলী বলা হয়। এই বিবিধ স্তরের অলী উল্লাহদের মসরবকে কুতুবিয়ত (কর্ম কর্তৃত্ব) ও গাউছিয়ত (ত্রাণ কর্তৃত্ব) নামে দুই ভাবে বিভক্ত করা হইয়াছে। গাউছিয়ত বা ত্রাণ কর্তৃত্বে সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন অলীকে গাউছুল আজম বলা হয়। তিনি বিল আছালত বা প্রকৃতিগত ও জন্মগত ভাবে অলী হন এবং আল্লাহ তায়ালার হুকুমে সৃষ্টির মঙ্গলময় ত্রাণ কর্তারূপে অভির্ভূত হন।

কুতুবিয়ত বা কর্ম কর্তৃত্বে সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন অলীকে কুতুবুল আক্‌তাব বলা হয়। তিনি আল্লাহ তায়ালার হুকুমে

সৃষ্টির শৃঙ্খলা বিধানের সর্বময় কর্মকর্তারূপে বিরাজমান থাকেন। (মত্তালেবে রসিদীয়া ২৬৮ পৃঃ)

গাউছে জিলানী ও গাউছে মাইজভাণ্ডারী উভয় গাউছুল আজমই গাউছুল আজমীয়তের দাবী করিয়াছেন এবং অন্যরা গাউছুল আজম বলিলে তাঁহারা ইহাতে স্বীকৃতি দিয়াছেন মর্মে বিভিন্ন কামেল মহা পুরুষের মতে দেখা যায়। হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) এঁর নবুয়ত যুগ পরিসমাপ্ত এবং তাঁহার রূহানী শক্তির বেলায়ত যুগের জহুর অবস্থায় বেলায়তে মোকাইয়্যাদা যুগে হযরত পীরানে পীর দস্তগীর শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) ও বেলায়তে মোত্লাকা যুগে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) কেই দাবীদার দেখা যায়। ইহা নবুয়ত সমাপ্তির প্রায় পাঁচশত বৎসর পর পর ধর্মমত বিরোধ যুগের প্রথম ও দ্বিতীয় দাওরা বা বৃত্ত।

অন্য কোন বুজর্গ বা খোদার পেয়ারা মহাপুরুষ এইরূপ সর্বাঙ্গীন রূহানী এলমের বা গাউছে আজমিয়তের দাবী করিতে দেখা যায় নাই এবং এইরূপ সর্বস্তরে অসংখ্য কেরামতও প্রকাশ পায় নাই।

নবুয়তের পরিসমাপ্তির পর তাঁহার যোগ্যতম প্রতিনিধির মাধ্যমে বেলায়তী ক্ষমতায় তাঁহার বিশ্ব ইসলামী ইমারতের পরিপূর্ণ দৃশ্য অলীয়ে কামেলীনদের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে আমাদের যুগ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। এই তরিকতের উছুল রীতি-নীতি যাহা শজরা ও ছিলছিলার মাধ্যমে পীরি-মুরীদি ছিলছিলার মাধ্যমে জারী ছিল, বর্তমানে জারী আছে এবং আগামীতে জারী থাকিবে। উক্ত ভাল কাজের পাশাপাশি কিছু কিছু ভণ্ড অর্থলিপ্সু লোকের খারাপ কাজ পরিলক্ষিত হয়। যাহারা নিজে নিজে পীর সাজিয়া নিজ বুজর্গীর বাহাদুরী প্রচার করিতে উৎসাহি, তাহাদের নৈতিক মেরুদণ্ড অতি নড়বড়ে। তাহারা খোদা আগ্রহী নহে বরং টাকার লালসাই তাহাদের নিকট বেশী দেখা যায়। তাহাদের কথাবার্তা চালচলন সামঞ্জস্য বিহীন। তাহারা লোকের সামনে যাহা দেখায় বা বলে তাহা অবস্থা ও আচরনের বেলায় কোন মিল বা সত্যতা নাই বরং ভাওতা, অথচ তাহাদিগকে ভুল বুঝার দরুণ সাধারণ শিক্ষিত লোকেরা প্রকৃত ছুফী মতবাদের প্রতি আস্থা হারাইতে চলিয়াছে। তাহাদের বিস্তার স্রোতকে সঠিক পথে পরিচালনার সাহায্যার্থে নিম্নে প্রকৃত বিষয়টি আলোচনা করিলাম বা উপস্থাপন করিলাম–

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের প্রিয় মাহবুব বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) এঁর পবিত্র বংশধর মদীনা শরীফ হইতে বংশ পরম্পরায় বাগদাদ-দিল্লী-গৌড়- নগর-পটিয়া আজিমনগর হইয়া চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ির মাইজভাণ্ডার গ্রামে বসতি স্থাপনকারী আওলাদে রসূল হযরত মওলানা মতিউল্লাহ (রহঃ) এঁর পবিত্র ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র শজরা, ছিলছিলা, বেলায়তী ধারায় (১) হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) পরম্পরায় ১৮নং ক্রমিকে হযরত পীরানে পীর দস্তগীর শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) পরম্পরায় ৩৬নং ক্রমিকে সোলতানুল হিন্দ সৈয়দ আবু শাহামা মুহাম্মদ ছালেহ আল কাদেরী লাহুরী (রহঃ) এঁর নিকট হইতে গাউছিয়তের ফয়জ ও খেলাফত হাছেল করেন এবং তাঁহার পীরে তরিকতের বড় ভাই হযরত শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর আলী পাকবাজ (চিরকুমার) মোহাজেরে মদনী (রহঃ) এঁর নিকট হইতে কুতুবিয়তের ফয়জ হাছেল করেন। নফ্স ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বিল মালামত বেলায়ত অর্জন করেন। তিনি বেলায়তের চতুর্বিধ দরজার সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হইয়া গাউছুল আজম সাব্যস্ত হন। তাঁহার পরশ পাইয়া ধন্য হইয়াছেন মাটিস্থ বুজুর্গানে দ্বীন এবং তাহারা জামালী হইতে জালালীর মধ্যে রূপ ধারণ করিয়াছেন। কামালিয়তের বা বুজুর্গীর কোন প্রশংসা তাঁহার বুজুর্গীতে বাদ পড়ে না। তিনি এমন এক খোদায়ী প্রদত্ত শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন অলি, যিনি জনগণের না হওয়ার মত কাম্যবস্তুকে খোদার ইচ্ছা শক্তিতে তাঁহার গাউছে আজমিয়তের প্রভাবে হওয়ার রূপ দিয়াছেন এবং দিতেছেন। যাহার ফলে তাঁহার শজরা, ছিলছিলার মাধ্যমে বায়াত গ্রহণ করিয়া, তাঁহার প্রবর্তিত "উছুলে ছাবয়া" সপ্ত কর্ম পদ্ধতির উপর আমল করিয়া, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বহু সংখ্যক ভাগ্যবান জ্ঞানী, তাপস

তথা ছুফী দরবেশ, অলী উল্লাহরূপে বিদ্যমান এবং তাঁহার নিকট হইতে খেলাফত হাছিল করিয়া তাহাদের মাধ্যমে এই মহান তরিকার শজরা ছিলছিলা জারী রহিয়াছে এবং অনেক খলিফাদের শরাফতের কারণে তাঁহাদের অবস্থান ক্ষেত্র বড় বড় দরবারে পরিণত হইয়াছে।

তাঁহার পবিত্র বংশধরের মধ্যে শজরা, ছিলছিলা, তরিকা মানিয়া চলিয়া কুতুবে এরশাদ হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াছেল মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ও গাউছুল আজম বিল বেরাছত হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এবং হযরত আক্‌দাছের পুত্র সন্তান শাহ্‌জাদায়ে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ ফজজুল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ছাহেবগণ ফয়েজ বরকাত হাছিল করিয়া কামালিয়াতের উচ্চাসন লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার পবিত্র হুজরা শরীফে দোয়ার মেহরাবে সাজ্জাদানশীন-এ-গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কে নিজ গদী শরীফ অর্পনে স্থলাভিষিক্ত সাজ্জাদানশীন মনোনীত করিয়া তিনি (গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী) সকলের অবগতির জন্য তাঁহার পবিত্র নুরানী-ঈমানী জবানে দেলা ময়না, সোলতান, নওয়াব ইত্যাদিতে আখ্যায়িত করিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে ফয়েজ প্রাপ্তে অনেক কামেল অলিউল্লাহ সৃষ্টি হইয়াছেন। তৎমধ্যে তাঁহার প্রথম পুত্র শাহান শাহ হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কামালিয়তের উচ্চাসন লাভ করিয়াছিলেন।

এই মহান তরিকার শজরা, ছিলছিলা, কেয়ামত পর্যন্ত জারী রাখার মানসে– মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ শরাফত সুরক্ষায় মহান ব্যক্তিত্ব সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম খাদেমুল ফোক্‌রা আবুল বারকাত হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) বিগত ১৯৭৪ ইংরেজী সালে, হযরত কেবলা কাবার বাণী অনুযায়ী তাঁহার বেলায়তের করুণাধারা জাহের-বাতেন, আওলাদীয়তের মর্যাদা সম্পন্ন করিয়া তাঁহার পবিত্র বংশধরদের মধ্যে তৃতীয় পুত্র সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরিকত আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ) ছাহেব কেবলা কাবাকে তাঁহার পবিত্র গদী শরীফে বসাইয়া এবং হযরত কেবলা কাবার রাজরহস্য তাৎপর্য মূলক ব্যবহৃত হরিত্রী রং এঁর পবিত্র শাল মোবারক তাঁহাকে পরাইয়া দেন এবং তিনি নিজেই মনোনীত করিয়া সাজ্জাদানশীন ও স্থলাভিষিক্ত মনোনয়ন খেলাফত প্রদান ও গদী শরীফ অর্পণ করেন। তিনি কিছুক্ষণ হযরত কেবলা কাবার গদী শরীফে অবস্থান করেন। সকলের অবগতির জন্য ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত "মানব সভ্যতা" বই এঁর ভূমিকায় লিখিয়াছেন– "অত্র বইটি আমার জীবন সায়াহ্নে ছাপাইয়া যাইতে পারিব কিনা ভবিতব্য খোদা তাহা ভাল জানেন। তাই বইটি ছাপাইবার জন্য আমাদের প্রচলিত "আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী" সমাজ-সংস্কার ও নৈতিক উন্নয়নমূলক সমাজ সংগঠক পদ্ধতির সফলতার উদ্দেশ্যে "হানেফী মজহাব" এজমা ফতোয়ার ভিত্তিতে আমি যেইভাবে কামেল অলী উল্লাহর নির্দেশিত উত্তরাধিকারী গদীর "সাজ্জাদানশীন" সাব্যস্ত, তদ্‌মতে আমার ছেলেদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তি সৈয়দ এমদাদুল হক মিঞাকে "সাজ্জাদানশীন" মনোনীত করিবার পর এই গ্রন্থটি তাহার হস্তে অর্পণ করিলাম। কাজেই গাউছিয়ত কুতুবিয়ত সর্বপ্রকার বেলায়তের ধারা উপধারার মৌলিক দাবিদার তিনিই। তাঁহার মাধ্যমে সাজ্জাদানশীন মনোনীত হইয়া ধারাবাহিক সজরা ছিলছিলা আদর্শ মহাপুরুষের মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত জারী থাকিবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সঠিক পথে ও শজরা-ছিলছিলার মাধ্যমে বায়াত গ্রহণ করিয়া, তরিকতের উছুল রীতি-নীতি অনুসরণ করিয়া 'মনজিলে মোকছুদে' পৌঁছার তাওফিক আতা করুন। আমিন।

দারুততায়ালীমের প্রধান শিক্ষক
আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া), কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ।

মি'রাজুন্নবীর ফযীলত, গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মওলানা কাযী মুহাম্মদ ছালেকুর রহমান আল্-ক্বাদেরী

আল্লাহ্পাক রব্বুল আলামীন তাঁর প্রত্যেক নবী ও রসূল আলায়হিমুস সালামকে অনেক প্রকারের মু'জিযা বা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী করেছেন। সাথে সাথে পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য মর্যাদা দ্বারা তাঁদেরকে একজনকে আরেকজনের উপর মর্যাদা দান করেছেন।

মহান রব্বুল আলামীন আমাদের প্রিয়নবী হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অগণিত মু'জিযা দান করেছেন। তন্মধ্যে তাঁর পূতঃপবিত্র নূরানী জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, গৌরবপূর্ণ ও শীর্ষ মর্যাদাসম্পন্ন মু'জিযা হল মি'রাজ। নুবুয়ত ও রিসালাত প্রকাশ ও বিকাশের জন্য এ মি'রাজের মু'জিযা ছিল অতীব গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। কাফির, মুশরিকদের সামনে এ আশ্চর্যজনক ও ব্যতিক্রমধর্মী মি'রাজ শরীফের ঘটনা দ্বীন ইসলামের সত্যায়নের জন্য এক বিস্ময়কর দলীল হিসেবে প্রমাণবহ। বিশ্বাসীকে মর্যাদাপূর্ণ হতবাককারী, বিজ্ঞানময় মহা আসমানীগ্রন্থ আল্-কোরআনুল করীম ও শাশ্বত হাদীসে পাকের আলোকে মহানবী হুযূর পুরনূর হযরত আহমদ মুজতাবা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মহাশক্তির অধিকারী একক-অদ্বিতীয়, অতুলনীয় লা-শরীক প্রভূ পূতঃপবিত্র মহিমান্বিত সত্ত্বা মহান আল্লাহ্র সত্ত্বাদর্শনে প্রায় নব্বই হাজার একান্ত বাক্যালাপ করে পাঞ্জেগানা নামাযসহ ইসলামের অনেক বিধি-বিধান নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

মি'রাজ কি?

মি'রাজ শব্দটি আরবী 'উরুজ' থেকে নির্গত, এর আভিধানিক অর্থ উর্ধ্বগমন, উর্ধ্বগমনে উঠা, সিঁড়ি, সোপান তথা আরোহনের স্থান বা আরোহনের পদমর্যাদা ইত্যাদি।

আর শরীয়তের দৃষ্টিতে মি'রাজ হল মহাশক্তির অধিকারী মহিমান্বিত পূতঃপবিত্র একক অদ্বিতীয় অতুলনীয় লা-শরীক সত্ত্বা মহান আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় তাঁর নৈকট্য ও সান্নিধ্যে মহানবী হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উর্ধ্বপানে উঠার পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়া।

বিশ্ববিখ্যাত ইমাম, ইমাম তাহাবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এরশাদ ফরমান পবিত্র মি'রাজ শরীফ যে পূতঃপবিত্র, বিস্ময়কর, ব্যতিক্রমধর্মী, অলৌকিকতাপূর্ণ সবিশেষ বৈশিষ্ট্য সর্বোত্তম ফযীলত ও গুণ এবং উজ্জ্বলতম মু'জিযা নুবুয়ত ও রিসালাতের অকাট্য-অখণ্ডনীয় প্রামাণ্য দলীল। এটা ধ্রুব সত্য ঘটনা, যা শুধুমাত্র এককভাবে বিশ্বকুল সরদার সায়্যিদুল মুরসালীন হুযূর নবী আকরম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 'ইসরা' রাতে ভ্রমণ ও মি'রাজের তথা উর্ধ্বপানে শুভাগমনের পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার সৌভাগ্য দান করার যে পরিকল্পনা ছিল মহাশক্তির অধিকারী মহান রব্বুল আলামীনের মহাকরুণার বিনিময়ে তাঁকে মহান আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হতে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে প্রথমে আকাশে উঠানো হয়। অতঃপর উর্ধ্বজগতে যেখানে আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল সেখানে নেওয়া হয়। আর তথায় আল্লাহ্ তা'আলা যা দেয়ার ইচ্ছা ছিল, তা দিয়ে তাঁকে ধন্য ও গৌরবান্বিত এবং মর্যাদাবান করেন। আর তাঁর প্রতি যে বার্তা দেয়ার ছিল, তা প্রদান করেন। হুযূর পুরনূর হযরত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পূতঃপবিত্র নূরানী সত্তা মুবারক হুবহু বলেছেন, যা তিনি দেখেছেন।

মি'রাজ কখন সংঘটিত হয়েছিল ঃ

* আল্লামা তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, যে বছর হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর নুবূয়তের বিকাশ হয়, সে বছরই মি'রাজ সংঘটিত হয়।

* নুবূয়ত প্রকাশের পাঁচ বছর পর মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল। হযরত ইমাম নববী ও ইমাম কুরতুবী উক্ত তথ্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

* নুবূয়তের দশম বছরে ২৭ রজবের দিবসে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল। আল্লামা মনছুর নূরী এ অভিমতকে গ্রহণ করেছেন।

* হিজরতের ১৬ মাস পূর্বে মুহাররম মাসে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল।

* হিজরতের এক বছর দু'মাস পূর্বে মুহাররম মাসে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল।

* কারো মতে রবী'উল আউয়াল মাসেই মি'রাজের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল।[আর্ রহীকুল মাখতূম]

এভাবে মি'রাজ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে ওলামা-ই কেরামের কাছে ২০টির অধিক মত রয়েছে। তবে অধিকাংশ আলিমগণ নুবূয়তের দশম বৎসরের রজবের সাতাইশতম রাতে হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরাবরে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছে বলে মত ব্যক্ত করেছেন।

এ বিষয়ে উল্লেখ্য, বিশ্ববাসী পবিত্র মি'রাজুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রজবের সাতাইশতম রাতে পালন করে থাকেন। সর্বসাধারণ মানুষের আমল উক্ত রাতে হয়ে থাকে, বিধায় শরীয়তের একটি ধারা হিসেবে এটাই গ্রহণযোগ্য মত বলে আমাদের বিশ্বাস।

প্রসিদ্ধ মতানুসারে মাহে রজবের ২৭তম রাতে মহানবী হুযূর পুরনূর হযরত আহমদ মুজতাবা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মহান প্রভুর আহ্বানে মক্কা মুকাররমার পবিত্র মসজিদুল হারাম থেকে জেরুজালেমের পবিত্র মসজিদুল আক্বসা তথা বায়তুল মুক্বাদ্দাসে পৌছান বিদ্যুতের গতির চেয়েও দ্রুততম জান্নাতী বাহন বোরাকযোগে। উক্ত মসজিদুল আক্বাসায় পৌছে ইমামুল আম্বিয়া রহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ইমামতিতে নামায আদায় করেন সমস্ত নবী ও রসূল আলায়হিমুস সালাম। সেখান থেকে আকাশমণ্ডলীতে পরিভ্রমণ ও গমন করে কুল-কায়েনাতের গূঢ়রহস্যাবলী পর্যবেক্ষণপূর্বক উপনীত হন সিদরাতুল মুন্তাহায়। তারপর রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যাত্রা শুরু হয় রফরফ নামক কুদরতী বাহনযোগে। এক পর্যায়ে রফরফও থেমে যায়। প্রিয়নবী হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মহাশক্তির অধিকারী পূতঃপবিত্র একক সত্তা লা-শরীক আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে বলীয়ান হয়ে একাকী চলে যান লা-মকানের মহান আরশে।

এ শুভ সাক্ষাতে প্রিয়নবী হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র শাহী দরবারে উপহার পেশ করেন। মহান প্রভুও আপন কৃপা ও করুণাময় তাঁকেও উপহার প্রদানের মাধ্যমে ধন্য, গৌরবান্বিত ও মর্যাদাবান করেন।

পরস্পরের উপহার তথা মহান আল্লাহ্পাক ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপহারের ভাষ্য নিম্নরূপ হাদীসে পাকের আলোকে, যা তাশাহ্হুদ নামে খ্যাত।

আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস সলা-তু ওয়াত্ তৈয়্যিবাতু আস্সালামু আলায়কা আইয়্যুহান নাবীয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহূ আস্সালামু আলায়না ওয়া 'আলা 'ইবাদিল্লাহিস সোয়ালিহীন; আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রসূলুহূ।

ব্যাখ্যামূলক তরজমা ও অনুবাদ : আল্লাহ্র বিশেষ প্রিয়তম নূরানী বান্দা হাবীবে পাক রহমাতুল্লিল আলামীন উক্ত শুভ সাক্ষাতে মহান আল্লাহ্র দরবারে আক্বদাসে মহব্বত ও আদবের মাধ্যমে উপহার পেশ করেছিলেন, হে মালিক, পরওয়ার দিগার মহান আল্লাহ্ আপনার বরাবরে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে সবধরনের আন্তরিকতাপূর্ণ

অভিনন্দন, শ্রদ্ধা ও সম্মান আপনি আল্লাহরই জন্য। আর আমার যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগী আর আমার পবিত্র আর্থিক ও দৈহিকতার সমন্বিত ইবাদতের উপহার আপনারই জন্য নিবেদিত।

মহান আল্লাহ্ পাকও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অনুরূপভাবে তিন ধরনের উপহার প্রদান করেছেন: হে প্রিয়তম নবীয়ে পাক! আপনারই উপর আমি রব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে শান্তি বর্ষিত হোক। আর মহান আল্লাহর করুণা, দয়া, অনুগ্রহ, রহমত, কৃপা ও মেহেরবানী নাযিল হোক এবং মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে আপনার সার্বিক বিষয়ে তাঁর বরকত-সমৃদ্ধি অবতীর্ণ হোক।

প্রিয়নবী আলায়হিস সালাম আল্লাহ্র পক্ষ হতে দু'আ-হাদিয়া সর্বসাধারণ উম্মতকে স্মরণপূর্বক গ্রহণ করেন। হে আল্লাহ্! আপনার দেয়া সালাম শান্তি-রহমত, দয়া-বরকত ও সমৃদ্ধির হাদিয়া আমাদের সবার উপর বর্ষিত হোক। আর মহান আল্লাহ্র নেককার-পরহেযগার বান্দাদের উপরও বিশেষভাবে বর্ষিত হোক। আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীব পরস্পরের হাদিয়া বিনিময়ের শুভ সাক্ষাতে ফেরেশতাগণ মহাখুশীতে তাঁরা না'রায়ে তাকবীর ও না'রায়ে রিসালাত তথা তাওহীদ (আল্লাহ্র একত্ববাদ) ও রিসালাতের (হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র রসূল হওয়ার স্বীকৃতির) শ্লোগান প্রদান করে সাক্ষ্য দিতে থাকেন। সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মহান আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, অর্থাৎ তিনিই একমাত্র ইলাহ ইবাদতের প্রাপ্যদার ও উপযোগী। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি অবশ্যই হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহ্র প্রিয়তম বিশেষ বান্দা ও রসূল।

কোরআনের আলোকে মি'রাজুন্নবী ঃ

পবিত্র কোরআনের সূরায়ে ইসরার প্রথম আয়াতে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন এরশাদ ফরমান–

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (١)

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ: এরশাদ হচ্ছে (যিনি) পরম পবিত্র ও মহামহিম সত্তা (মহান আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহূ আম্মা শানুহূ), তিনি স্বীয় প্রিয়তম নূরানী বান্দাকে রাতের অতি অল্প সময়ে মক্কা মুকাররমার ঐ বরকতময় ও সমৃদ্ধশালী মসজিদ যার মধ্যখানে বায়তুল্লাহ শরীফ তথা মসজিদে হারাম হতে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের সেই বিখ্যাত মসজিদ, যা পূর্ববর্তী হযরাতে আম্বিয়া-ই কেরাম আলায়হিমুস সালামের কেন্দ্র তথা মসজিদে আক্বসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন। যার আশে পাশে আমি মহান প্রভূ প্রভূত ধর্মীয় ও পার্থিব বরকত ও সমৃদ্ধি দান করেছি, যেন আমি (আল্লাহ্) তাঁকে (হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমার কুদরতের (মহাশক্তির) বিস্ময়কর ও বিরল নিদর্শনাবলী অবলোকন করাই; নিশ্চয় তিনি পরম শ্রবণকারী, মহাদর্শী।

উপরিউক্ত আয়াতের মর্মার্থ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আয়াত শরীফে ইসরা (ভ্রমণ) ও মি'রাজ (উর্ধ্বাকাশে গমন) ও চূড়ান্ত উর্ধ্বে উঠা উভয়ের বিবরণ রয়েছে।

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا.

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ: এরশাদ হচ্ছে, হে নবী পাক! আপনি স্মরণ করুন আমি মহান প্রভু আপনাকে বলে দিয়েছিলাম যে, আপনার পালনকর্তা মহান রব্বুল আলামীন সব মানুষকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। আর মি'রাজের



রাতে নূরানী চর্মচক্ষে জাগ্রত অবস্থায় আপনাকে যা দৃশ্য দেখিয়েছি তথা চাক্ষুষ দর্শন করিয়েছি। আর কোরআন মজীদে উল্লেখিত অভিশপ্ত 'যাকুম' নামক বৃক্ষ, যা জাহান্নামে পাপীদের খাদ্য হবে, তা অবলোকন করানো হয়েছে, তা কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্যই। যেহেতু জাহান্নামের এ বৃক্ষ ও মি'রাজ উভয়ই আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক ব্যাপার। মহান আল্লাহ্ পাক তা দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করেন। সৎ ব্যক্তিরা বিশ্বাস করে। আর পাপীরা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে। আর আমি মহান প্রভূ তাদেরকে ভীতিপ্রদর্শনকারী। কিন্তু এতে তাদের ঘোর অবাধ্যতাই আরো বৃদ্ধি পায়।

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (١) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (٢) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (٥) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (٦) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى (٧) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (٨) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (٩) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (١٠) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (١١) أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى (١٢) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (١٣) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (١٤) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (١٥) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (١٦) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (١٧) لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (١٨)

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ: মহান আল্লাহ্ পাক সুবহানাহূ ওয়া তা'আলার পক্ষ হতে এরশাদ হচ্ছে, ১. ঐ প্রিয় উজ্জ্বল নক্ষত্র নবীকুল সরদার হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পূতঃপবিত্র সত্তা মুবারকের শপথ! যখন তিনি হযরত আহমদ মুজতাবা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মি'রাজ থেকে অবতরণ করেন। ২. তোমরা মুমিনদের 'সাহিব', মুনিব (হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কখনো হেদায়তের সত্য পথ থেকে বিমুখ হননি। না আঁকাবাঁকা পথে চলেছেন বরং তিনি সর্বদা সরল-সঠিক পথ সেরাতুল মুস্তাক্বীমের উপর স্থিত থাকেন। ৩. এবং তিনি মহান প্রভূর রসূল, বিধায় কোন কথা প্রবৃত্তি বা নফ্স থেকে বলেন না। ৪. তা তো নয়, কিন্তু তিনি যা কিছু বলেন, তা আল্লাহ্র ওহীই হয়ে থাকে, যা তাঁর বরাবরে নাযিল করা হয়। ৫. তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন প্রবল শক্তি-সমৃদ্ধির অধিকারী তথা মহাশক্তির অধিকারী মহান আল্লাহ্ পাক সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা। ৬. শক্তিমান, অতঃপর ঐ জ্যোতি ইচ্ছা করলেন। ৭. আর তিনি উচ্চাকাশের সর্বোচ্চ দিগন্তে ছিলেন। ৮. অতঃপর ঐ জ্যোতি নিকটবর্তী হল তথা মহান আল্লাহ্ আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আপন নৈকট্যের নি'মাত প্রদান করে ধন্য করেন। তারপর আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত আপন করুণা ও কৃপা দ্বারা আপন হাবীবের প্রতি নৈকট্য আরো বৃদ্ধি করলেন। ৯. অতঃপর ঐ জ্যোতি ও এ মাহবূবের মধ্যে দু'ধনুক পরিমাণ ব্যবধান রইল বরং তদপেক্ষাও কম তথা তাঁর প্রিয়তম বান্দা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন খালিক্ব-মালিক মহান আল্লাহ্র বরকতময় পূতঃপবিত্র একক সত্তাকে সচক্ষে অবলোকন করে দিদার লাভে ধন্য হয়েছেন। ১০. তখন খালিক্ব-মালিক আপন প্রিয়তম বান্দার প্রতি ওহী অবতীর্ণ করলেন, যা ওহী করার ছিল। ১১. তাঁর অন্তর হুবহু বলেছেন, যা তিনি দেখেছেন। ১২. তবে কি তোমরা (মুশরিকরা) তাঁর প্রিয়তম নূরানী বান্দার সাথে তিনি যা দেখেছেন তাতে বিতর্ক করছ? ১৩. এবং তিনি তো ঐ মহামহিম প্রতিপালককে দু'বার দেখেছেন, মহান আল্লাহ্র দয়া, অনুগ্রহ ও কৃপা মোতাবেক। ১৪. সিদরাতুল মুন্তাহা প্রান্তবর্তী কুলবৃক্ষ, যা আল্লাহ্র নূর দ্বারা আচ্ছাদিত এর নিকটে। ১৫. যার নিকট অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া তথা অবস্থানের জান্নাত। ১৬. যখন বদরী বৃক্ষটি যা দ্বারা আচ্ছাদিত তথা নূর দ্বারা হওয়ার তা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। ১৭. তাঁর দৃষ্টিভ্রম ও লক্ষ্যচ্যুত হয়নি। ১৮. নিশ্চয় তিনি (হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মি'রাজ রজনীতে বিশ্বরাজ্য ও আধ্যাত্মিক জগতের আশ্চর্যজনক নিদর্শনাবলী দেখেছেন।

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣)



ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ এরশাদ হচ্ছে, ১. হে মাহবূব নবী! নিশ্চয় আমি মহান রব্বুল আলামীন আপনাকে অসংখ্য গুণাবলী যথাক্রমে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ গুণ, নেক আমলের গুণ, জান্নাতী প্রস্রবণের মালিক হওয়ার গুণ, হাউজে কাউসারের মালিক হওয়ার গুণ অসংখ্য সন্তান ও প্রজন্মের অধিকারী হওয়া, অসংখ্য উম্মত বা অনুসারী হওয়া, আপনার উম্মতের মধ্যে অসংখ্য উলামা ও বক্তা সৃষ্টি হওয়া, আসমানী মহাগ্রন্থ আল্-কোরআনুল করীমের অধিকারী হওয়া, আর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের অধিকারী হওয়া ও উচ্চ বংশমর্যাদার গুণে গুণান্বিত হওয়া, খতমে নুবূয়ত ও খতমে রিসালাত অর্থাৎ শেষ নবী ও আখেরী রসূলের পদমর্যাদার অধিকারী হওয়ার গুণ, দ্বীন-ধর্মের শত্রুদের উপর মু'জিযাসমূহ তথা অন্যতম মু'জিযা মি'রাজ আর অজস্র অগণিত অসংখ্য নি'মাত ফযীলত ও কল্যাণের মধ্যে অন্যতম নি'মাত ফযীলতও কল্যাণ মি'রাজ দান করার গুণ, যেগুলোর কোন অন্ত নেই, তা দান করেছি। উপরিউক্ত অগণিত নি'মাতসমূহ স্থায়ী ও বাকী থাকবে। তাই আপনার নাম স্মরণ ও আদর্শ এবং আলোচনা ও চর্চা স্থায়ী হবে।

২. সুতরাং হে নবীয়ে পাক! আপনি আপনার প্রতিপালক, যিনি আপনাকে মি'রাজের মু'জিযাসহ অগণিত অসংখ্য নি'মাত ও ফযীলত দান করে সৃষ্টিকুলের উপর সর্বোত্তম ইজ্জত সম্মান ও আভিজাত্য দিয়েছেন, তাঁরই জন্য শোকরিয়া ও কৃতজ্ঞতাস্বরূপ পাঞ্জেগানা নামায ও নফল নামায বিশেষত ঈদুল আযহার নামায পড়ুন এবং মূর্তিপূজারীদের বিপরীত যারা মূর্তিগুলোর নামে যবেহ করে, আপনি মহাশক্তির অধিকারী একক অদ্বিতীয় লা-শরীক আল্লাহ্ তা'আলার নামে যবেহ করে কোরবানী করুন।

৩. হে নবীয়ে আকরম! আপনি জেনে রাখুন, নিশ্চয় যে আপনার শত্রু বা বিদ্বেষকারী, সেই হতভাগা, বদনসীব; সে সবধরনের কল্যাণ ও মঙ্গল থেকে বঞ্চিত থাকবে। অথবা ঐ বদনসীব ও হতভাগার প্রজন্ম আপনার প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষের কারণে নিঃশেষ ও নির্বংশ হয়ে যাবে, যার বংশ বুনিয়াদ পৃথিবীর যমীনে বাকী থাকবেনা। আর আপনার পরম্পরা বংশ বুনিয়াদ শান-মান আদর্শ ও আলোচনা এবং চর্চা অব্যাহত থাকবে। আপনার সন্তানাদি বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আর আপনার অনুসারী দ্বারা সমগ্র দুনিয়া পরিপূর্ণ ও ভরপুর হয়ে যাবে। আপনার চর্চা, শান-মান ও আলোচনা সমুন্নত থাকবে। আর ক্বিয়ামতকাল পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী আলিম-ওলামা ও বক্তাগণ আল্লাহ্ তা'আলার যিক্র-আযকার ও স্মরণের সাথে সাথে আপনাকেও স্মরণ করতে থাকবে।

হাদীসের আলোকে মি'রাজুন্নবী

প্রভূত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী সত্যের মাপকাঠি সাহাবীয়ে রসূল ১. হযরত ওমর ২. হযরত আলী ৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ৪. হযরত আবূ যার ৫. হযরত আনাস ইবনে মালিক ৬. হযরত খালেক ইবনে সাম'আহ ৭. হযরত আবূ হুরায়রা ৮. হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী ৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ১০. হযরত সাদ্দাদ ইবনে আউস ১১. হযরত উবাই ইবনে কাব ১২. হযরত আবদুর রহমান ইবনে ক্বরত ১৩. হযরত আবূ হাববা আনসারী ১৪. হযরত আবূ লায়লা আনসারী ১৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ১৬. হযরত জাবির আনসারী ১৭. হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান ১৮. হযরত বুরাইদা আসলামী ১৯. হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী ২০. হযরত আবূ উমামা ২১. হযরত সামূরা ইবনে জুনদুব ২২. হযরত আবুল হামরা ২৩. হযরত সুহাইব রূমী ২৪. হযরত উম্মে হানী ২৫. হযরত আ-ইশা সিদ্দীক্বাহ ২৬. হযরত আসমা বিনতে আবূ বক্র রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমসহ বিভিন্ন রেওয়ায়াতে আরো অধিক বুযুর্গ সাহাবীগণের থেকে মি'রাজ শরীফ সংক্রান্ত হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে, যা হাদীসের পরিভাষায় 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের হাদীস বা অকাট্য হাদীসের মধ্যে গণ্য করা হয়। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ১০৭৯ পৃষ্ঠাসহ অসংখ্য হাদীস ও তাফসীর গ্রন্থের কিতাব দ্রষ্টব্য)।

উল্লেখ্য বর্ণনাকারীদের মধ্যে কোন কোন হাদীস বর্ণনাকারী সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। কোন কোন রাবী বা বর্ণনাকারী সংক্ষিপ্ত আকারে মি'রাজের হাদীস বর্ণনা করেছেন। উপরিউক্ত রেওয়ায়েতসমূহ হতে মাত্র দু'টি সংক্ষিপ্ত



রেওয়ায়েত পেশ করছি:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَا اللهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ. (الجلد الاول من صحيح مسلم فى صفحة ٩٦ فى كتاب الايمان)

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ: হযরত সায়্যিদুনা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেছেন, অবশ্য প্রিয়নবী হুযূর পুরনূর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান মি'রাজ প্রসঙ্গে যখন কোরাইশরা মি'রাজের ব্যাপারে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করল, তখন আমি হাজরে আসওয়াদের পাশে গিয়ে দণ্ডায়মান হলাম, অতঃপর মহান আল্লাহপাক আপন মেহেরবানী ও অনুগ্রহে আমার সামনে বায়তুল মুক্বাদ্দাসকে প্রকাশ করে দিলেন। আর আমি চাক্ষুস দেখে দেখে উক্ত বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নিদর্শনসূহ উল্লেখ করে যেতে লাগলাম অস্বীকারকারী কোরাইশদের সামনে।

عَنْ عَبدُ اللهِ ابن مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنْ الْأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا قَالَ { إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى } قَالَ فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَأُعْطِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا أُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ. (الجلد الاوّل من صحيح مسلم فى صفحة ٩٧ فى كتاب الايمان)

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদীসটি বর্ণিত। বর্ণনাকারী এরশাদ করেন, যখন হুযূর পুরনূর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মি'রাজের রাতে সিদরাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হল। ঐটা ষষ্ঠ আসমানে অবস্থিত। যমীন হতে, যা কিছু উত্থিত হয়, তা ঐ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। আর তথা হতে তা নিয়ে যাওয়া হয়।

অনুরূপ উর্ধ্বালোক হতে যা কিছু অবতীর্ণ হয়, তাও এ পর্যন্ত এসে পৌঁছে এবং তথা হতে এটা নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু কোরআনুল করীমের এ আয়াতটি পাঠ করলেন "ইযা ইয়াগশাস সিদরাতু মা ইয়াগশা"।

যখন প্রান্তস্থিত বদরী বৃক্ষটি যা দ্বারা আবৃত হওয়ার ছিল, তা দ্বারা আবৃত হল। রাবীয়ে হাদীস বলেন, এখানে যা দ্বারা আবৃত হওয়ার কথাটির অর্থ স্বর্ণের পতঙ্গ। হযরত আবদুল্লাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অতঃপর হুযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বড় বড় তিনটি উপহার দান করা হয়েছে। যথাক্রমে ১. পাঞ্জেগানা নামায ২. সূরা বাক্বারার শেষ দু'আয়াত ৩. শিরকমুক্ত উম্মতের গুরুতর বড় বড় গুনাহ্সমূহ ক্ষমার সুসংবাদ। (মুসলিম শরীফ, ১ম খণ্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা)

হযরত সিদ্দীক্ব-ই আকবরের সত্যায়ন

পৃথিবীর যমীনে সর্বোত্তম সত্যবাদী তথা সিদ্দীক্ব-ই আকবর হিসেবে খ্যাত হযরত সায়্যিদুনা আবূ বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু মি'রাজ শরীফের ব্যাপারে সত্যতার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। তৎপরিপ্রেক্ষিতে প্রিয়নবী আলায়হিস সালাম-এর দরবার থেকে 'সিদ্দীক্ব' তথা অতি সত্যবাদী উপাধিতে ভূষিত হন।

কোরআন-হাদীস, ইজমা-ক্বিয়াসের আলোকে এ মি'রাজ সত্য হিসেবে প্রমাণিত।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যেমন সত্য নবী, তাঁর পূতঃপবিত্র নূরানী জীবন যেমন সত্যে উদ্ভাসিত, ঠিক একইভাবে স্বশরীরে মি'রাজে গমনের ঘটনাও অতীব সত্য। আল্-কোরআনে এরশাদ হচ্ছে–

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤)

অর্থাৎ হে মানবজাতি! তোমরা জেনে রেখ! এবং তিনি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোন কথা নিজ থেকে বলেন না। তা তো নয়, অর্থাৎ তিনি নিজ থেকে কোন কথাই বলতেন না। তিনি যা বলেন তার সবই মহান আল্লাহ্র ওহী, যা তাঁর প্রতি নাযিল হয়।

মহান আল্লাহ্পাক সুবহানুহূ ওয়া তা'আলা আমাদের সবাইকে প্রিয় রসূল হুযূর পুরনূর মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শান-মান বুঝে পবিত্র মি'রাজের উপর অটল ঈমান রাখার ও অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন, বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালীন।

প্রধান মুফাস্সিরঃ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসা।

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী'র
মেহেরবানীর প্রত্যাশায়-
এম, এ, তৈয়ব
প্রোপ্রাইটর
মোবা: ০১৮১৫-৫২১৪৮৭



গাউছিয়া
শাহ্ এমদাদীয়া ফার্মেসী
এখানে যত্ন সহকারে খত্না করা হয়।
লালা দীঘির পাড়, কধুরখীল, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

"আল্লাহ তুমি রহম করো নসীব করো মদীনা।
নবীর রওজা না দেখাইয়া কবরেতে নিও না।।"



মুহাম্মদ আকবর হোসেন (সেলিম)
প্রোপ্রাইটর
০১৯৫৫-১৭২৫১৭
০১৮১৪-৮৬৯২৩১

মীর জাহান টেলিকম
মোবাইল সেলস্ এন্ড সার্ভিসিং সেন্টার
বিকাশ, রকেট সেলস্ পয়েন্ট
bkash ROCKET রকেট
এ, কে, আজাদ চৌধুরী মার্কেট
উত্তর সহদেবপুর, ফেনী।

দীদারে এলাহী লাভে

- আবদুল মতিন

খানকায়ে গাউছিয়া আহমদীয়া (মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফ) - আধ্যাত্মিক অঙ্গন।

স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনই মানব জন্মের সার্থকতা। ইহার জন্য খোদা পরিচিতি জ্ঞান অর্জন একান্ত প্রয়োজন। মানব নিজ পরিচয় ও স্রষ্টা পরিচিতির সন্ধান লাভে আবহমানকাল ধরে রূহানী উৎকর্ষতা আনয়নের সাধনা করে চলেছে। ইসলাম ধর্মের পূর্ণাঙ্গ বিধি বিধান তথা কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে রেযাজত বা সাধনার মাধ্যমে রসুলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর রেজামন্দি হাসেল করতঃ মহান আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনই মাইজভাণ্ডারী তরিকার অনুসারীদের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। খোদা অনুসন্ধিৎগণের জন্য ইহা একটি উত্তম সাধন প্রক্রিয়া। এই তরিকার অনুসারীগণ খেলাফতপ্রাপ্ত পীরে তরিকতের হাতে বায়াত গ্রহণের পর দীদারে এলাহী লাভের নিমিত্তে একাকী কিংবা দলগতভাবে জিকির চর্চার মাধ্যমে নিজ ক্বালবকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধতায় আনীত করে হৃদয়ে ঐশী প্রেম জাগ্রত করার লক্ষে সাধনায় নিমগ্ন হয়। সাধন চর্চায় একাগ্রচিত্ততা আনয়নে খানকা শরীফ একটি আধ্যাত্মিক অঙ্গন। শরীয়ত ও তরিকত চর্চার একটি অন্যতম বিদ্যাপীঠ হচ্ছে আওলিয়া কেরামগণের আস্তানাপাক বা খানকা শরীফ। খানকা শরীফ সমূহকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য মসজিদ মাদ্‌রাসা ইসলামিক গবেষণাকেন্দ্র সমূহ। ইসলামের প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে আওলিয়া কেরামগণের আস্তানাপাক বা খানকা শরীফ এক অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মত আমাদের বাংলাদেশেও অনেক পীর মাশায়েখদের খানকা শরীফ রয়েছে।

*** খানকায়ে গাউছিয়া আহমদীয়া (মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফ) এর নামকরণ ঃ**

*** খানকা ঃ** খানকা এর শাব্দিক অর্থ হলো বৈঠকখানা। ফারসীতে খান-গাহ। (জীবনের অন্য নাম)। তবে সাধারনতঃ আমরা এটাকে সূফী দরবেশ পীর মুরশীদের আস্তানায়েপাক হিসেবে বুঝে থাকি। আবার এটাকে ধর্মশালাও বলা হয় অর্থাৎ যেখানে ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়ের উপর আলাপ আলোচনা বা মোনাজেরা করা হয়, এলমে তাছাউপের জ্ঞান চর্চা করা হয়, রূহানী জিন্দেগী লাভে আধ্যাত্মিক সাধনা বা রেয়াজত করা হয়। মুলতঃ পীর মুরশীদগণ যেখানে অবস্থান করে আশেক ভক্ত সাধারন জনগণের মাঝে এলমে তাছাউপের জ্ঞান, বায়াত প্রদান, আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য হাসেলে রেয়াজত বা সাধনা পদ্ধতি ইত্যাদি শিক্ষা প্রদান করেন সেটাকে খানকা নামে অভিহিত করা হয়। যেহেতু খানকা অলীয়ে কামেলদের অবস্থানের নিরিখে একটি শরাফতময় স্থান তাই সম্মান করে ইহাকে খানকা শরীফ বলা হয়।

*** গাউছিয়া ঃ** গাউছিয়ত শব্দ হতে আগত। গাউছিয়ত হলো গাউছ বা অতি উচ্চ স্তরের অলীয়ে কামেলগণের আল্লাহ হতে প্রাপ্ত ত্রাণকর্তৃত্ব সম্পন্ন আধ্যাত্মিক ক্ষমতা। গাউছিয়ত বা ত্রাণ কর্তৃত্বে সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন অলীকে গাউছুল আজম বলা হয়। তিনি বিল আছালত বা প্রকৃতিগত ও জন্মগতভাবে অলী হন এবং আল্লাহতায়ালার হুকুমে সৃষ্টির মঙ্গলময় ত্রাণকর্তারূপে আবির্ভুত হন। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) প্রকাশ হযরত ছাহেব কেবলা কাবার উপর মহান আল্লাহ প্রদত্ত আধ্যাত্মিক ক্ষমতা 'গাউছে আজমীয়ত' এবং তার পবিত্র বাসস্থান 'গাউছিয়া আহমদীয়া মঞ্জিল' নামের 'গাউছিয়া' অংশ এর গুরুত্ব অবলোকনে গাউছিয়া শব্দটি সংকলন করা হয়েছে।

*** আহমদীয়া ঃ** হযরত মুহাম্মদ মাস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দুইটি নাম ঃ একটি আহমদ ও অপরটি মুহাম্মদ ! আহমদ সৃষ্টির আদিতে গুপ্ত সুক্ষজগতে সৃষ্টি রহস্যের মুলাধার রূপে বিরাজমান ছিলেন। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিশ্ব জগতে মঙ্গলময় ত্রাণকর্তারূপে বিকাশ লাভ করেন। এই নামদ্বয়ের প্রভাবে সমস্ত নবী ও



বক্তব্য হলো আলোচ্য আয়াতের প্রথমাংশে সর্বসাধারণকে এবং শেষাংশে ইজতেহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন ইমামগণকে বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লামা আবু বকর জাস্‌সাস (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) আহকামুল কুর'আনে ব্যক্ত করেন–

ثم قال فان تنازعتم الخ فأمر أُولى الأمر بردالمتنازع فيه الى كتاب الله وسنة نبيهﷺ اذا كانت العامة ومن ليس من اهل العلم ليست هذه منزلتهم لانهم لا يعرفون كيفية الرّدالى كتاب الله والسنة.

অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ তায়ালা اولى الامر তথা মুজতাহিদগণকে বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো, কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে সমাধান দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। "সাধারণ লোক" এবং বিজ্ঞ আলেম একই শ্রেণীভুক্ত নয় এবং এমন ব্যক্তির সে যোগ্যতা নেই। কেননা এ পর্যায়ের ব্যক্তিরা বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে সমাধান দেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক অবগত নয়। "লা মাযহাবীদের" কর্ণধার নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁনও 'ফাতহুল বয়ান' গ্রন্থে এ কথা অকপটে স্বীকার করেছেন– তিনি বলেন– والظاهر انّه خطاب مستقل مستأنف موجّه للمجتهدين .

মূলত এখানে [فان تنازعتم দ্বারা] মুজতাহিদগণকে স্বতন্ত্রভাবে সম্বোধন করা হয়েছে।

অতএব সাধারণ মুসলমানরা মুজতাহিদগণের ইজতিহাদ প্রসূত মাসায়েল অনুযায়ী আমল করার মাধ্যমেই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যথাযথ আনুগত্য প্রকাশ করবে।

আশা করি, পাঠক মহল "তাক্বলীদ" বা মাযহাব অনুসরণের অপরিহার্যতা ও প্রয়োজনীয়তা সংক্ষিপ্ত প্রামাণ্য তথ্য দ্বারা বুঝতে পেরেছেন।

*** তাক্বলীদ বা মাযহাব অনুসরণ সাধারণত দু'প্রকার ঃ**

১. تقليد مطلق তথা মুক্ত তাক্বলীদ।

২. تقليد شخصى তথা ব্যক্তি তাক্বলীদ।

পরিভাষায়, تقليد مطلق বা মুক্ত তাক্বলীদ বলতে সকল বিষয়ে নির্দিষ্ট মুজতাহিদের পরিবর্তে বিভিন্ন মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত অনুসরণকে বুঝায়, تقليد شخصى বা ব্যক্তি তাক্বলীদ বলতে সকল বিষয়ে নির্দিষ্ট মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করাকে বুঝায়। সাহাবী ও তাবেয়ীগণের যুগে "মুক্ত তাকলীদ" ও "ব্যক্তি তাকলীদ" উভয়েরই প্রচলন ছিল। অবশ্য উভয় প্রকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। তবে পরবর্তীতে পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে উম্মাতের শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞ আলেম ও ফকীহগণ সর্বসম্মতভাবে মুক্ত তাকলীদের পরিবর্তে ব্যক্তি তাকলীদের পক্ষে রায় দিয়েছেন। কেননা তাঁরা "প্রবৃত্তির দাসত্ব" নামে এক ভয়ংকর ব্যাধি সর্বসাধারণদের মাঝে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। যে প্রবৃত্তির দাসত্বকে চরিতার্থ করার জন্য শরীয়তকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে তারা সামান্যতম কুণ্ঠিত হলো না, এ ধরণের সুবিধাভোগী ব্যক্তিরা যখন নিজেদের ঘৃণ্য চাহিদা পূরণে মুক্ত তাকলীদের নামে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল প্রমাণ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত ঠিক এহেন মুহূর্তে মুক্ত তাক্বলীদের পরিবর্তে ব্যক্তি তাকলীদের অপরিহার্যতার পক্ষে এক বৈপ্লবিক রায় প্রদান করে বিজ্ঞ মুজতাহিগণ তাদের এক অনন্য দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদের কবর শরীফকে রহমতের বারিধারায় সিক্ত করুন। আমীন। সুতরাং ব্যক্তি তাকলীদের

হিসেবে উল্লেখ আছে তাহা ঐ এলম যাহা আল্লাহপাকের দরবারে নৈকট্যের সহায়। উহার নাম এলমে তাছাউফ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান। এই সমস্ত এলমের সমন্বয় এলমে শরীয়ত। ইহা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজ। (তোহ্ফাতুল আখ্ইয়ার)। খানকা শরীফ হচ্ছে শরীয়ত তরিকত হাকীকত মারফতের জ্ঞান আহরণে গুরুত্বপূর্ণ একটি আধ্যাত্মিক অঙ্গন।

বিশিষ্ট মাইজভাণ্ডারী সাধক জনাব আবু তাহের নিজ রচিত সাধন সংগীতে বর্ণনা করেন–

মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফ তরীকত স্কুল-
খুলিয়াছে দয়াল মুরশীদ শাহে এমদাদুল॥
পথ হারা পথিক যারা-অন্ধকারে ঘুরছে তারা-
অন্ধকারে আলো জ্বেলে ভাঙ্গতে তাদের ভুল॥
আলোর সন্ধান পেতে হলে-ভর্তি হও ভাই এই স্কুলে-
এই স্কুলের গুরু যিনি সব তরীকার মূল॥
এই স্কুলের এমনি ধারা-সিনায় সিনায় লেখা পড়া-
বই লাগেনা হাকিকী প্রেমে হতে হয় মশগুল॥
মন দিয় পড়লে স্কুলে-জ্ঞান চোখ তোর যাবে খুলে-
দেখবে তখন পথ চিনিতে হবে না আর ভুল॥
দয়াল তোমার পাঠশালাতে-মন সপিলাম তোমার হাতে-
পাগল তাহের চায় যে তোমার শ্রী চরণের ধুল॥

*** খানকা শরীফ সমূহের কার্যক্রম ঃ**

*** মিলাদ ও যিকির মাহফিল ঃ** ইসলামী ছুফী সভ্যতাই প্রকৃত কল্যাণকামী মানব সভ্যতা। আধ্যাত্মিক সাধনার তালীম ও তারবিয়ত প্রদানের মাধ্যমে সূফী সভ্যতার অগ্রযাত্রায় মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফের কার্যক্রম অনন্য ভূমিকা পালন করে। রাসুলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রেজামনন্দি হাসেলে মিলাদ শরীফ এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের সাধনায় জিকির অতি উত্তম পন্থা যা খানকা শরীফে নিয়মিত অনুশীলীত হয়। খানকা শরীফে সাপ্তাহিক নির্দিষ্ট দিনে বাদ মাগরিব নিয়মিতভাবে মিলাদ, তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া পাঠ ও জিকির মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, নাতে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাঠ, হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর শানে শে'এর পরিবেশনের মাধ্যমে মাহফিলের কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। মুরশীদে বরহক সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) এর পক্ষ হতে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে এবং প্রখ্যাত সুফীয়ে কেরামদের বাণী সম্বলিত লিখিত অনুমোদিত বক্তব্য পাঠ করা হয়। বক্তব্য পাঠান্তে মিলাদ, তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া পাঠ ও জিকির শেষে মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে আখেরী মুনাজাত পেশ করা হয়। বিশেষতঃ নিয়মিত মিলাদ ও জিকির মাহফিল আয়োজনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকায় কোরআন হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞানসহ হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এর তরীকা, উসুল, সজরা, শরাফত, কেরামত, আদর্শ প্রচারের ফলে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ সম্পর্কে জনগনের মাঝে সম্যক ধারণা লাভ এবং ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

চট্টগ্রাম খানকা শরীফে প্রত্যেক বুধবার মাহফিল শেষে এবং ঢাকা সিলেট ও খুলনা খানকা শরীফে অবস্থানকালীন সময়ে মুরশীদে বরহক সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) ছাহেব আগ্রহী লোকজনদেরকে বায়াত এর ছবক প্রদান করেন। বায়াত প্রদানকালীন সময়ে ইহার প্রয়োজনীয়তা, বায়াত গ্রহনের উত্তম আংগিক সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন। কলবের উন্নতিকল্পে জিকির করার নিয়মাবলী বিশেষ করে লতিফা সমূহ এর অবস্থান এং ধ্যান সম্পর্কিত বিষয়ে বিশদভাবে বুঝিয়ে দেন যাতে বায়াত গ্রহণকারীগণ সঠিকভাবে তা করতে পারে।

*** প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ঃ** মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকায় তজকীয়ায়ে নফ্স হাসেলের জন্য সপ্ত প্রকারের জিকির (আম্মারা, লওয়ামা, মোলহেমা, মোতমইন্যা, মর্জিয়া, রাজীয়া ও কামেলা) এর নিয়মাবলী এবং মোখালফাতে নফ্ছ বা নফ্ছে ইনছানীর কুপ্রবৃত্তি বন্ধ করে রূহে ইনছানীর সুপ্রবৃত্তি জাগ্রত করার জন্য হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এর প্রবর্তিত উছুলে ছাবয়া সপ্ত পদ্ধতি আমলের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

*** বিশেষ কর্মসূচী ঃ** চট্টগ্রাম খানকা শরীফে প্রত্যেক বৎসর নিয়মিত ভাবে আখেরী চাহাসোম্বার দিন দেশের প্রখ্যাত আলেম ওলামা, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদগণের অংশগ্রহনে পবিত্র খতমে কোরআন ও খতমে বোখারী শরীফ অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা সিলেট ও খুলনা খানকা শরীফে প্রত্যেক বৎসর রবিউল আওয়াল মাসে মুরশীদে বরহক সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) ছাহেব এর উপস্থিতিতে পবিত্র জশনে ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে দেশের প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরাম বুজুর্গানেদ্বীন রাসুলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জীবন আদর্শ নিয়ে মরতবাপূর্ণ তকরীর পেশ করেন।

*** খানকায়ে গাউছিয়া আহমদিয়া (মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফ) সমূহের অবস্থান ঃ**

চট্টগ্রাম ঃ জাকির হোসেন রোড, ৬/জি জাকির হোসেন সোসাইটি, (হলি ক্রিসেন্ট হাসপাতাল ও পোষ্ট অফিসের মধ্যবর্তী) রোড নং ৪, দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম ৪০০।

ঢাকা ঃ ১০১, আরামবাগ, (আরামবাগ গার্লস স্কুল সংলগ্ন পুরাতন পোষ্ট অফিস গলি) ঢাকা।

সিলেট ঃ গ্রাম ঃ আলুতল, পোষ্ট ঃ ইসলামপুর, উপজেলা ঃ সদর, সিলেট।

খুলনা ঃ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও জিরো পয়েন্ট এর উত্তর পার্শ্বে মেইন রোড সংলগ্ন, খুলনা।

খোদায়ী ফজিলতের মাধ্যমেই মানবের শ্রেষ্টত্ব প্রতিষ্ঠিত। খোদায়ী ফজিলত লাভে খোদা পরিচিতি অনুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন। খোদায়ী অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির জন্য ফজিলতে রাব্বানী প্রাপ্ত যুগশ্রেষ্ট অলীয়ে কামেল হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এর প্রবর্তিত মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকা একটি উচ্চমার্গের সাধন পন্থা। খোদায়ী পরিচিতি জ্ঞান লাভ, ইসলামী ছুফী সভ্যতার অগ্রযাত্রায় ইহা এক অনুপম পাথেয়। আল্লাহপাক আমাদেরকে এই মহিমাময় অগ্রযাত্রার কাফেলায় শামিল হওয়া এবং সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) ছাহেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খানকায়ে গাউছিয়া আহমদীয়া (মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফ) এর সার্বিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হয়ে নফ্সে ইনছানীকে রুহে ইনছানীতে পরিনিত করে রেজায়ে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রেজামন্দি হাসেল পূর্বক দীদারে এলাহী লাভের তৌফিক এনায়েত করুক। আমিন।। আমিন।। (চলমান)

মাযহাব অনুসরণ : একটি পর্যালোচনা

মুফতি মুহাম্মদ ওবাইদুল হক নঈমী

এরশাদ হচ্ছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٩٥)

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ:

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করো, নির্দেশ মান্য করো রাসূলের আর তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তাদেরও (নির্দেশ মেনে চলো)। অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় তবে সেটাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সমীপে উপস্থাপন করো তথা কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে এর সমাধান খুঁজে বের করো (সঠিক সিদ্ধান্ত লাভের আশায়) যদি আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হও। এটা উত্তম এবং এর পরিণাম সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। (সূরা নিসা: আয়াত: ৫৯)

আলোকপাত

সুন্নী মুসলিম হিসেবে আমাদের অন্তরে এই বিশ্বাস ও আক্বীদাহ রাখতে হবে যে, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে নিবেদিত হয়ে মহান আল্লাহ তায়ালার একক ও নিরংকুশ আনুগত্যই হলো তাওহীদের মর্মকথা এবং সাথে সাথে রসূলে করীম রাউফুর রহীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এর আনুগত্যও এ জন্য অত্যাবশ্যক যে, তাঁর প্রতিটি কথন, জীবনের প্রতিটি আচরণ উম্মতের নিকট শরীয়তে ইলাহীয়ার প্রতিবিম্ব হিসেবেই বিবেচিত। এমনকি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কোন নির্দেশ বাহ্যত কুরআন মজীদের বিপরীত প্রতীয়মান হলেও সেক্ষেত্রে ব্যাখ্যা সাপেক্ষে তাঁর নির্দেশিত বিষয় তথা হাদীস শরীফই শরীয়তের দলীল হিসেবে গণ্য হবে। হযরত মা ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর জীবদ্দশায় হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে ২য় বিবাহের অনুমতি না দেয়া এবং হযরত খুযাইমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর সাক্ষ্য দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের সমতুল্য ঘোষণা দেয়া ইত্যাদি এরই অন্তর্ভূক্ত। অতএব মুমিন দাবীদার কোন ব্যক্তি কোন গ্রহণযোগ্য ও শরয়ী কারণ ব্যতিরেকে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত অমান্য করা মূলত নিজের ঈমানকে অস্বীকার করার নামান্তর। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন–

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٦٥)

অর্থ: "সুতরাং হে মাহবুব! আপনার প্রতিপালকের শপথ, তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক বিবাদের ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক মানবে অতঃপর আপনার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অন্তরে সংশয় রাখবে না এবং সমর্পিত চিত্তে গ্রহণ করবে না।"

এ আয়াতে ঈমানের পূর্ণতা নয় বরং ঈমানকেই অস্বীকার করা হয়েছে। অতএব এ বিষয়ে ভিন্ন মতের কোনও অবকাশ নেই যে, মানুষের ইহ ও পরকালীন মুক্তি ও সাফল্যের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)'র যথাযথ আনুগত্যের কোন বিকল্প আছে। নিঃসন্দেহে কোন বিকল্প পথ নেই।



আলোচ্য আয়াতে اولى الامر এর আনুগত্যের কথাও বলা হয়েছে। যার অর্থ 'আদেশ দাতাগণ', ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ইত্যাদি। সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরকারকের মতে اولى الامر দ্বারা 'কোরআন-সুন্নাহ'র জ্ঞানের অধিকারী ফকীহ ও মুজতাহিদগণকেই বুঝানো হয়েছে। উক্ত মতের পক্ষে যাদের অবস্থান তাদের মধ্যে হযরত জাবের বিন আবদিল্লাহ, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস, হযরত মুজাহিদ, হযরত আতা বিন আবি রিবাহ, হযরত হাসান বসরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। কারো কারো মতে উক্ত اولى الامر দ্বারা মুসলিম শাসকবর্গ উদ্দেশ্য।

ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর মতে اولى الامر শব্দটির ব্যাপকার্থ ধরা হলে তাফসীরদ্বয়ের মাঝে আর কোন বিরোধ থাকে না। তখন অর্থ দাঁড়াবে প্রশাসনের ক্ষেত্রে তোমরা প্রশাসকবর্গের এবং আহকাম ও মাসায়েলের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আলেমগণের কথা মেনে চলো। যদি আমরা তাঁর উক্ত মতের সাথে আরেকটি কথা সংযোজন করি তাহলে اولى الامر এর ব্যাপকার্থকে সীমাবদ্ধতার পরিসরে নিয়ে আসা যায়, আর তা হলো اولى الامر দ্বারা যদি মুসলিম শাসক উদ্দিষ্ট হয় তাহলে কোন সমস্যা নেই। কারণ প্রশাসন, আহকাম ও মাসায়েলের ক্ষেত্রে শাসকবর্গ সুবিজ্ঞ আলেমগণের সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য। সুতরাং শাসকবর্গের আনুগত্য আলেমগণের আনুগত্যের নামান্তর মাত্র।

মোদ্দাকথা হলো, আলোচ্য আয়াতের আলোকে আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্য যেমন ফরজ ঠিক তেমনিভাবে সুশাসক বা কোরআন-সুন্নাহ্‌র যথোপযোগী ব্যাখ্যাদাতা বিজ্ঞ আলেম ও মুজতাহিদগণের আনুগত্যও অপরিহার্য, আর পরিভাষায় এরই নাম হলো তাক্বলীদ বা মাযহাব অনুসরণ। তাক্বলীদ বা কোন ইমামের মাযহাব অনুসরণের অপরিহার্যতার স্বপক্ষে উক্ত আলোচ্য আয়াত ছাড়াও পবিত্র কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ রয়েছে।

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন–

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ .

ধর্মজ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে প্রত্যেক দল থেকে কেন একটি উপদল বের হয় না, যেন ফিরে এসে স্বজাতিকে সতর্ক করতে পারে এবং যেন স্বজাতিরা সতর্কবাণী শ্রবণ করে সতর্ক হতে পারে। (সূরা তাওবা, আয়াত: ১২৩)

উক্ত আয়াতের সারমর্ম হলো উম্মতের মাঝে এমন একটি দল থাকা অপরিহার্য যারা দিবা-রাত্রি কোরআন-সুন্নাহর জ্ঞানার্জনে নিয়োজিত থাকবে এবং ইজতিহাদ বঞ্চিত মুসলমানদের মাঝে ইজতিহাদ প্রসূত জ্ঞান বিতরণ করবে সাথে সাথে সর্বসাধারণের করণীয় হলো তাঁদের প্রদর্শিত মত, পথ অনুসরণ করা এবং যাবতীয় অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাকা। উক্ত আয়াতের হুকুম ও তাক্বলীদের মাঝে বৈপরীত্য কোথায়? মহান আল্লাহ্ তায়ালা অন্যত্র ইরশাদ করেন–

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

অর্থাৎ তোমরা না জানলে বিজ্ঞজনদের কাছে জিজ্ঞেস করো। (সূরা নাহাল, আয়াত: ৪৩)

উল্লেখিত আয়াত নিঃসন্দেহে তাকলিদ বা মাযহাব অনুসরণের অপরিহার্যতা প্রমাণ করছে। আয়াতে বলা হচ্ছে জ্ঞানের দৈন্যের কারণে অনভিজ্ঞ লোকদের উচিত অভিজ্ঞ ও জ্ঞানসমুদ্রে বিচরণকারী ব্যক্তিদের দ্বারস্ত হয়ে তাদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমল করা।

এভাবে পবিত্র কুরআনে তাক্বলীদ বা মাযহাব অনুসরণের স্বপক্ষে এমন অসংখ্য প্রামান্য তথ্য রয়েছে। অনুরূপ পবিত্র

হাদিস শরীফে তাক্বলীদ বা মাযহাব অনুসরণের স্বপক্ষে প্রামান্য তথ্য বিদ্যমান। যেমন- হযরত হুযায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَرض

অর্থাৎ আমার পরে তোমরা আবু বকর ও ওমর এ দুইজনকে অনুসরণ করে যাবে। (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ, আহমদ)

উল্লেখিত হাদীসে اقتداء শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

ধর্মীয় আনুগত্যের অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন– ائْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ.

অর্থ: তোমরা (আমার কর্মপদ্ধতি প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে) আমাকে অনুসরণ করে যাও আর তোমাদের পরবর্তীরা তোমাদেরকে অনুসরণ করে যাবে। (বুখারী, মুসলিম)

এভাবে সাহাবায়ে কেরামসহ সিংহভাগ পূর্ববর্তী ইসলামী মনীষীদের অসংখ্য উক্তি তাকলীদ তথা মাযহাব মানার পক্ষে প্রমাণ বহন করে।

উল্লেখ্য একজন মুকাল্লিদ (তাক্বলীদকারী) তার অনুসরণের পাত্র কোন মুজতাহিদকে আইন প্রণেতা বা শরীয়তের স্বতন্ত্র উৎস মনে করে না (যেমন আহলে হাদীস বা লা-মাযহাবীদের একটি অংশ মুকাল্লিদ সম্পর্কে তেমনটি মনে করে থাকে) বরং এই বিশ্বাসে তারা মুজতাহিদগণের অনুসরণ করে থাকে যে, কুরআন ও সুন্নাহ্ হলো ইসলামী শরিয়তের প্রধান দু'টি শাশ্বত উৎস এবং এ উৎসদ্বয়ের সুবিশাল ও বিস্তৃত জগতে সে (তাক্বলীদকারী) একজন অসহায় ও আনাড়ি পথিক মাত্রা। আর অন্যদিকে মুজতাহিদ হলেন সেই সমুদ্রের একজন নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। সেক্ষেত্রে তাঁর প্রদত্ত ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তই হলো বাস্তবসম্মত ও নিরাপদ এবং বাস্তব সত্যের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি মাত্র। সুতরাং মুজতাহিদগণ আইন প্রণেতা নন বরং আইনের ব্যাখ্যাদাতা। আহলে হাদীস বা লামাযহাবীদের ন্যায় যে বা যারা ইমাম আযম আবু হানীফা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইমাম মালেক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইমাম শাফেয়ী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) প্রমুখ ইমামগণকে নিজেদের সাথে তুলনা করার ঘৃণ্য অপচেষ্টায় লিপ্ত, মূলত এহেন চিন্তাধারা তাদের স্থূলবুদ্ধি, হীন মানসিকতা এবং নগ্ন নির্লজ্জতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং এ ধরনের ব্যক্তি বা সম্প্রদায় সম্পর্কে আমাদের সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে।

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশ দ্বারাও অনেকে একটি অগ্রহণযোগ্য ও দুর্বল অভিমত ব্যক্ত করে থাকে। আয়াতংশটি হলো–

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

অর্থাৎ আয়াতের প্রথমাংশে বর্ণিত 'ঈমানদার' দ্বারা যে সকল সাধারণ ঈমানদার উদ্দেশ্য فان تنازعتم দ্বারা ঠিক একই শ্রেণীর ঈমানদার উদ্দিষ্ট। অর্থাৎ তারা আয়াতটির এই অর্থ নেয়, 'হে ঈমানদারগণ যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় তবে সেটাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সমীপে উপস্থাপন করো তথা কুরআন ও হাদীস থেকে এর সমাধান খুঁজে বের করো যদি আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হও। এ সম্পর্কে বিজ্ঞজনদের

অপরিহার্যতার ধারাবাহিকতায় আজ পৃথিবী জুড়ে সমাদৃত হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী এই চারটি বরহক্ব মাযহাব বিদ্যমান আছে।

মাযহাবগুলোর রূপকার হলেন যথাক্রমে ইমাম আযম আবু হানীফা নু'মান বিন ছাবিত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইমাম দারুল হিজরাহ্ হযরত মালেক বিন আনাস (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্‌রিছ আশ্‌শাফেয়ী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি)। আমাদের আক্বীদাহ হলো ইমাম চতুষ্টয়সহ সকল ছালেহ ইমাম ও মুজতাহিদ হক্বপন্থীদের অন্তর্ভূক্ত। তবে ইমামুল হারামাইন, আল্লামা শামী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সহ বিজ্ঞজনদের অভিমত হলো বর্তমানে ছাহাবা, তাবেয়ীগণসহ এমন কোন ইমাম বা মুজতাহিদের তাকলীদ বৈধ নয় যাদের মাযহাব ও ফতোয়া পূর্ণাঙ্গ ও সুবিন্যস্তাকারে আমাদের কাছে নেই। বিশ্লেষণের নিরিখে আমরা বলতে পারি একমাত্র চার ইমামের মাযহাব ও ফতোয়া সুবিন্যস্ত গ্রন্থাবদ্ধ। সুতরাং অনিবার্য কারণবশতঃ উক্ত চার ইমাম ছাড়া অন্য কারো তাক্বলীদ সম্ভব নয়। হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী থেকে যেকোন একটি মাযহাবের অনুসরণ করা ওয়াজিব। মাযহাব না মানা পথভ্রষ্টতা।

মহান আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে তাকলীদের অপরিহার্যতা ও প্রয়োজনীয়তা বুঝার তাওফীক দান করুন। লামাযহাবীসহ সকল বাতিলপন্থীর মন্দ আক্বীদাহ্ থেকে আমাদের ক্বলবকে পবিত্র রাখুন। কুরআন-সুন্নাহ্‌র নির্দেশিত সঠিক পথ ও মতে চলার মাধ্যমে দু'জাহানের সাফল্য দান করুন। আমীন, বিহুরমতি সায়্যিদিল মুরসালিন।

শায়কুল হাদিস, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোল শহর, চট্টগ্রাম।

"তছকিন করো দিল কো মেরে গাউছে দো আলম।
শায়দা কো তেরে পায়ে মোবারক পর লুটা দো।।"

মেসার্স গাউছিয়া এন্টারপ্রাইজ
M/S. GAWSIA ENTERPRISE

সরকার অনুমোদিত বিসিআইসি ডিলার

রশীদ অয়েল মিলস্ (হোয়াইট গোল্ড) ডিলার

প্রোপ্রাইটর ঃ মুহাম্মদ আমিনুর রহমান চৌধুরী (হারুন)

যাবতীয় সার, কীটনাশক, বীজ পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা।

কমর আলী বাজার, ১৪ নং হাইতকান্দি ইউপি, মীরসরাই, চট্টগ্রাম। মোবাইল : ০১৭১৩-৬০৫০৫৯, ০১৮১৯-৮৩০৫৯০

কুরআন সুন্নাহ্‌র আলোকে বাইয়াতের প্রয়োজনীয়তা

- হাফেজ মওলানা মুহাম্মদ আবু মুছা

حامدًا ومصليًا ومسلمًا- امّا بعد

بَيْعٌ (বাইয়ুন) আরবি শব্দ, এটা এক বচন, বহুবচনে بُيُوْعٌ (বুয়ূউন) এর অর্থ ক্রয় বা ক্রয়-বিক্রয়। আর بَيْعَةٌ (বাইয়াতুন) এর বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ হল "বাইয়াত"। এর অর্থ হল আনুগত্যের চুক্তি, আনুগত্যের শপথ, আনুষ্ঠানিক আনুগত্য। (আল-মু'জামুল ওয়াফী, অভিধান)

পরিভাষায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের পথে রেয়াজত বা সাধনা করার উদ্দেশ্যে খালেছ নিয়তে তরীকতের কোন কামেল মুর্শিদের নিকট নিজেকে বিক্রি করা বা বিলিয়ে দেয়া এবং মুর্শিদের আনুগত্যে থেকে তাঁর নির্দেশানুসারে কুরবতে ইলাহির জন্যে যাবতীয় কাজ করার অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়াকে বাইয়াত বলা হয়।

চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমাম আহমদ রেজা খাঁন (র.) তাঁর লিখিত কিতাব "আস্ সানিয়্যাতুল আনিকা ফী ফতওয়ায়ে আফ্রীকা" নামক কিতাবে বাইয়াতকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- (১) بیعت برکت (বাইয়াতে বরকত) (২) بیعت ارادة (বাইয়াতে ইরাদাত)।

(১) বাইয়াতে বরকত ঃ বাইয়াতে বরকত হল শুধুমাত্র তাবাররুক বা বরকত হাছিলের উদ্দেশ্যে বাইয়াত গ্রহণ করা। এটাও ভাল, সাধারণ ভাবে চরিত্র সংশোধনের একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়।

(২) বাইয়াতে ইরাদাত ঃ বাইয়াতে ইরাদাত হল নিজ ইচ্ছা ও স্বাধীনতা হতে সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে সত্যিকার আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত কামেল মুর্শিদের হাতে নিজকে সম্পূর্ণরূপে সপে দেয়া। একমাত্র তাকে হাকিম, মালিক (সত্বাধিকারী) ও পরিচালক হিসাবে জানবে। তাঁর প্রদর্শিত পথ দিয়েই তরীকতের পথে চলবে, তাঁর অনুমতি ছাড়া এ পথে কোন পা বাড়াবেনা। তাঁর কোন কাজ নিজের কাছে সঠিক মনে না হলে, তা হযরত খিজির (আ.) এঁর কর্মের মত মনে করবে, তাঁর কোন কথাতে অন্তরেও প্রশ্ন উথাপন করতে পারবে না। নিজের সকল বিপদ আপদ তাঁর কাছেই পেশ করবে। বস্তুতঃ তাঁর কাছে জীবিত হয়েও মৃতের মত থাকবে। এটাই হল সালিক বা প্রকৃত তরীকত পন্থীদের বাইয়াত। আর এটাই হুজুর আকরম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবায়ে কেরামদের থেকে গ্রহণ করেছিলেন। যেমন- ছৈয়্যদুনা হযরত উবাদাহ ইবনি সামিত আনছারী (র.) এরশাদ করেন-

بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم على اسمع والطاعة فى العسر واليسر والمشط والمكره وان لاتنازع الامر اهله .

অর্থ: "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এটার উপর বাইয়াত গ্রহণ করেছি যে, সকল সহজ ও কঠিন, সকল খুশি ও দুঃখে তাঁর নির্দেশ মান্য করব এবং আনুগত্য করব, আর নির্দেশ দাতার যে কোন নির্দেশে বিবাদ করব না।" (আল হাদীস)

বাইয়াত এটা সুন্নাতে মোস্তফা। বাইয়াতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছার একটা সহজ ও সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে এবার দলীল উপস্থাপনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ্।

কুরআন মাজিদের দলীল ঃ

১নং- দলীল ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ .



উচ্চারণ: ইয়া আয়্যুহাল্লাজীনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়াবতাগূ ইলাইহিল ওয়াছীলাহ্ ।

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর (পরহেজগারী অবলম্বন কর) এবং তাঁর দিকে পৌছার জন্যে ওছিলা (মাধ্যম) তালাশ কর ।" (পারা-৬, সূরা-মায়িদাহ, আয়াত: ৩৫)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে রূহুল বয়ান ১ম খণ্ডে আছে–

الوصول لايحصل الا بالوسيلة وهى علماء الحقيقة ومشائخ الطريقة يعنى المراد بالوسيلة الشيخ الكامل .

উচ্চারণ: আল উসূলু লা-ইয়াহ্ছিলু ইল্লা-বিল ওয়াছীলাতি, ওয়াহিয়া ওলামা-ইল হাক্বীক্বাতি, ওয়া মাশা-য়িখিত্তারীকাতি, ইয়ানি, আল মুরাদু বিল ওয়াছীলাতি আশ্শায়খুল কামেল ।

অর্থ: "উছিলা ব্যতীত নৈকট্য লাভ করা যায় না, সেই উছিলা হল হাক্বীক্বতের আলেম ও তরীকতের পীরগণ । অর্থাৎ উছিলার মুরাদ বা উদ্দেশ্য হল কামেল মুরশিদ ।"

২নং- দলীল ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيَن .

উচ্চারণ: ইয়া আয়্যুহাল্লাজীনা আ-মানুত্তাকুল্লাহা ওয়াকূনু মায়াছ ছুয়া-দিক্বীন ।

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর (পরহেজগারী অবলম্বন কর) এবং সত্যবাদীদের (অলি আল্লাহদের) সংশ্রবে থাক ।" (পারা-১১, সূরা- তওবা, আয়াত-১১৯)

৩নং- দলীল ঃ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

উচ্চারণ: ফাছ্য়ালূ আহ্লাজ্জিক্‌রি ইন্ কুন্তুম লা-তা'লামূন ।

অর্থ: তোমরা যদি না জান (আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের পথ) তবে আহলে জিকির (অলি আল্লাহদের) থেকে জেনে নাও । (পারা-১৭, সূরা-আম্বিয়া, আয়াত-৭)

আহলে জিকির সম্বন্ধে হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) বলেন, হযরত আলী (র.) বলেছেন-

قال على ابن ابى طالب نحن اهل الذكر .

উচ্চারণ: ক্বালা আলী ইব্‌নি আবী তালিব নাহ্নু আহলুজ্জিক্‌রি ।

অর্থ: "হযরত আলী ইবনি আবী তালিব (র.) বলেছেন, আমরা (আহলে বাইত) হলাম আহলে জিকির ।"

৪নং- দলীল ঃ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ .

উচ্চারণ: ইন্নাল্লাজীনা ইউবা-ইয়ূনাকা ইন্নামা ইউবা-ইয়ূনাল্লাহা ইয়াদুল্লা-হি ফাওকা অইদীহিম ।

অর্থ: "ওই সবলোক! যারা আপনার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করে, তারা নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকটই বাইয়াত গ্রহণ করে থাকে । তাদের হাতের উপর আল্লাহ্ পাকের হাতই ।" (পারা-২৬, সূরা-ফাতাহ, আয়াত-১০)

উক্ত আয়াতের তফসীরে হযরত মহীউদ্দিন ইবনি আরবী (র.) বলেন,

(ان الذين يبايعونك)مذالمبايعة هى نتيجة العهد السابقة الماخوذ ميثاقه على العباد فى بدءالفطرة وانما كانت مباعيته مبايعة لان النبى (ص) قد يفنى عن وجوده ويحقق الله فى ذاته وصفاته وافعاله فكل ما صدر عنه ونصب اليه فقد صدر عن الله ونسب اليه فمبايعته مبايعة الله تعالى وانما قلنا انها نتيجة ميثاقه الفطرة اذ لو لم تكن جنسية ومناسبة اصلية بينهم وبينه لما وجدت هذه البيعة لانتفاء الا الجنسية والمحبة المقتظية لها بانتفاء جنسية فهى دليل سلامة فطرتهم وبقاءها على صفاءها الاصلى (يدالله) الظاهرة فى مظهر رسوله الذى هو اسمه الاعظم (فوق ايديهم) اى قدرته البارزة فى يد الرسول فوق قدرتهم البارزة فى صور ايديهم فيضرهم عند النكث وينفعهم عند الوفاء- (تفسير ابن عربى الجزء الثانى صفحة ١٢٧)

অর্থ: "(যে ব্যক্তি আপনার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করে) অর্থাৎ এই ব্যক্তি আদি যুগের সৃষ্টির প্রারম্ভে বান্দাদের হতে যে ওয়াদা গ্রহণ করা হয়েছিল, তারই প্রতিফলন। মুহাম্মদ (সা.) এঁর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করা, স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করা। যেহেতু নবী করীম (সা.) নিজ অস্তিত্ব বিনাশ ক্রমে তাঁর জাতে সিফাতে এবং কর্মে আল্লাহ্রই বিকাশ। তাঁর নিকট হতে যা সংঘটিত হয় এবং তাঁর প্রতি যা সম্বোধন যোগ্য সবই আল্লাহ্রই সংঘটিত এবং আল্লাহ্র প্রতিই সম্বোধন যোগ্য। সুতরাং তার নিকট বাইয়াত গ্রহণ আল্লাহ্র নিকটই বাইয়াত গ্রহণ। আদি সৃষ্টির প্রতিফলন বলার কারণ এই যে, যারা বাইয়াত গ্রহণ করতেছে তাদের সাথে যদি প্রকৃতিগত সম্বন্ধ মিল না থাকে তবে উভয়ের মধ্যে মুহাব্বত না থাকার দরূণ এই বাইয়াত সংঘটিত হতে পারে না। এটা প্রমানীত যে, যারা বাইয়াত হচ্ছে আদী সৃষ্টির প্রতিজ্ঞা সাপেক্ষে তারা সঠিক রয়েছে।

(আল্লাহ্র হাত) অর্থাৎ মুহাম্মদের অবয়বে তাঁর বিকাশ হেতু উহা তাঁর ইছমে আ'জম। সুতরাং বাহ্যতঃ উহাদের হাতের উপর মুহাম্মদের হাত দৃশ্যমান হলেও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তায়ালার কুদরতে কামেলার সাদৃশ্যমান হাত তাদের হাতের উপর বিদ্যমান। অতএব মানবের উন্নতি অবনতি বাইয়াত গ্রহণ এবং আদী বাইয়াত ভঙ্গের উপর নিহিত। (তাফসীরে ইবনে আরবী, ২য় খণ্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা)

উপরোক্ত কুরআন মাজীদ ও তাফসীর এর বর্ণনা যেমন- "তোমরা আল্লাহ্র অলির সংশ্রবে থাক", "আল্লাহ্র নিকট পৌছার জন্যে ওছিলা তালাশ কর", তফসীরের মধ্যে ওছিলার অর্থ কামেল মুর্শিদ বলা, "তোমরা যা জান না, আহলে জিকির আল্লাহ্ ওয়ালাদের থেকে জেনে নাও", ইত্যাদি বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল যে, কামেল মুর্শিদের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করা কুরআন মাজিদ দ্বারা প্রমাণিত।

এখন কারো মনে যদি এই প্রশ্ন জাগে যে, উপরোক্ত আয়াতের মধ্যেতো স্ত্রী লোকদের বাইয়াতের কথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি, সুতরাং স্ত্রী লোকদের বাইয়াত নেয়া কেমনে জায়েজ হবে? তাই এ সব প্রশ্ন যেন অন্তরে উদিত না হয় সে লক্ষ্যে নিম্নে বিষয়টি উপস্থাপন করলাম।

মহিলা বাইয়াতের দলীল ঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

অর্থ: "হে নবী! ঈমানদার মেয়ে লোকেরা যদি বাইয়াত হওয়ার উদ্দেশ্যে আপনার নিকট আসে তারা শিরক করবেনা,



চুরি করবেনা, জেনা করবে না, নিজ আওলাদকে হত্যা করবেনা, তাদের সামনে তৈরি কৃত কোন মিথ্যা অপবাদ প্রচার করবেনা এবং সৎ কাজে আপনার অবাধ্য হবেনা স্বীকারে তাদের বাইয়াত করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা মার্জনাকারী দয়ালু।" (পারা-২৮, সূরা-মুমতাহিনা, আয়াত-১২)

সুতরাং বুঝতে কষ্ট হবেনা যে, বাইয়াত প্রথা স্বয়ং রাসূল (সা.) হতে প্রচলিত এবং শুধুমাত্র পুরুষ নয়, স্ত্রীলোকগণও ঈমান আনার পর বাইয়াত গ্রহণে আদিষ্ট। যেহেতু উপরোক্ত আয়াতগুলোতে বাইয়াত গ্রহণের বিশেষ নির্দেশ রয়েছে এবং কামেল মানব অনুসন্ধানের হুকুম বিদ্যমান।

হাদীস শরীফের দলীল ঃ

১নং- দলীল ঃ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَة .

উচ্চারণ: তলবুল ইল্‌মি ফারীজাতুন আলা কুল্লি মুছ্‌লিমিন ওয়া মুছ্‌লিমাতিন।

অর্থ: "প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর এলম (এলমে জাহের ও বাতেন) অর্জন করা ফরজ।" (ইবনে মাজা, পৃষ্ঠা-২৬০, হাদীস নং-২২০)

উক্ত হাদীস শরীফ দ্বারা এলম অর্জন করা ফরজ প্রমাণিত। আর এলম যেহেতু ২ প্রকার। ১ম প্রকার- 'এলমে জাহের' (শরীয়ত) ২য় প্রকার 'এলমে বাতেন' (মা'রিফাত)। যেমন হযরত মওলা ইমাম হাছান (র.) থেকে বর্ণিত হাদীস: তিনি বলেন–

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْعِلْمُ عِلْمَانِ : فَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَلِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ ، وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَلِكَ حُجَّةُ اللهِ عَلَى ابْنِ آدَمَ.

উচ্চারণ: আনিল হাছানি ক্বা-লা আল ইল্‌মু ইল্‌মা-নি, ফা ইল্‌মুন ফিল ক্বলবি, ফাযাকা আল ইল্‌মুন না-ফিউন্। ওয়া ইল্‌মুন আলাল্লিছা-নি, ফাযাকা হুজ্জাতুল্লা-হি আজ্জা ওয়া জাল্লা আলা ইবনি আদম।

অর্থ: হযরত হাছান (রা.) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, এলম দু'প্রকার: ১ম প্রকার- ক্বলবের এলম (এলমে তাছাওফ), উহা হচ্ছে উপকারী এলম। ২য় প্রকার হল জিহ্বা বা মৌখিক এলম (এলমে জাহের) উহা মানুষের উপর আল্লাহ্ তায়ালার দলীল স্বরূপ। (মেশকাত শরীফ)

উপরের হাদীস শরীফে উল্লেখিত العلم (এলম) এর ব্যাখ্যায় "মেরকাত" কিতাবে আছে-

(قوله العلم) المعرفة والشريعة .

অর্থাৎ- এলম ২ প্রকার হল, এলমে মা'রিফাত ও এলমে শরীয়ত। ১নং হাদীস শরীফ দ্বারা এলম অর্জন ফরজ প্রমাণিত এবং হযরত ইমাম হাছান (রা.) এঁর বর্ণনা দ্বারা এলম ২ প্রকার প্রমাণিত। সুতরাং হাদীস শরীফ দ্বারা ২ প্রকার এলম, যথাক্রমে এলমে শরীয়ত ও এলমে মা'রিফাত উভয়ই অর্জনের নির্দেশ রয়েছে। শরীয়তের এলম অর্জনের জন্যে শরীয়তের উস্তাদের নিকট, আর মা'রিফাতের এলম অর্জনের জন্যে মা'রিফাতের উস্তাদ তথা কামেল মুর্শিদের নিকট যাওয়া (বাইয়াত হওয়া) অপরিহার্য প্রমাণিত।

২নং- দলীল ঃ أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا .



উচ্চারণ: আনা দ্বারুল হিকমাতি ওআলীয়্যুন বা-বুহা।

অর্থ: "আমি হিকমতের ঘর আলী তার দরজা।" (তিরমিজি শরীফ, পৃষ্ঠা-১১৬, হাদীস নং-৩৬৫৭) অন্য বর্ণনায় আছে– أنا مدينة العلم وعلى بابها .

উচ্চারণ: আনা মদীনাতুল ইল্‌মি ওআলীয়্যুন বা-বুহা।

অর্থ: "আমি এলমের শহর আলী তার দরজা।" উপরোক্ত উভয় হাদীস শরীফ দ্বারা বুঝা গেল যে, আমার রাসূল (সা.) এলমের ঘর বা শহর আর সেই ঘর বা শহরের দরজা হল বেলায়তের সম্রাট হযরত আলী (রা.)। তাই রাসূল (সা.) এঁর এলমের ঘরে বা শহরে প্রবেশ করতে হলে হযরত আলী (রা.) এঁর মাধ্যমে যেতে হবে। এখানেও কামেল মুর্শিদের প্রয়োজনীয়তার নির্দেশনা রয়েছে।

৩নং- দলীল ঃ

ছৈয়্যদুনা হযরত উবাদাহ ইবনি সামিত আনছারী (র.) এরশাদ করেন–

بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ .

অর্থ: "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এটার উপর বাইয়াত গ্রহণ করেছি যে, সকল সহজ ও কঠিন, সকল খুশি ও দুঃখে তাঁর নির্দেশ মান্য করব এবং আনুগত্য করব, আর নির্দেশ দাতার যে কোন নির্দেশে বিবাদ করব না।" (আল হাদীস)

বাইয়াত এটা সুন্নাতে মোস্তফা। বাইয়াতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছার একটা সহজ ও সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে থাকে।

কুরআন মাজিদের পর এবার হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হল যে, কামেল মুর্শিদের নিকট বাইয়াত নেয়া সুন্নাত, এবং এই বাইয়াত নেয়া প্রত্যেকের জন্যে খুবই প্রয়োজন।

তফসীর, ফিক্‌হ ও ফতোয়ার দলীল ঃ

১নং- দলীল ঃ

العلم ان تعلم العلم يكن فرض عين وهو بقدر ما يحتاج لدينه وفرض كفاية وهو ما زاد عليه لنفع غيره ومندوبا وهو التبحر فى الفقه و علم القلوب .

অর্থ: আবশ্যক পরিমান এলম শিক্ষা করা ফরজে আইন। অপরের উপকারার্থে স্বীয় আবশ্যকের অতিরিক্ত শিক্ষা করা ফরজে কেফায়া, এবং বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করার মানষে শিক্ষা করা মুস্তাহাব। এরূপ এলমে তাছাউফ শিক্ষা করাও ফরজে আইন, ফরজে কেফায়া ও মুস্তাহাব।

মানুষের অন্তরের অসৎ গুণ বা কু-রিপু সমূহ, যেমন দারিদ্রতার আশংকা, অদৃষ্টের প্রতি হতাশা, হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, কপটতা, বড় ও সম্মানিত হওয়ার আকাঙ্খা (পার্থিব), ভোগ-বিলাসের অনুরাগী সুখ ভোগের আশায় দীর্ঘজীবি হওয়ার অভিলাষ, অহংকার, ক্রোধ, রিয়া, লোভ, গোড়ামী, কৃপণতা, পার্থিব মোহে মত্ত থাকা, অবিনয়ী ভাবে চলা, ধনী



ব্যক্তির ধনের জন্যে সম্মান করা, দরিদ্রের প্রতি তাচ্ছিল্য করা, অধিক কথা বলার অভ্যাস (অনর্থ), অনর্থ কথা ও কাজ পরিহার না করা, লোক দেখানো ভূষনে সজ্জিত হওয়া, ধর্মের কাজে শীতিলতা, নিজকে বড় মনে করা, পরের দোষ অন্বেষণ করা, নিজ দোষের প্রতি অন্ধ হওয়া, মন হতে খোদার ভয় চলে যাওয়া, প্রতিশোধ পরায়ন হওয়া, শত্রুতা সাধনের জন্যে কৃত্রিম বন্ধুত্ব করা, প্রদত্ত বস্তু আল্লাহ যে কেড়ে নিতে পারে তদপ্রতি ভীত না থাকা, রহমত ব্যতীত ইবাদাতের উপর নির্ভর করা, ছলনা করা, আমানত খেয়ানত করা, চক্রান্ত করা, কঠিন হৃদয় হওয়া, কর্কষ ভাষী হওয়া, দুনিয়া ছাড়তে হবে ভেবে দুঃখিত হওয়া, সৃষ্ট পদার্থের ভালবাসায় আবদ্ধ হওয়া, অত্যাচারী হওয়া, চঞ্চল হওয়া, কোন কাজ খুবই দ্রুত করা, লজ্জা ও দয়া কমে যাওয়া ইত্যাদি মন্দ স্বভাব সমূহ হল সকল অসৎ কাজের মূল। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের পথে এসব কু-রিপু সমূহ মারাত্মকভাবে প্রতি বন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে। তাই এসব কু-রিপু সমূহের বিষাক্ত ছোবল থেকে নিজেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে কামেল মুর্শিদের নিকট থেকে এলমে তাছাউফ অর্জন করা ফরজে আইন। অপরের উপকারার্থে অর্জন করা ফরজে কেফায়া এবং এ ব্যাপারে বিশেষভাবে পারদর্শিতা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষা করা মুস্তাহাব। এলম অর্জন করা যেমন ফরজে আইন, ফরজে কেফায়া ও মুস্তাহাব। অনুরূপভাবে সেই এলম অর্জনের জন্যে কামেল মুর্শিদ গ্রহণ করাও ফরজে আইন, ফরজে কেফায়া ও মুস্তাহাব। (এহইয়াউল উলুমুদ্দীন, ১ম খণ্ড, ১৯পৃষ্ঠা)

উসূলের কিতাবের মধ্যে রয়েছে- كل ما يتوقف عليه فرض فهو فرض .

উচ্চারণ: কুল্লু মা- ইয়াতাওয়াক্কাফু আলাইহি ফারজুন ফাহুয়া ফারজুন।

অর্থ: "যে বিষয়ের উপর ফরজ আদায় নির্ভর করে, উহাও ফরজ।" (জামেউল উসূল, ১৮৩পৃষ্ঠা)

২নং- দলীল ঃ

তফসীরে আহমদীতে আছে–

واما اجراءُ المقراض فقيل من المشاء خين وقيل من سنة على رضى الله تعالى عنه واما الخلافةُ مع القلنسوة فمن المشاءِخيْنَ وقيلَ من النبيﷺ وقَد بيَن ذالكَ فى الكتُب السيرِ والسلُوْكِ الخ- فثَبتَ اَنَ رابطَة الارادَةِ تَحصُلِ من غير وضعِ اليدِ على اليدِ بل قبُوْلُ الشيْخ كَافِ هَذا الْبَابُ ومِن عَلَامَاتِه حصُولُ اثرِ الفيضِ مِن قَلْبِ المُرِيْد الخ .

অর্থ: "কাঁচির দ্বারা বাইয়াতের যে প্রচলন ছিল, তাতে মতানৈক্য রয়েছে। কেহ বলেন, এটা তরীকতের মশায়েখদের থেকে প্রচলিত, আবার অন্য কেহ বলেন, এটা হযরত আলী (রা.) এর তরীকা। টুপি পরিধানের মাধ্যমে খেলাফতের যে প্রচলন ছিল, তাতেও মতানৈক্য রয়েছে। কেহ বলেন, এটা মশায়েখ বা বুজুর্গানে দ্বীন হতে প্রচলিত, আবার অন্য কেহ বলেন, এটা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে প্রচলিত। ছিয়র ও সুলুকের কিতাবে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এখন প্রমাণিত হল মুরীদ পীরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে হাতের উপর হাত রাখা শর্ত নয়। এ ব্যাপারে পীর মুরীদকে গ্রহণ করাই যথেষ্ট। পীর যে মুরীদকে গ্রহণ করেছেন এর নিদর্শন হল মুরীদের ক্বলবে ফয়জের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়া।" (তাফসীরে আহমদী)

উপরোক্ত তফসীর থেকে বুঝা গেল যে, বাইয়াত ও খেলাফত প্রদানের ধরণের প্রচলন নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কিন্তু মূলতঃ বাইয়াতের যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তাতে কারো কোন দ্বি-মত নেই।

৩নং- দলীল ঃ

চার মাযহাবের বিশ্ব বরণ্য ইমামগণ এলমে মা'রিফাত (খোদা পরিচিতি জ্ঞান) অর্জন করা ফরজ বলেছেন। যেমন, "জামেউল উসূল ফিল আওলিয়া" নামক কিতবের ১৮৪ পৃষ্ঠায় আছে,

وَاعل ان علم الباطن الذى هو من اعظم المنجيات والسلوك والرياضات والمجاهدات فرض عين على من لم يرزق قلبا سليمًا بالجذب الانهى والعلم اللدنى والنفس القدسية الفطرية وقليل ما هم واحكام الدين انما تبنى على الاكثر الاغلب وتعلم علم الظاهر لا يغنى غن استفادته كما ثبت ذالك عن كثير من علماء الاكابر المتقدمين ووالمتاخرين.

অর্থ: "নিশ্চয়ই ইহা এলমে বাতেন, যাতে ইহ ও পরকালের মুক্তির প্রধান পথ খোদা তায়ালাকে পাইবার ও কু-রিপু সমূহ বিনাশের বিশেষ উপায় সমূহ রয়েছে। তা শিক্ষা করা ঐ ব্যক্তির জন্যে ফরজ, যার অন্তকরণ আল্লাহ্ তায়ালার মুহাব্বত, আকর্ষণ, আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও নিজস্ব জন্মগত পবিত্রতার দ্বারা পরিষ্কার হয়নি। আর উক্ত গুণসমূহ অধিকাংশ লোকের মধ্যে পাওয়া যায়না। পক্ষান্তরে শরীয়তের হুকুম সংখ্যাধিক্যের উপরই হয়ে থাকে। বিশেষত এলমে জাহের দ্বারা ভিতরগত পবিত্রতা অর্জন করা যায়না। চার মাযহাবের মুতাকাদ্দেমীন ও মুতায়াখ্খেরীন ইমামগণ উক্ত মত পোষণ করেন।

উপরে উল্লেখিত কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও ক্বিয়াসের বর্ণনা দ্বারা বাইয়াতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমান অবগত হওয়া গেল। এ রকম আরো অনেক দলীলাদী রয়েছে কিন্তু লিখার কলেবর বৃদ্ধি হয়ে যাবে বিধায় এখানে আর বিস্তারিত আলোচনা না করে শুধুমাত্র কয়েকটি আয়াত ও আয়াতের অর্থগুলো তোলে ধরলাম।

অর্থগুলো বুঝলেও অনেক কিছু জানা যাবে।

১। وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً.

উচ্চারণ: ওয়াছ্বাগা আলাইকুম নিয়ামাহু জা-হিরাতান ওয়া বা-তিনাতান।

অর্থ: "তোমাদের প্রতি তাঁর (আল্লাহ্র) জাহেরি ও বাতেনি নিয়ামত পরিপূর্ণ করেছেন।" (পারা-২১, সূরা- লোকমান, আয়াত-২০)

জাহেরি নিয়ামত শরীয়ত, বাতেনি নিয়ামত মা'রিফাত। মা'রিফাত পাওয়া যায় মুর্শিদের নিকট।

২। مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا.

উচ্চারণ: মান কা-না ফী হা-যিহি আ'মা, ফাহুয়া ফিল আ-খিরাতি আ'মা, ওয়দাল্লু চাবীলা।

অর্থ: যে ব্যক্তি এখানে (দুনিয়ায়) অন্ধ, সে পরকালেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট। (পারা-১৫, সূরা-বনি ইসরাঈল, আয়াত-৭২)

৩। فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

উচ্চারণ: ফাইন্নাহা লা-তা'মাল আবচার ওয়ালাকিন তা'মাল কুলুবুল্লাতি ফিচ্ছুদুর।



অর্থ: চোখের অন্ধ, অন্ধ নয়। ক্বলবের অন্ধই প্রকৃত অন্ধ। (পারা-১৭, সূরা-হজ্ব, আয়াত: ৪৬)

৪। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

উচ্চারণ: ইয়া আয়্যুহাল্লাজীনা আ-মানুত্তাকুল্লা-হা হাক্কা তুক্বা-তিহি ওয়ালা তামূতুন্না ইল্লা ওয়াআন্তুম মুছলিমুন।

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় কর, এবং মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে মৃত্যুবরণ করোনা।" (পারা-৪, সূরা-আলে ইমরান, আয়াত-১০২)

এই আয়াতে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আবার মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী) হওয়ার জন্যে বলা হয়েছে। এটা কিন্তু খুবই চিন্তার বিষয়।

৫। قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا - وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.

উচ্চারণ: ক্বাদ আফ্লাহা মান্ জাক্কাহা ওয়াক্বাদ খা-বা মান দাচ্ছাহা।

অর্থ: "নিশ্চয় যারা সেটাকে (নফ্ছকে) পবিত্র করেছে, (নফ্ছে ইনছানীকে রূহে ইনছানীতে রূপান্তর করেছে) তারা সফল কাম হয়েছে। আর যারা সেটাকে অবাধ্যতার সাগরে ডুবিয়ে রেখেছে, তারা ব্যর্থ হয়েছে।" (পারা-৩০, সূরা-শামস, আয়াত-৯-১০)

৬। إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.

উচ্চারণ: ইল্লা- মান আতাল্লা-হা বিক্বল্বিন ছালীম।

অর্থ: আল্লাহ্র দরবারে পবিত্র আত্মা ছাড়া কেও মুক্তি পাবেনা। (পারা-১৯, সূরা- শু'য়ারা, আয়াত: ৮৯)

৭। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

উচ্চারণ: ইয়া আয়্যুহাল্লাজীনা আ-মানু আতীয়ুল্লাহা ওয়াতীয়ুররাছূলা ওয়া উলিল আম্রি মিনকুম।

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র, আল্লাহ্র রাসূলের এবং উলিল আমর (দ্বীনি হুকুম দাতা কামেল, মুর্শিদ, মুজতাহিদ, হক্কানী আলেম) এর আনুগত্য কর।" (পারা-৫, সূরা-নিছা, আয়াত-৫৯)

৮। فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

উচ্চারণ: ফাছ্য়ালূ আহ্লাজ্জিক্রি ইন কুন্তুম লা-তা'লামূন।

অর্থ: "তোমরা যদি না জান (আল্লাহ্ পাওয়ার পথ) তাহলে আহলে জিকির (আল্লাহ ওয়ালাদের) থেকে জিজ্ঞেস কর।" (পারা-১৭, সূরা- আম্বিয়া, আয়াত-৭)

৯। وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ.

উচ্চারণ: ইত্তাবি চাবীলা মান আনা-বা ইলায়্যা।



অর্থ: বিশুদ্ধচিত্তে যে আমার অভিমুখী হয়েছে, তার এত্তেবা (অনুসরণ) কর। (পারা-২১, সূরা- লোকমান, আয়াত-১৫)

١٠ । اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ .

উচ্চারণ: ইত্তাবিয়ূ মান্ লা- ইয়াছ্য়ালুকুম আজরান ওয়াহুম মুহ্তাদূন।

অর্থ: "তোমরা তাদের এত্তবা (অনুসরণ) কর, যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চায়না। এবং তারা সৎ পথ প্রাপ্ত।" (পারা-২২, সূরা- ইয়াছীন, আয়াত-২১)

١١ । يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ .

উচ্চারণ: ইয়াওমা নাদয়ূ কুল্লো উনা-ছিম বিইমা-মিহিম।

অর্থ: "সে দিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের ইমামের সাথে আহ্বান করব।" (পারা-১৫, সূরা- বনিইসরাইল, আয়াত-৭১) সুতরাং যুগের ইমাম গাউছুল আ'জম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর সংশ্রবে থাকা উচিত।

١٢ । مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ .

উচ্চারণ: ওয়ামাই ইউদ্লিলিল্লাহু ফালা হাদিয়া লাহু, ওয়া ইয়াজারুহুম ফী তুগ্ইয়ানিহিম ইয়া'মাহূন।

অর্থ: "আল্লাহ যাকে বিপদগামী করেন, (অবাধ্যতার কারণে যার অন্তকরণে আল্লাহ্ গোমরাহীর মোহর করে দেন) তার কোন হাদী বা পথ প্রদর্শক নেই। আর তাদেরকে তিনি অবাধ্যতায় উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াবার সুযোগ দেন।" (পারা-৯, সূরা-আ'রাফ, আয়াত-১৮৬)

١٣ । وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا .

উচ্চারণ: ওয়ামাই ইউদ্লিলিল্লাহু ফালান তাজিদা লাহু ওয়ালিয়্যাম মুরশিদা।

অর্থ: "আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, (অবাধ্যতার কারণে যার অন্তকরণে আল্লাহ্ গোমরাহীর মোহর করে দেন) তার পথ প্রদর্শনকারী কোন মুরশিদ সেই পাবে না।" (পারা-১৫, সূরা-কাহাফ, আয়াত-১৭)

١٤ । مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً .

উচ্চারণ: মান মা-তা, ওয়া লাইছা ফী উনুক্বিহি বাইয়াতান, মা-তা মায়্যিতাতাল জা-হিলিয়্যাতি।

অর্থ: যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ তার গলায় বাইয়াতের বন্ধন রইল না, সে মূর্খতার (জাহেলিয়া যুগের মত) মৃত্যু বরণ করল। (ক- মুসলিম শরীফ, আস্সাহীহু বাবু ওজুবি মুলাজামাতি জামায়াতিল মুসলিমীন ৯:৩৯৩ হাদীস নং ৩৪৪১, খ- তাবরিজী: মিশকাতুল মাছাবীহ, কিতাবুল ইমারাতি ওয়াল ক্বদ্বাআ, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ৩৩৬, হাদীস নং ৩৬৭৪)

উপসংহারে বলা যায় যে, ইহকালের শান্তি, পরকালের মুক্তি পেতে হলে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে রাসূল (সা.) এর সন্তুষ্টি অপরিহার্য, আর রাসূল (সা.) এঁর সন্তুষ্টি অর্জনের সর্বোত্তম পন্থা হল আওলাদে রাসূল (সা.) এঁর সন্তুষ্টি অর্জন। আর এমনই একজন মহান অলিয়ে কামেল হলেন, আওলাদে রাসূল (সা.)

সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আ'জম, ছৈয়্যদুল আছফিয়া, সরদারে আওলিয়া, পীরে মোকাম্মেল আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্সূফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:জি:আ:)। তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারলে, আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এঁর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির পথ সুগম হবে।

বিঃদ্রঃ- অনেক আরবি বর্ণের সঠিক উচ্চারণ বাংলা বর্ণ দিয়ে লিখাও পড়া যায় না। তবু এ প্রবন্ধে উল্লেখিত আরবির বাংলা উচ্চারণগুলো মোটামোটি ভাবে শুদ্ধরূপে পড়তে পারার সুবিধার্থে কিছু নিয়ম-কানুন লিপিবদ্ধ করা হল।

নিয়ম ঃ (১) যে বর্ণে (ু) (ী) আছে সে বর্ণটি একটু টেনে পড়তে হবে।

(২) যে বর্ণের ডানে (–) আছে সে বর্ণকে একটু টেনে পড়তে হবে।

(৩) যে বর্ণের পাশে (') আছে সে বর্ণের সাথে ع (আইন) উচ্চারণ করতে হবে।

হে মাবুদ! হে মালিক! গোলামী দায়েম রাখুন। আমীন।

প্রতিষ্ঠাতা: গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা, শাহারবিল, চকরিয়া, কক্সবাজার।

"বুঝলি নারে পীরের মর্ম চিনলিনা পীর কেমন ধন।
ত্রিজগতে পীরের তুল্য নাইরে কেহ আপনজন।।"

মেসার্স
হক ড্রাগস্ ইউনিট-২

সকল প্রকার ডাক্তারী ঔষধ পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা



প্রোঃ কে. এম. মুবিন
০১৮১১-৬৩০১৯১

বিঃ দ্রঃ এখানে ফ্রিজে সংরক্ষিত ইনসুলিন, কুকুরের কামড়ের ভ্যাকসিন, ছোট বাচ্চাদের দুধ, নেবুলাইজার মেশিন বিক্রি এবং নেবুলাইজার গ্যাস দেওয়া হয়। ছোট বাচ্চাদের পাম্পাস পাওয়া যায়।

গহিরা চৌমুহনী, রাউজান, চট্টগ্রাম।

"মহিমার নাই ওর শাহা বাবা দেলাওর।
বিদ্যার সাগর তিনি আউলিয়া প্রধান।।"



পরিচালক
মুহাম্মদ শাহ্ মেম্বার

গাউছিয়া হক ষ্টোর

এখানে যাবতীয় মুদির মালামাল পাইকারী ও খুচরা বিক্রি করা হয়।

আশরাফ আলী চৌধুরী হাট (প্রকাশ সোমবাইজ্যার হাট)
গ্রাম : মধ্যম কদলপুর, থানা : রাউজান, চট্টগ্রাম।

মানব জাতির ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের উৎস হাদীছুল আমাল

আলহাজ্ব ক্বারী সৈয়দ আবু তালেব মুহাম্মদ আলাউদ্দিন

আন ওমরাবনিল খাত্তাবি রদ্বি আল্লাহ আনহু কালা, কালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামা ইন্নামাল আ-মা-লু বিন নিয়্যাতি ওয়া ইন্নামা লিইমরিইম মা নাওয়া, ফমন কা'নাত হিজরাতুহু ইলাল্লাহি ওয়া রাসূলিহি, ফহিজরাতুহু ইলাল্লাহি ওয়া রাসূলিহি, ওয়ামান কা'নাত হিজরাতুহু ইলা দুনিয়া ইউসি বুহা আউ ইমরাআতিন ইয়াতা যাউয়াজুহা ফহিজরাতুহু ইলা মা হা'জারা ইলাইহি। (মিশকাতুল মসাবিহ পৃষ্ঠা ১১)

অর্থ: হযরত উমর বিন খাত্তাব (র:) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (দ:) ইরশাদ করেছেন- নিশ্চয় যাবতীয় আমল (এর সওয়াব) নিয়ত মোতাবিক এবং মানুষের প্রাপ্তি নিয়ত অনুসারে নির্ধারিত হবে। অতএব যার হিজরত আল্লাহ্ ও তার রাসূলের উদ্দেশ্যে হবে তার হিজরত আল্লাহ ও রাসূলের দিকে হবে। আর যার হিজরত দুনিয়া উপার্জন অথবা কোন রমনীর সাথে বিবাহের নিমিত্তে হবে তবে তার হিজরতও সে খাতে গন্য হবে। মোহাদ্দেসীনে কেরামদের নিকট উল্লেখিত হাদীসটি হাদীসে নিয়ত বা হাদীসে আ-মা-ল নামে পরিচিত। ইমাম বোখারী (র:) ছহীহ বোখারী শরীফে ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদ শিরোনামে যথাক্রমে ২/১৩/৩৪৩/৫৫১/৭৫৯/৯৯০ ও ১০২৮ পৃষ্ঠায় মোট সাত বার হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া ছহীহ মুসলিম, জামি তিরমিযি, সুনানি আবি দাউদ, সুনানি নাসাঈ, সুনানি ইবনে মাজাহ, মোসনাদে ইমাম আহমদ, সুনানি বায়হাকী, দারে কুতনী, ছহীহ ইবনে হাব্বান, শিফা ক্বাজী আয়ায মালেকী সহ বহু হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। এর দ্বারা উল্লেখিত হাদীসে নিয়তের মাহাত্ম ও গুরুত্ব যে কত বিশাল তা সহজেই অনুমেয়। মানুষের কর্ম ও ধর্মের সঠিক ও নির্ভুল দিক নির্দেশনা রয়েছে অত্র হাদীসুল আ-মা-লে/ নিয়্যাতে।

মানব জীবনে এই হাদীসে মোবারকার অবদান ও আবেদন সর্ব যুগে সর্ব মহলে স্বীকৃত। নিয়ত বা সংকল্প সৎ হলে আমল বা কর্ম সৎ হয়। আর নিয়ত মন্দ বা অসৎ হলে আমলও তদ্রুপ হবে। যার সর্বগ্রাসে ক্ষতির ভয়াবহতায় শুধু ব্যক্তি চরিত্র নয় বরং সমাজ ও রাষ্ট্রের অধঃপতন সুনিশ্চিত হয়। তাই ভালোর প্রতি অনুরাগ ও মন্দের প্রতি বিরাগ হওয়ার পবিত্র প্রেরণা সৃষ্টি নবুওয়াত ও রেসালাত দাওয়াতের অন্যতম লক্ষ্য। যার উপর নির্ভরশীল বিশ্ব মানবতার কল্যাণ, সভ্যতা ও উন্নতির প্রতিষ্ঠা সাধন। এর প্রাথমিক ভিত ইচ্ছাবৃত্তি বা নিয়ত অতঃপর এর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার দৃঢ় মনোবৃত্তি এবং অভিষ্ঠ ও উদ্দেশ্যের গন্তব্যে পৌছার জন্যে মরদামা হিম্মত কঠিন পরিশ্রম। তবে হাঁ ভুলে গেলে চলবে না বরং সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, পৃথিবী আমাদের জন্য বটে আমরা কিন্তু আখেরাতের জন্য। পৃথিবী উপলক্ষ মাত্র, আখেরাতই মূল লক্ষ্য ও গন্তব্য। সুতরাং পৃথিবীর কৃত্রিম ঝাক জমক, শান শওকত, চলা কলা, ফন্দি ফিকিরের মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেললে অনিবার্য ভাবে লক্ষ্যচ্যুতি ঘটবে যা মোটেও কাম্য নয়। আল্লাহ্র পেয়ারা রাসূল আমাদের আক্বা ও মাওলা হুজুর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মহান শিক্ষা অতিশয় চমৎকার ও তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য বিন্যাসের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামদের সামনে মস্তিস্কে সন্নিবেশ করে দেন ইন্নামাল আ-মা-লু বিন্ নিয়্যাতি... (আল হাদীস)। ফলশ্রুতিতে তৎকালীন অন্ধকার যুগের নিষ্ঠুরতা, পাশবিকতা, হিংস্রতা ও পশুত্ব মনোবৃত্তিতে গড়ে উঠা সমাজকে পাল্টে দিয়ে করুণা, বদান্যতা, ভদ্রতা, মানবিকতা, কোমলতা, সহানুভূতি সহমর্মিতা, সংযম ও সহিষ্ণুতা ইত্যাদির ন্যায় বহুমূখী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে গড়ে তোলেন এমন এক আদর্শ সমাজ যার সুখ্যাতি ও সুঘ্রাণে বিমোহিত হয়ে উঠেছিল তাবৎ দুনিয়া।

যাদের ঈমানী জ্যোতি ও চারিত্রিক শোভা ছড়িয়ে দিয়েছিল মানব কুলে এক স্বর্গীয় পরিবেশ। অনুপম আদর্শের অধিকারী নবী প্রেমিক সাহাবায়ে কেরামদের বরকতে মুসলিম উম্মাহ স্বাধ গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিল আল্লাহ্ ও রাসূলের ইশ্ক ও মুহাব্বতের অমীয় সুধার। কেয়ামত অবধি প্রজন্মের পর প্রজন্ম হাদীসুল আ-মা-ল কে অবলম্বন

বরকতময় রজব, শাবান ও রমাদান শরীফের এবাদত ও ফজিলত

- মওলানা মুহাম্মদ আবুল মনছুর

ভূমিকাঃ

মহান আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের আশায় একনিষ্ঠতার সাথে খোদা প্রদত্ত দ্বীনে ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করত মহানবী (সঃ) এঁর সুন্নাহকে আকড়ে ধরে মনজিলে মকসুদ তথা মানব আত্মার শেষ গন্তব্য হল মহান প্রতিপালকের সাথে তথা দিদারে ইলাহীতে স্বীয় আত্মার সমর্পন বা নৈকট্য হাছিলে অধিষ্টিত হওয়া। বাবা আদম (আঃ) যেখান থেকে ইবলিসের প্ররোচনায় বিতাড়িত হয়েছেন সেই প্রাপ্তি স্থানে পৌছানো প্রত্যেক আদম সন্তানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আর আল্লাহতা'লার সে নৈকট্য অর্জনে পৃথিবীর সকল মানুষকে সহজ ও সরল পথ দেখানোর জন্য যুগে যুগে প্রেরিত হয়েছেন সম্মানিত নবী, রাসুল ও আল্লাহ্‌র কামেল মোকাম্মেল মহাপুরুষ তথা অলিয়ে কামেলগণ।

রজব মাসের মাহাত্ম ও ফজীলত ঃ

মাহে রজব এর নামকরণ ঃ রজব শব্দটি আরবী শব্দ 'তারজীব' শব্দ থেকে উৎকলিত। এর অর্থ সম্মান দেখানো। সম্মানিত মাস সমূহের মধ্যে রজব অন্যতম। উল্লেখ্য যে আল্লাহর বাণী অনুযায়ী-ইসলামী বর্ষ পঞ্জী তালিকায় চারটি মাস খুবই সম্মানিত। হারাম মাস চতুষ্টয় হলো- যিলক্বদ, যিলহজ্ব, মুহররম ও রজব। তত্ত্বজ্ঞ ওলামায়ে কেরামগনের নিকট রজব শব্দটি 'রা' অক্ষরটি দ্বারা রহমত, 'জীম' দ্বারা 'জরহুন' বা বান্দার গুনাহ এবং 'বা' অক্ষরটি দ্বারা 'বিররুন' বা অনুগ্রহের দিকে ইঙ্গিত বহন করে। যেমন আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন, 'আমি আমার বান্দার গুনাহকে আমার রহমত ও অনুগ্রহের মাঝখানে রাখি'।

এ মাসটিকে 'আল-আছাব' বা অত্যন্ত উচ্ছাসও বলা হয়। কেননা এই মাসে তাওবাকারী বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার বেশী পরিমাণে রহমত বর্ষিত হয়।

এ মাসটিকে 'আল-আছম' বা বধির বলা হয়। কেননা এ মাসে বান্দার ছোট খাটো ভুল ত্রুটির প্রতি খুব বেশী মনোযোগ না দিয়ে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। অন্যদিকে এ মাসে চরম কলহ প্রিয় আরবগণও তাদের যুদ্ধ বিগ্রহ বিবাদ বন্ধ রাখত।

এ মাসের ফজীলত ঃ

প্রিয় নবী (সঃ) এরশাদ করেছেন-"রজব আল্লাহর মাস, শাবান হল আমার মাস এবং রমজান হল আমার উম্মতের মাস।" যেহেতু মাসটি যখন মহান আল্লাহতায়ালার নিজের জন্য বেছে নিয়েছেন এ দিক থেকে এ মাসের ফজীলত অপরিসীম। সে জন্য ইসলামে এ মাসকে আল্লাহর রহমতের মাস হিসেবে গণ্য করে যাবতীয় যুদ্ধ বিগ্রহকে হারাম ঘোষনা করা হয়েছে। তাই এ মাস আল্লাহর রহমত, মাগফেরাত, করুণা ও অনুগ্রহ অর্জনের মাস। কেননা এ মাসে মহিমান্বিত মিরাজ রজনী (২৬ শে রজব দিবাগত রাত), রাগায়িব (রজব মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) ও ইস্তিফতাহ'র (রজব মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত) মত রাত সমূহ মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের মহা সুযোগ ও ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে বান্দা নিজেকে উচ্ছসিত ভাবে প্রাণপণে প্রভুর সান্নিধ্য হাসিলের পরম সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। হযরত ওসমান (রাঃ) এরশাদ করেন- "হে মুসলমানগণ! স্মরণ রেখ এটা (রজব) আল্লাহর মাস। এ মাসে যাকাত দাও। ঋণ থাকলে তা পরিশোধ কর এবং সম্ভব হলে প্রাপ্য ঋণ ক্ষমা কর।" ইমাম দাইলামী (রহঃ)

হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাদ্বিঃ) এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে- "প্রিয় নবী (সঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহপাক চারটি রাতে অধিক পরিমাণে রহমত নাযিল করেন। রাত গুলো হচ্ছে, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, শাবানের ১৫ তারিখ এবং রজব মাসের যে কোন রাত।

এ মাসের এবাদত ঃ

রোজা রাখার ফজিলতঃ

হযরত আনাস (রাদ্বিঃ) বলেছেন, "প্রিয় নবী (সঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি হারাম মাস চতুষ্টয়ে তিনদিন করে রোজা রাখবে তার আমল নামায় ৯ বছর ইবাদতের ছওয়াব লিখিত হবে।" রাবী (রাদ্বিঃ) বলেন যে, এ হাদিসটি আমি নিজ কানে হুজুর পাক (সঃ) থেকে শ্রবণ করেছি। (মুকাশাফাতুল কুলুব, কৃত ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)। উক্ত কিতাবে আরো উল্লেখ রয়েছে- "প্রিয় নবী (সঃ) বলেছেন, আল্লাহতায়ালার মাস রজব মাসের একটি দিনও যে ব্যক্তি বিশ্বাস এবং ইখলাছের সাথে রোজা রাখে সে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার অধিক সন্তুষ্টি লাভ করে।" প্রিয় নবী (সঃ) এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি রজব মাসের প্রথম দিন রোজা রাখে সে যেন সারা বৎসর রোজা রাখল।" তিনি (সঃ) আরো এরশাদ করেন-"রজব মাসের প্রথম দিনে রোজা পালনকারীর ৬০ বৎসরের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।" হযরত মুসা ইবনে ইমরান (রাদ্বিঃ) বলেন, আমি হযরত আনাস বিন মালিক (রাদ্বিঃ) আনহুর নিকট শুনেছি, প্রিয় নবী (সঃ) এরশাদ করেন- যে, "বেহেশতে রজব নামে একটি ঝর্ণা রয়েছে এর পানি দুধ হতে সাদা ও মধু হতেও মিষ্টি। কোন ব্যক্তি রজব মাসে অন্তত একটি রোজা রাখলেও আল্লাহতায়ালা উক্ত ঝর্ণার পানি তাকে পান করাবেন"। প্রিয় নবী আরো এরশাদ করেছেন যে, "বেহেশতে এমন একটি প্রাসাদ আছে, যেখানে শুধু রজব মাসে রোজা পালনকারীরাই প্রবেশ করতে পারবে।" হাদিসে বর্ণিত আছে যে, "রজব মাসে রোজা আদায়কারীর গুনাহ মাফের জন্য ফিরিশতাগণ রজবের প্রথম জুমআর রাতের শেষ প্রহরে দোয়ায় লিপ্ত হন।" (মুকাশাফাতুল কুলুব)।

নফল ইবাদতঃ

এ মাসের প্রথম শুক্রবার রাতে (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) ইবাদত করা খুবই ফজিলত। এ রাতকে লাইলাতুল রাগায়িব বলা হয়। আরবী শব্দ 'রগবাতুন' থেকে রাগায়িব অর্থ হল----।

১। এ রাতে দুই রাকাত করে ১২ রাকাত নামাজ আদায় করলে অনেক ছওয়াব লাভ হয়। প্রতি রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে ৩ বার সূরা ক্বদর ও ১২ বার সূরা ইখলাস পাঠ করতে হয়। অতঃপর নামাজ সমাপ্ত করে ৭০ বার এ দরুদ পড়তে হয়। আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মুহাম্মদানিন নবীয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলা আলিহি ওয়াসাল্লিম।

অতঃপর সিজদায় গিয়ে ৭০ বার পাঠ করতে হবে "ছুব্বুহুন কুদ্দুছুন রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালা ইকাতিহি ওয়াররুহু" অতঃপর সিজদা থেকে মাথা তুলে আরো ৭০ বার উক্ত দোয়াটি পাঠ করবেন এবং কায়মনোবাক্যে আল্লাহতায়ালার দরবারে ফরিয়াদ করবেন। এ মাসের ১৫ তারিখের রজনীকে (অর্থাৎ-১৪ তারিখ দিবাগত রাত) লাইলাতুল ইস্তিফাতাহ্ বলা হয়। আরবী শব্দ 'ফতহুন' এর অর্থ হলো বিজয়। উল্লেখ রয়েছে যে, এ রাতে মহান আল্লাহ্র অপরিসীম করুনা প্রত্যাশী যে বান্দাগণ সূরা ফাতিহার সাথে ৩ বার সূরা ইখলাস দ্বারা ২ রাকাত বিশিষ্ট ৭০ রাকাত নফল নামাজ আদায় করেন তার জন্য অপরিসীম ছওয়াব প্রদানের আশ্বাস দেয়া হয়েছে।

এ রজব মাসের আরো একটি ফজিলতের রাত রয়েছে যার নাম 'লাইলাতুল মেরাজ' অর্থাৎ ২৬ এ রজবের দিনগত রাত। যার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এর রাতের ফজিলত অন্যান্য রজনী থেকে অধিক ও ব্যাপক। বিশেষ ভাবে বর্ণিত রয়েছে- যে ব্যক্তি এ রাতে ১২ রাকাত নফল নামাজ আদায় পূর্বক ১০০ বার দোয়া-এ ইস্তিগফার

(আস্তাগফিরুল্লাহ) কালিমায়ে তামজীদ ও দরুদ পাঠ করে নিঃসন্দেহে আল্লাহতায়লা তার সমস্ত প্রার্থনা কবুল করবেন। প্রিয় নবী (সঃ) এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি এর রাতে (২৬ রজব দিবাগত রাত) ইবাদত করে পরের দিন রোজা রাখে তার আমল নামায় ১০০ বছরের ইবাদতের সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে।" হযরত আবু হুরাইরা (রাদ্বিঃ) বলেছেন, প্রিয় নবী (সঃ) ইরশাদ করেন- "যে ব্যক্তি রজব মাসের ২৭ তারিখের দিনে রোজা রাখে তার আমলনামায় ষাট মাসের রোজার ছওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, প্রিয় নবী (সঃ) এঁর নিকট সর্ব প্রথম ফেরেশতা জিব্রাইল (আঃ) রজব মাসের ২৭ তারিখেই নবুয়তের সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন।

এ মাসের বিশেষ দোয়াঃ হযরত আনাস (রাদ্বীঃ) এঁর মতে, রজব মাসের চাঁদ দর্শন করে নবী করিম (সঃ) দু'হাত মোবারক তুলে দিয়ে দোয়া করতেন, "আল্লাহুম্মা বারিক ফি রজবা ওয়া শাবানা ওয়া বাল্লিগনা রমদানা।"

শাবান মাসের মাহাত্ম্য ও ফজিলত

এ মাসের নামকরণ ঃ

শাবান আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো শাখা প্রশাখা। অন্য অর্থে নির্জন, পাহাড়ে যাওয়ার পথে। যেহেতু এই মহিমান্বিত মাসটিতে আল্লাহ্‌র রহমতের অত্যাধিক শাখা প্রশাখা, কল্যাণ ও বরকত লাভের পথ উন্মোচিত হয়। সেজন্যে এ মাসটিকে 'শাবান' নামে নামকরণ করা হয়। হযরত রাফে (রাদ্বিঃ) হযরত আনাস (রাদ্বিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-"শাবান মাসকে এ জন্য শাবান রাখা হয়েছে কারণ এ মাসে রোজাদারের বর্ধিত শাখা প্রশাখার ন্যায় এত অঢেল কল্যাণ ও বরকত নছিব হয় যাতে সে সহজে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে।"

এ মাসের ফজিলত ঃ

পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন- "আল্লাহ্‌র নিকট গণনার দিক দিয়ে মাসের সংখ্যা হচ্ছে বার।" ইসলামী বর্ষপঞ্জির বার মাসের মাঝে অষ্টম বুজর্গ মাস হলো 'শাবান'। হাদিস শরীফে রজব মাসের পরেই শাবান মাসের অবস্থান। বছরে বারটি মাসের মাঝে যে মহিমান্বিত পাঁচটি রাতে আল্লাহতায়ালা বান্দাদের দোয়া ও প্রার্থনা কবুল করে থাকেন তাদের মধ্যে অন্যতম রাত হলো ১৫ ই শাবান। যা লাইলাতুল বরাত বা শবে বরাত নামে এতদ্ব অঞ্চলে পরিচিত। হাদিস শরীফের আলোকে জানা যায়, রজব মাস হচ্ছে ইবাদতের বীজ বপনের মাস, আর শাবান হচ্ছে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে ইবাদত বন্দেগী করে উক্ত বীজ সঞ্জীবিত ও বিকশিত করার মাস। আর রমজান হচ্ছে উক্ত বীজ থেকে উৎপাদিত ফসল ঘরে তোলার মাস। মা আয়েশা ছিদ্দিকা (রাদ্বিঃ) বলেন যে, "হযরত নবী করিম (সঃ) এর নিকট শাবান মাস ছিল অধিক উত্তম, কারণ তা ছিল রমজানুল মোবারকের নিকটতম।" প্রিয় নবী (সঃ) শাবান মাসে বেশি বেশি নফল রোজা রাখতেন। এই মাসের মধ্যবর্তী রাতে নফল ইবাদত করতেন। কবর জিয়ারত করতেন এবং রোজা রাখার জন্য উৎসাহিত করতেন।

এ মাসের এবাদত ঃ

রোজা রাখার ফজিলত ঃ

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) 'শেয়াবুল ঈমান' কিতাবে হযরত উসামা (রাদ্বিঃ) থেকে বর্ণনা করেন, "আমি একদা প্রিয় নবীজী (সঃ) কে আরজ করলাম ইয়া রাসুলুল্লাহ (সঃ) আপনি শাবান মাসে যত বেশী রোজা রাখেন অন্য কোন মাসে তত বেশী নয় এর কারণ কি? প্রিয় নবী (সঃ) এরশাদ করেন, এ মাসটি রজব ও রমজান মাসের মধ্যবর্তী বহু

ফজিলতের মাস।" অথচ লোকগন এ মাসটির ব্যপারে খুবই উদাসীন। এ মাসে বান্দার আমলনামায় অধিকপূণ্য দেয়া হয় এবং আল্লাহতায়ালার দরবারে পেশ করা হয়। আর আমি এটাই পছন্দ করছি যে আল্লাহর দরবারে আমার রোজা অবস্থায় যেন আমার আমল নামা পেশ করা হয় (মেশকাত)।

মুসলিম ও নাসাঙ্গী শরীফে হযরত আবু সালমা(রাদ্বিঃ) এর বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি বলেন আমি একদা হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাদিঃ) থেকে প্রিয় নবীজী (সঃ) এর (নফল) রোজা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হই। তিনি (আয়েশা রাদ্বিঃ) বললেন, প্রিয় রাসুল (সঃ) কয়েকটা দিন ব্যতীত পুরো শাবান মাসই রোজা রাখতেন। মা আয়েশ ছিদ্দিকা (রাদ্বি) এর অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, প্রিয় রাসুল (সঃ) শাবান ও রমাজান মাসে পুরোটাই রোজা রাখতেন। (তিরমিজি, নাসাঙ্গী, আবু দাউদ)।

হযরত আ'তা ইবনে কায়সার (রাদ্বিঃ) উক্তি করেছেন যে, প্রিয় রাসুল (সঃ) সব মাস সমূহের থেকে শাবান মাসে এত অধিক রোজা পালন করতেন তার অন্যতম কারণ হলো এ মাসের মধ্যে (শব বরাতে) প্রতি বৎসরে মৃত্যু প্রাপ্ত বান্দাগনের সময় ও ওয়াক্ত নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। হযরত আনাস (রাদ্বি) থেকে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি শাবান মাসে একটি রোজা রাখবে তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেওয়া হবে।" অন্য একটি হাদিস শরীফে প্রিয় নবী (সঃ) এরশাদ করেন যে, কোন মুসলমান মাহে শাবানে ৩টি রোজা রাখবে এবং ইফতারের সময় আমার উপর তিনবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে, রুজিতে বরকত এবং কেয়ামত দিবসে তাকে জান্নাতি উটনির উপর আরোহন করে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।

নফল এবাদত ঃ

শাবান মাসের প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে চার রাকাত নফল নামাজ আদায়ের জন্য হাদিস শরীফে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। প্রতি রাকাতে সূরা ফতিহার সাথে সূরা ইখলাস ৩০ বার করে আদায় পূর্বক যে নামাজ আদায় করবে তাকে একটি হজ্ব ও ওমরাহ এর ছওয়াব দান করা হবে। অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি শাবান মাসে তিন হাজার বার দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য কিয়ামতে প্রিয় রাসুল (সঃ) এর সুরপারিশ অবধারিত থাকবে।

শবে বরাত ঃ

হাদিস শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী রাতটি হচ্ছে শাবানের ১৪ তারিখ দিবাগত ১৫ তারিখের রাত। ফারসী শব্দ 'শব' অর্থ রাত বা রজনী। আরবী শব্দ 'বারআতুন' অর্থ মুক্তি, নাজাত, পরিত্রান প্রভৃতি। হাদিস শরীফে এ রাতকে 'লাইলাতুন নিসফ মিন শাবান' অর্থাৎ- শাবানের মধ্যভাগের রাত্রি বলা হয়েছে। অধিকাংশ তাফসীর কারকগণের মতে পবিত্র কুরআন এর সূরা দোখানে এ রাতকে 'লাইলাতুম মোবারকাহ বা বরকতময় রজনী বলা হয়েছে। (ইবনে জরীর, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবি হাতেম)। হযরত ইকরামা (রাদ্বিঃ) এঁর উদ্বৃতি উল্লেখ করে ইবনে জারীর সহ অন্যান্য মুসাফিরগণ বলেছেন, ১৫ শাবানের রজনীতে সূরাঃ দোখানের আয়াত- "ফিহা ইয়ুফরাক্ব কুল্লু আমরিন হাকিম।" অর্থাৎ-এই রাত্রিতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ন বিষয়াদির ফয়সালা বা চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। উক্ত শাবানের ১৫ তারিখে সারা বৎসরের বাজেট পেশ করা হয়। এই রত্রিতে জীবিত, মৃত্যুপ্রাপ্ত, হজ্ব গমনকারী সকল বান্দাগণের নামের তালিকা তৈয়ার করা হয়, যাতে সারা বৎসর ধরে আদেশ নিষেধ তামিল করতে গিয়ে কোন ধরণের বিঘ্ন না ঘটে। শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) লিখেছেন- প্রতি রাত আল্লাহ্তায়ালা দুনিয়ার আসমানে তশরীফ নিয়ে আসেন রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে কিন্তু ১৫ ই শাবানের রাত্রে সূর্যাস্ত হওয়ার পরপরই দুনিয়ার আসমানে তশরীফ নিয়ে আসেন এবং তা ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়। এ জন্যই এ রাত্রির ফজিলত অনেক বেশী।

ফজিলতময় এ রজনীতে ইবাদত বন্দেগীর গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করে নবী করিম (সঃ) ইরশাদ করেন- যখন চাঁদের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত আগমন করবে। তখন রাত্রি জাগরণ করো এবং রোজা পালন করো কেননা আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে পৃথিবীর প্রথম আসমানে নেমে আসেন। কিন্তু শাবানের এ রজনীতে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই মহান আল্লাহ প্রথম আসমানে আগমন করে স্বীয় বান্দাদের সম্বোধন করে বলতে থাকেন- কে আছ রিজিক সন্ধানকারী? আমি তাকে রিজিক প্রদান করব। কে আছ বিপদগ্রস্থ? আমি তাকে বিপদমুক্ত করে দিব। এমনভাবে আল্লাহতায়ালা সূর্যদোয় পর্যন্ত স্বীয় বান্দাদের অন্যান্য বিষয়েও আহবান করে থাকেন। (ইবনে মাজা)

প্রিয় নবী (সঃ) আরোও এরশাদ করেন-"যে ব্যক্তি দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পেতে চায়, সে যেন ১৫ শাবানের রাত্রিতে ইবাদত করে, তাহলে আল্লাহতায়ালা তার উপর দোযখের আগুন হারাম করে দেবেন।" এই বিশেষ রাত্রিতে যে নফল নামাজ পড়ে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাছ ৫০ বার ও ১৫ তারিখ দিনে রোজা রাখে আল্লহতায়ালা তার ৫০ বছরের গুনাহ মাফ করে দেবেন। পুণ্যময় শবে বরাতে নফল নামাজান্তে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, হাদিস শরীফ পাঠ ও বিভিন্ন মাসনুন দোয়া-দরুদ এবং তসবীহ তাহলীল জিকির আজকার করলে যথেষ্ট নেকি লাভ করা যায়। বিশেষ করে যে ব্যক্তি এ রাত্রে সূরা দোখান ৭ বার, সূরা ইয়াসিন ৩ বার তিলাওয়াত করবে, আল্লাহতায়ালা তার তিনটি নেক মকছুদ পূর্ন করবেন। যথা-(১) হায়াত বাড়িয়ে দিবেন। (২) রুজি রোজগার বাড়িয়ে দিবেন এবং (৩) সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন। নবী করিম (সঃ) এই রাত্রিতে কবর জিয়ারত করতেন এবং মৃত ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। অতএব এ পূন্যময় ও তাৎপর্যপূর্ণ রজনীতে মুসলিম ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে পাপ পঙ্কিলতা পরিহার এবং দুনিয়া- আখিরাতের শান্তি ও মুক্তির জন্য পরম করুনাময়ের নিকট বিনিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন।

এ মাসের বিশেষ দোয়াঃ

"আল্লাহুম্মার জুক্বনি ক্বলবান তাকীয়ান মিনশ্ শিরকে বারীয়ান লা কাফেরান ওয়ালা শাকীয়ান।"
"আল্লাহুম্মা বারিক ফি রজবা ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদানা।"
"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়াহু মুখলেছিনা লাহু দ্বীনা ওয়ালাউ কারিহাল কাফিরুন।"

রমজান মাসের মাহাত্ম্য ও ফজিলত ঃ
এ মাসের নাম করণ ঃ

ইমাম বাগবী (রহঃ) বলেছেন যে, বিশুদ্ধ মতানুযায়ী রমজান একটি মাসের নাম, এর উৎপত্তি হয়েছে 'রমজ' শব্দ থেকে। যার অর্থ গরম পাথর। আরবের লোকেরা গরমের মৌসুমে রোজা রাখত। ঐ সময় তারা বছরের বারটি মাসের ক্রমিক লিখে নিয়েছিল। যার ক্রমিক ধারাবাহিকতায় রমজান মাসটি পড়ে গিয়েছিল গ্রীষ্মের মৌসুমে এজন্য মাসটির নাম করা হয়েছে রমজান। কারো কারো মতে- যেহেতু রোজা মানুষের পাপ জ্বালিয়ে দেয়, তাই যে মাসে রোজা রাখা হতো সে মাসের নাম রমজান রাখা হল।

এ মাসের ফজিলত ঃ

রহমত মাগফেরাত ও মুক্তির মাস হলো মাহে রমজান। তাছাড়া পবিত্র কোরআন নাজিলের মাস মাহে রমজান। হেদায়েতের মাস রমজান। আত্মশুদ্ধির মাস রমজান, সর্বোপরি ইবাদত, তাকওয়া, ধৈর্য্য, পরহেজগারী অর্জনের মাধ্যমে স্রষ্টার নৈকট্য লাভের মাস হলো রমজান। এই মাসের বর্ণনায় পবিত্র কোরআনুল করিমে ইরশাদ হয়েছে- "রমজান মাস, এ মাসেই মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যের পার্থক্যকারী রূপে পবিত্র কোরআন

নাজিল হয়েছে, সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন সিয়াম পালন করে তবে পীড়িত থাকলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করতে পারবে।" (সূরা বাকারা আয়াত-১৮৫)

ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়ে একত্রে রমজানের ফজিলতের উপর হাদিস শরীফ বর্ণনা করেছেন। প্রখ্যাত ছাহাবী হযরত আবু হুরাইরা (রাদ্বিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুলাল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যখন রমজান মাস শুরু হয় তখন আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। অন্য বর্ণনায় আছে, জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়। দোযখের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শিকল দ্বারা আবদ্ধ করে রাখ হয়। অন্যত্র হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রহমতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদিছ শরীফে বর্ণিত রয়েছে যখন রমজান মাসে প্রথম রাত শুরু হয় তখন সব বেহেস্তের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং সারা মাসে একটি দরজাও বন্ধ হয় না।

আল্লাহপাকের তরফ থেকে তাঁরই নির্দেশে এক ঘোষক ঐ রাতে ঘোষণা দেয়, পূণ্যের দিকে এগিয়ে আস, আর নিজের অকল্যাণকারী দুরে সরে যাও। কে আছ ক্ষমা প্রার্থী তাকে ক্ষমা করা হবে। কে আছ প্রার্থনাকারী তার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হবে, কে আছ তাওবাকারী তার তাওবা কবুল করা হবে, ভোর পর্যন্ত এই ঘোষনা এই ভাবে প্রতি রাতে ঘোষিত হতে থাকে। (মিশকাত শরীফ- রোজার অধ্যায়)।

যে ব্যক্তি এ মাসে একটি নফল কাজ করবে, সে অন্য মাসে একটি ফরজ কাজ আদায়ের সমান সওয়াব পাবে। আর যে এ মাসে একটি ফরজ কাজ আদায় করবে সে অন্য মাসের ৭০টি ফরজ ইবাদতের সমান সওয়াব লাভ করবে (মিশকাত শরীফ)। এ মাসটি ধৈর্যের মাস, ধৈর্যাবলম্বনের বিনিময়ে নির্ধারিত রয়েছে বেহেস্ত। এ মাসটি হল পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্যের মাস। এ মাসে মোমেনদের রিজিক (রুজি) বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। (মিশকাত, কিতাবু ছাওম)

এ মাসের এবাদতঃ

রোজা রাখার ফজিলত ঃ উল্লেখ্য যে, ইসলামে রমজান মাসের রোজা ফরজ করা হয় হিজরী দ্বিতীয় সনে। আমল ও আক্বিদা দুইদিক থেকে মুসলমানের উপর রোজা অপরিহার্য্য ফরজ এবাদত। তা অবিশ্বাস করা বা অস্বিকারকারী নিশ্চয়ই কাফের।

পবিত্র কোরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে- হে ইমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যে রূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমার পূর্ববর্তি লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেজগারী অর্জন করতে পার (সুরা-বাকারা আয়াত-১৮৩)।

হাদিছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে- যে ব্যক্তি খালেছ মনে, বিশ্বাস সহকারে সওয়াবের লক্ষ্যে রোজা রাখবে তার পূর্বের ও পরবর্তী গুনাহ সমূহ মাফ করে দেওয়া হবে। (মিশকাত)।

আরো এরশাদ হয়েছে - (আল্লাহতায়ালা বলেন) বান্দার প্রত্যেকটি কাজ তার নিজের জন্য রোজা ছাড়া, কেন না রোজা আমার জন্য এনং তার প্রতিদান আমি নিজেই। এতে প্রতিয়মান হয় যে রোজার ফজিলত অন্যান্য সকল এবাদত থেকে মাহাত্ম্যের দিক দিয়ে অতি উত্তম, কেবল মাত্র রোজা ছাড়া অন্য কোনো এবাদতের ব্যাপারে আল্লাহতায়ালা এইরূপ উক্তি করেন নি। হযরত সৈয়্যদেনা কা'আব আল জাবের (রঃ) থেকে বর্ণিত- কেয়ামত দিবসে একজন আহবানকারী এই বলে আহবান করবেন। প্রতিটি বপনকারী (অর্থাৎ আমলকারী) কে তার ক্ষেত (অর্থাৎ

আমল বা কর্ম) এর সমান সওয়াব দেয়া হবে, কোরআনের জ্ঞানে জ্ঞানীগণ ও রোজাদারগণ ব্যতিত, কারণ তাদেরকে সীমাহীন ও হিসাবছাড়া সওয়াব দান করা হবে। (সোয়াবুল ইমান ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪১৩)

নফল এবাদত ঃ

অনেক বরকত ও ফজিলতময় মাস হলো মাহে রমজান আর এটা ধৈর্য্য, কৃতজ্ঞতা ও প্রচুর পরিমাণে এবাদত বন্দেগির মাস। উল্লেখ্য যে এ মাসে নফল এবাদতের সওয়াবের পরিমাণ অন্য মাসের ফরজ এবাদতের সমান, আর এ মাসের একটি ফরজ এবাদতের সওয়াব অন্য মাসের ৭০ গুন বেশী। তাই যে ব্যক্তি প্রচুর পরিমান এবাদত করে আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি অর্জন করবে, তাকে মহা প্রতিফল দেয়া হবে। তাই এ মাসের প্রতি রাতে বিশ রাকাত তারাবীহ নামাজ ছাড়াও অন্য নফল এবাদত করা অতি উত্তম।

মাহে রমজানুল মোবারকে প্রথম রাত এশা নামাজের পরে একবার "ছুরা ফাতেহা" পাঠকরা অন্যতম ফজিলতময় আমল। প্রথম রাত তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করার পর আসমানের দিকে মুখ করে ১২ বার নিম্মোক্ত দোয়া পাঠে খুবই ফজিলত রয়েছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হাইয়্যুল কাইয়্যুমি আলা কুল্লি নাফসিন বেমা কাছাবাত।" এইছাড়া নিম্মোক্ত বিজোড় রাতে নফল নামাজ আদায় করা যায়।

২১ রমজানঃ ০৪ রাকাত নামাজে ২ রাকাতের নিয়তে প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতেহার পর সুরা ক্বদর একবার, সুরা এখলাস একবার পাঠ করবে, সালাম ফিরানোর পর ৭০ বা দরুদ শরীফ পাঠ করবে।

২৩ রমজানঃ উল্লেখিত নিয়মে দুই রাকাত করে আট রাকাত নফল নামাজ আদায় করবে। সালাম ফিরানোর পর ৭০ বার কালিমায়ে তামজীদ পাঠ করত আল্লাহর নিকট গুনাহ মাফ চেয়ে দোয়া করবে। এতদ্ব্যতিত উক্ত রাতে সুরা এয়াছিন ও সুরা আর রাহমান ১ বার করে পাঠ করবে।

২৫ রমজানঃ দুই নিয়তে চার রাকাত নফল নামাজ আদায় করবে, প্রতি রাকাতে সুরা ক্বদর ১বার এবং সুরা ইখলাস ৫ (পাঁচ) বার করে পড়বে। সালাম ফিরিয়ে কালেমা তৈয়্যবা ১০০ শত বার পাঠ করলে আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে অসংখ্য সওয়াব প্রদান করা হবে।

২৭ রমজান ঃ এ রাত্রিকে লাইলাতুল ক্বদর বলা হয়। ২৭ তারিখ রাত্রে যে ব্যক্তি চার রাকাত নামাজ আদায় করবে প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতিহার সাথে সুরা তাকাছুর ১ বার সুরা ইখলাস ৩বা পাঠ করবে। উক্ত রাত্রে আরও চার রাকাত নামাজ আদায় করবে, প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতিহার পর সুরা ক্বদর ৩ বার সুরা ইখলাস ৫০ বার, নামাজ শেষ করার পর নিম্মোক্ত দোয়াটি- "সুবাহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহে ওয়া লাইলাহা-ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর" পাঠ করবে। উক্ত রাত্রে আরও ৪ (চার) রাকাত নামাজ প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতিহার পর সুরা ক্বদর ১ বার, সুরা ইখলাস ২৭ বার আদায় করে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে মোনাজাত করবে।

লাইলাতুল ক্বদর এর ফজিলত ঃ

পবিত্র কোরআনুল করিমে এই রাত্রির মর্যাদা ও ফজিলত সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহতায়ালা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। আমি উহাকে (কোরআনকে) নাজিল করেছি শবে ক্বদরে, শবে-ক্বদর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? শবে ক্বদর হলো এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রজনী।

(অর্থাৎ এক হাজার সমান ১০০০ ভাগ ৮৩.৩৩ বছর গুণ ৩৬০ = ২৯,৯৯৮,৮০ রাত্রি বা ৩০,০০০ রাত্রি।

বোখারী শরীফে উল্লেখ রয়েছে যে ব্যক্তি এ রাতে ঈমান ও নিষ্ঠার সাথে জাগ্রত হয়ে ইবাদত করেছে, তার সারা জীবনের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে (সহিহ বোখারী)

শবে ক্বদরের দোয়া ঃ নবী করিম (সঃ) হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) কে বলেন, ক্বদর রাত্রে তুমি এই দোয়াটি পড়বে "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফউন করীমুন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নী ইয়া গাফুরু, ইয়া গাফুরু, ইয়া গাফুরু।" প্রিয় নবী (সঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করবে, প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতিহার পর সুরা ইখলাস ৭ বার করে পাঠ করবে। নামাজ সমাপ্ত করে নিম্মোক্ত দোয়াটি ৭০ বার পাঠ করবে-"আস্‌তাগফিরুল্লাহাল্লাজী লাইলাহা ইল্লাল্লাহু হুয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুমু ওয়া আতুবু ইলাইহি।"

ঐ ব্যক্তি স্বীয় নামাজের স্থান থেকে উঠার পূর্বে আল্লাহতায়ালা তার ও তার মাতা পিতার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। ফেরেশতাকে হুকুম দেওয়া হবে যাতে ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতে ফলের গাছ বপন করে থাকে, মহল প্রশস্ত করতে থাকে এবং নহর তৈরী করে, এ নামাজ আদায়কারী যতক্ষণ এসব ব্যাপারে স্বপ্ন দেখতে না পায় ততক্ষণ তার মৃত্যু আসবেনা। (তাফরিরে ইয়াকুব ছারখী)

দারুত তায়ালীমের প্রতিনিধি- আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী
(শাহ্ এমদাদীয়া) চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদ।



"হযরতে শাহ্ আহমদ উল্লাহ কাদেরী।
কুতুবুল আক্‌তাব বে বেলাদে মাশরেকী।।"

পরিচালক ঃ মুহাম্মদ আবু বক্কর
মোবাইল ঃ ০১৮১৯-৬০৫৬৫০, ০১৯১৫-১৪৮০৯৪

সিনাই থাই এ্যালমুনিয়াম গ্লাস
SINAI THAI ALUMINIUM GLASS
All Kinds of Steel, Thai Aluminium Fabricator & Order Supplier
Shahid Sharif Building, M. A. Aziz Road, Near Kazir Gali
South Halishahar, 39 No. Ward, Chittagong, Bangladesh

কোরআন, হাদীস, ইতিহাস ও ঐতিহ্যে ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

সৈয়দ মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল আযহরী

চন্দ্র সূর্য, গ্রহ তারা, নীল আসমান, গাছপালা, তরুলতা, ফুল-ফল, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, পাহাড়, ঝর্ণা ইত্যাদি হাজারো নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ঘেরা আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী যাঁর উসিলায় সৃজিত, যিনি সৃষ্টি না হলে আসমান যমীনের কিছুই সৃষ্টি হতো না, তিনিই আমাদের প্রিয়নবী, সাইয়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহাকালের মানব ইতিহাসে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে মহান, সবচেয়ে পবিত্র।

বেলাদত ও জন্মগ্রহণ প্রত্যেক মানুষের জন্যই খুশি ও আনন্দের পরিচায়ক হয়ে থাকে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে জন্মদিনের একটি নির্দিষ্ট গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। আর এই গুরুত্ব সে সময় আরও বেড়ে যায় যখন সেদিনগুলোর সম্পর্ক আম্বিয়া (আলাইহিমুস্‌সালাম)-এর সাথে হয়। আম্বিয়ায়ে কেরামের জন্ম আসলেই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালার শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম নেয়ামত। প্রত্যেক নবীর জন্ম নেয়ামতের ওসীলায় সংশ্লিষ্ট উম্মতগণ অন্য সকল নেয়ামত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করে। হুযুর নবীয়ে আকরাম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদকায় উম্মতে মুহাম্মদীর আবির্ভাব ও নবুয়্যতে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমানী হেদায়েতের নিয়ামত, ওহীয়ে রাব্বানীর নেয়ামত নুযুলে কোরআন ও মাহে রমযানের নেয়ামত, জুমা ও ঈদাইনের (দুই ঈদ) নেয়ামত, শরফ ও ফযিলত মূলত: সুন্নাত ও সীরাতে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই নেয়ামত।

মোটকথা, যতসব নেয়ামত ক্রমাগতভাবে দান করা হয়েছে ওই সকল নেয়ামতের মূল প্রতিপাদক এবং রবিউল আউয়ালের মূলকেন্দ্র হচ্ছে আনন্দপূর্ণ ও প্রাণস্পর্শী বসন্তের সমুজ্জ্বল সুবহে সাদেক, যখন হুযুর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌভাগ্যময় বেলাদত হয়েছে এবং সেই বরকতপূর্ণ দিন যখন পেয়ারা নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পৃথিবীর পানি ও ফুলের পরিবেশে আগমন করেছিলেন। সুতরাং হুযুর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌভাগ্যপূর্ণ বেলাদতের উপর খুশি হওয়া ও আনন্দ প্রকাশ করা ঈমানের আলামত এবং স্বীয় পথপ্রদর্শক নবীয়ে মুকাররাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের আয়না বিশেষ।

ঈদ: 'ঈদ' মানে খুশি বা আনন্দ প্রকাশ করা। আর 'মীলাদ' অর্থ জন্মের সময় বা দিন। 'নবী' শব্দ দ্বারা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়। "ঈদে মীলাদুন্নবী'" বলতে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র বিলাদত শরীফ-এর দিন উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করা, ছানা-ছিফত, ফাযায়িল-ফযীলত, শান-মান বর্ণনা করা, তাঁর প্রতি ছলাত-সালাম পাঠ করা, তাঁর পূত-পবিত্রতম জীবনী মুবারকের সামগ্রিক বিষয়ে আলোচনাকেই বুঝায়।

আল ক্বোরআনে ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম:

আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় নবী-রাসূলগণ আলায়হিমুস্ সালাম, সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বাইতে রাসূল ও আউলিয়ায়ে কেরামের শুভ জন্ম দিন এবং ওফাত দিনকে কেন্দ্র করে মাহফিল করা, নানা পুন্য ও কল্যাণকর কাজের মাধ্যমে তাঁদের অবদানকে স্মরণ করা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় ও শরীয়ত সম্মত কাজ। কেননা এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ তাঁদের জীবন, কর্ম ও অনুপম আদর্শ সম্পর্কে অবগত হতে পারে এবং নিজের জীবনে তাঁদের আদর্শ

বাস্তবায়নে আগ্রহী ও উৎসাহিত হয়ে উঠে।

আল্লাহতায়ালা স্বীয় হাবীবে মুকাররাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের যিকির মোবারক শপথসহকারে বর্ণনা করেছেন, ইরশাদ হয়েছে- لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (١) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (٢) وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (٣)

'আমি এই শহরের (মক্কা) শপথ করছি, (হে হাবীব!) এ জন্য যে এই শহরে আপনি তশরীফ আনয়ন করেছেন। (হে হাবীব!) আপনার পিতার [আদম আলাইহিস সালাম অথবা ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের] শপথ এবং (তাদের) শপথ, যারা জন্মগ্রহণ করেছে।' (সূরা বালাদ: আয়াত ১-৩)।

মহান আল্লাহ পাক আলমে আরওয়াহতে সমস্ত নবী-রসূল (আলাইহিমুস সালাম)কে নিয়ে ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করেছেন, তথা আগমন শরীফের মহান খুশির খোশ খবরী জানিয়ে দেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন ও খিদমত ফরয করে তার ওয়াদা নেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে ইরশাদ করেন-

وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. (آل عمران-٨١)

"(হে আমার হাবীব আপনি স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা) যখন আল্লাহ (আলমে আরওয়াহতে) নবীগনের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহন করলেন যে, আমি যা কিছু তোমাদের দান করেছি কিতাব ও জ্ঞান এবং অতঃপর তোমাদের নিকট কোন রসূল আসেন তোমাদের কিতাবকে সত্য প্রতিপাদনের জন্য, তখন সে রসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর সাহায্য করবে। তিনি বললেন, 'তোমারা কি অঙ্গীকার করছো এবং এই শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিয়েছ? তাঁরা বললেন, 'আমরা অঙ্গীকার করেছি'। তিনি বললেন, তাহলে এবার সাক্ষী থাক। আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম। অতঃপর যে লোক এই ওয়াদা থেকে ফিরে দাঁড়াবে, সেই হবে নাফরমান। (সূরা আলে ইমরান- ৮১, ৮২)

পবিত্র ক্বোরআনে প্রায় অর্ধশতাধিক বার নির্দেশ এসেছে আল্লাহর প্রিয় জনদের স্মরণ করার বিষয়ে, যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন- وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (مريم:٤١)

(হে হাবীব! স্মরণ করুন কিতাবে হযরত ইবরাহীমকে)। [মারয়াম: ৪১]

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (مريم:٥١)

(হে হাবীব! স্মরণ করুন কিতাবে হযরত মুসাকে)। [মারয়াম-৫১]

এ নির্দেশটি শুধু আল্লাহ্ তা'আলার নবী-রাসূলদের মাঝে সীমাবদ্ধ নয় বরং আউলিয়ায়ে কেরামের ক্ষেত্রেও একই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا (مريم:١٦)

(হে হাবীব আপনি কিতাবে হযরত মারয়ামকে স্মরণ করুন)। [মারয়াম:১৬]

এ আয়াতে হযরত মরিয়াম আলায়হিস্ সালামকে স্মরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একথা কারও অজানা নেই যে,

হযরত মরিয়াম আলায়হিস্ সালাম নবী ছিলেন না, বরং তিনি আল্লাহর একজন ওলী ছিলেন।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ক্বোরআন করিমে তার প্রিয় নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি যেন তাঁর উম্মতদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নেয়ামত অবতরণের দিনগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেন। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন-

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (٥)

(হে হাবীব! আপনি আপনার উম্মতদেরকে আল্লাহর দিনগুলো সম্পর্কে উপদেশ দিন। [ইবরাহীম-০৫]

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার দিনগুলোকে মানে ওই সব দিনকে বুঝায় যে দিনগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলা তার বিশেষ কোন বান্দা বা বিশেষ কোন জাতকে কোন খাস বা বিশেষ নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন। আর এ দিনগুলো হলো শুভ জন্ম দিন, বিজয়ের দিন ইত্যাদি।

*** জন্মদিবস ও ওফাত দিবসকে আল্ ক্বোরআনের বিশেষ সম্মান :**

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয়জনদের শুভজন্ম এবং তাঁদের বেচাল বা ওফাত দিবসকে ক্বোরআনুল করিমে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন এবং এ দিনগুলোকে বিশেষ শান্তি ও সালামের দিন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বরং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এ দিনগুলোতে বিশেষ সালাম প্রেরণ করা হয়েছে। হযরত ইয়াহ্য়া আলায়হিস্ সালাম এর শুভজন্ম ও বেচাল শরীফ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (مريم:١٥)

"এবং তাঁর প্রতি সালাম বা শান্তি যেদিন তিনি (হযরত ইয়াহ্য়া আলাহিস্ সালাম) জন্ম গ্রহণ করেছেন। যেদিন তিনি ওফাত পাবেন এবং যেদিন তিনি পুনর্জীবিত হবেন [সূরা মারয়াম:১৫]

হযরত ইসা আলায়হিস্ সালামের ভাষায় আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন, হযরত ইসা আলায়হিস্ সালাম তাঁর মাতৃক্রোড়ে এ ঘোষণা দিলেন যে, وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (مريم:٣٣)

"এবং আমার প্রতি সালাম ও শান্তি যেদিন আমি জন্ম গ্রহণ করেছি, যেদিন আমি ওফাত পাবো এবং যেদিন আমি পুনর্জীবিত হবো। [মারয়াম:৩৩]

এ আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হলো জন্ম ও ওফাতের দিনকে উপলক্ষ করে দুরূদ, সালাম, দোয়া, মুনাজাত ও নেয়ায-তাবাররুকাতের ব্যবস্থা করা নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত বরকত ও ফযিলত মন্ডিত কাজ। যদি এতে শরিয়ত বিবর্জিত কোন কাজ সংঘটিত না হয়।

আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়জনদের স্মরণের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা আরও এরশাদ করেন-

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (يوسف:١١١)

(নিশ্চয় তাদের ঘটনাসমূহে রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ)। [ইউসুফ:১১১]

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (الذاريات: ٥٥)

(আপনি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিন, কেননা স্মরণের মধ্যে রয়েছে মুমিনগণের জন্য অনেক উপকার। [যারিয়াত:৫৫]

মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন-

مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (هود:١٢٠)

(আমি আপনার নিকট পূর্ববর্তী রাসূলগণের যা ঘটনা বর্ণনা করেছি তা আমি আপনার হৃদয়কে সুদৃঢ় ও মজবুত করার জন্য। [হুদ: ১২০]

হাদীস শরীফে ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম:

রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পালন করেন নিজের জন্ম দিন। যেহেতু শুভজন্ম দিন আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ নেয়ামত তাই রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাঁর নিজ জন্মদিন বা মিলাদ উদযাপন করেছেন নফল রোযা পালনের মাধ্যমে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সোমবার রোযা রাখতেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এরশাদ করেছিলেন:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ.

এটা ওইদিন যেদিন আমার শুভজন্ম হয়েছে বা মিলাদ হয়েছে, যে দিন আমার বে'সত হয়েছে অথবা যে দিন আমার প্রতি প্রথম ওহী নাযিল হয়েছে। [মুসলিম শরীফ] অর্থাৎ তিনি তাঁর শুভজন্মদিন উপলক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া স্বরূপ এ নফল রোজা রাখতেন।

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজেই নিজের বিলাদত শরীফ উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করে ইরশাদ করেন-

عن ابي أمامة رضى الله عنه قال: قلت يا رسول الله! ما كان أول بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. (رواه احمد)

"আমি হলাম হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম'র দোয়া, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম'র সুসংবাদ এবং আমার আম্মাজান হযরত আমিনা আলাইহাস সালামের দেখা সুস্বপ্ন মুবারক ও অলৌকিক ঘটনার বাস্তব প্রতিফলন। আমার আম্মাজান আমার বিলাদত শরীফ-এর সময় দেখেছিলেন যে, এক বরকতময় 'নূর' যমীনে তাশরীফ নিলেন এবং সে নূর মুবারক-এর আলোর প্রভাবে শাম দেশের দালান-কোঠাগুলোকে আলোকিত করলো, তা তিনি সুস্পষ্টভাবে দেখতে পেলেন।" (মুসনাদে আহমদ, মিশকাত শরীফ)

এছাড়া সাইয়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজেও নিজের মীলাদ শরীফ তথা বিলাদত শরীফ সম্পর্কে খুশি প্রকাশ করে স্বীয় বংশ মযার্দার ছানা-ছিফত বর্ণনা করেন,

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ بَنِي كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ - قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . (اخرجه مسلم (٢٢٧٦/١)

"মহান আল্লাহ তায়ালা তিনি আমাকে কুল-মাখলুকাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, মাখলুকাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম গোত্র কুরাঈশ খান্দানে এবং কুরাঈশ গোত্রের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হাশেমী শাখায় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ঘরে আমাকে প্রেরণ করেছেন।" (তিরমিযী, মিশকাত শরীফ)

এ মুবারক ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনের সুমহান সুন্নত আদায় করার যে পদ্ধতি বা নিয়ম বর্তমানে জারি রয়েছে তা পরবর্তিতে কারো মনগড়া তৈরিকৃত কোনো নিয়ম-পদ্ধতি নয়। বরং এ নিয়ম হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র যামানাতেই জারি ছিলো এবং ছাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে হাদীছ শরীফ-এ ইরশাদ হয়েছে: "হযরত আবু দারদা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে,

عن ابى الدرداء رضى الله تعالى عنه انه مرمع النبى صلى الله عليه وسلم الى بيت عامر الانصارى وكان يعلم وقائع ولادته صلى الله عليه وسلم لأبنائه وعشيرته ويقول "هذا اليوم" "هذا اليوم" فقال عليه الصلوة والسلام ان الله فتح لك ابواب الرحمة والملائكة كلهم يستغفرون لك من فعل فعلك نجى نجاتك .

একদা তিনি রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সাথে হযরত আমির আনছারী রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর গৃহে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন যে, তিনি বিলাদত শরীফ উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করে উনার সন্তানাদি এবং আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, পাড়া-প্রতিবেশীদেরকে নিয়ে আখিরী রসূলের বিলাদত শরীফ-এর ঘটনাসমূহ শুনাচ্ছেন এবং বলছেন, এই দিবস; এই দিবস (অর্থাৎ এই দিবসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমীনে তাশরীফ এনেছেন এবং ইত্যাদি ইত্যাদি ঘটেছে)। বিলাদত শরীফ-এর ঘটনাবলী শ্রবণ করে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তার রহমতের দরজা আপনার জন্য উন্মুক্ত করেছেন এবং সমস্ত ফেরেশতাগণ আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন, আপনাদের জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে গেলো। এবং যে কেউ আপনাদের মতো এরূপ কাজ করবে, সেও আপনাদের মতো নাজাত (ফযীলত) লাভ করবে।" (আত তানবীর ফী মাওলিদিল বাশীর ওয়ান নাযীর, সুবুলুল হুদা ফী মাওলিদিল মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- হযরত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী, -৩৫৫ পৃষ্ঠা)

নেয়ামত প্রাপ্তির দিনকে স্মরণ করা নবীগণ আলাইহিমুস সালামের সুন্নাত: রমযান মুবারকের রোযা ফরজ হবার পূর্বে আশুরা রোযা রাখা ফরজ ছিল। রমযানের রোযার হুকুম নাযিল হবার পর তা সুন্নাতে রূপান্তরিত হয়।

আশুরার রোজা কী ও কেন? বুখারী-মুসলিমসহ অসংখ্য হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা

আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন দেখতে পেলেন ইয়াহুদিরা মুহররম মাসের দশম তারিখে তথা আশুরার দিনকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নফল রোযাসহ অনেক ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে প্রতি বৎসর উদযাপন করে আসছে। তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তারা জানায়-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا- يَوْمَ عَاشُورَاءَ - فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ- فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُومُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ- فَصَامَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ (صحيح مسلم)

"এটি একটি মহান দিবস, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুসা আলায়হিস্ সালাম এবং তাঁর জাতিকে মুক্তি দিয়েছিলেন। আর ফেরআউন ও তার জাতিকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ার্থে হযরত মুসা আলায়হিস্ সালাম রোজা রেখেছিলেন, তাই আমরাও এ দিনে রোজা রাখি। তখন রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "আমরা তোমাদের চেয়ে হযরত মুসা আলায়হিস্ সালাম এর অধিক হকদার এবং অধিক নিকটবর্তী। (কেননা তারা হযরত মুসা আলায়হিস্ সালাম এর প্রকৃত দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল), তাই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ দিনে রোজা রেখেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে এ দিন রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। [বুখারী ও মুসলিম]

এ হাদীসগুলো থেকে প্রমানিত হয় যে, বিশেষ নেয়ামত প্রাপ্তির দিনগুলোকে স্মারণ করা সকল নবী-রাসূল আলায়হিমুস্ সালামের সুন্নাত। আরও প্রমানিত হয় যে, বাৎসরিক একটি সুনির্দিষ্ট দিনকে উদযাপনের জন্য নির্ধারণ ও ধার্য্য করাও সুন্নাত, যা এ হাদীস দ্বারা প্রমানিত।

ইতিহাস ও ঐতিহ্যে ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম:

রাহমাতুল্লিল আলামীন সৈয়্যদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শুভাগমনকে কেন্দ্র করে মিলাদ-মাহফিল উদ্‌যাপন করা জগতখ্যাত আল্লামা ও মনীষীদের দৃষ্টিতে শুধু বৈধ নয় বরং অন্যতম ইবাদত।

এটি এ মহাদেশের বা এ শতাব্দীর উদ্ভাবিত নয় বরং প্রায় আটশত বছর পূর্ব থেকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে এবং বিশ্বের সর্বজন গ্রহণযোগ্য ওলামা-মাশায়েখ ও সর্বস্তরের মুসলমানগণ তা পালন করে আসছেন। বর্তমানেও সৌদি আরব ছাড়া বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে এ দিনটি সরকারি ছুটির দিন এবং অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব হিসেবে বিবেচিত।

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতীর মতে- প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেই নিজের মিলাদ উদ্‌যাপন করেছেন, আর তা হলো তিনি নুবূয়ত প্রকাশের পর নিজের আক্বীকা নিজেই করেছেন অথচ ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, হযরত আবদুল মুত্তালিব তাঁর আক্বীকা সম্পন্ন করেছেন তাঁর জন্মের পরেই। তাই এটা ছিল মূলত তাঁর মিলাদ উদ্‌যাপন। [বায়হাক্বী ও মুসনাদে বাজ্জার খ-১০, পৃ.১৩, তাবরানী, আর রাজ্জাক, ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া, খ-১, পৃ. ১৮৯]

আবার অনেক মুহাক্কিক বলেছেন- প্রিয়নবীর প্রতি সোমবার রোযা পালন করা এবং উম্মতদেরকে ঐ দিন রোযা রাখার পরামর্শই প্রমাণ করে তিনি নিজের মিলাদ নিজেই উদ্‌যাপন করেছেন। শাইখে মক্কা আল্ মুকার্‌রমা আল্লামা আলাভী মালেকী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর কিতাব حول الاحتفال بالمولد النبي الشريف. এ এবং আল্লামা হাসান সানদুভী তাঁর تاريخ الاحتفال بالمولد النبي من عصر الاسلام الاول الى عصر الفاروق الاول. নামক কিতাবে প্রিয় নবীর যুগ থেকে আইয়ুবী ও উসমানীসহ অন্যান্য ইসলামী খেলাফতামলে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় যেভাবে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদ্‌যাপন হতো তার একটি বিস্তারিত তালিকা সন সহ উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি আল্লামা আলভী তাঁর কিতাবে মিলাদুন্নবীর সমর্থনে এ পর্যন্ত যত কিতাব লেখা হয়েছে তার একটি তালিকাও উল্লেখ করেছেন।

ওদিকে ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর حسن المقصد فى عمل المولد নামক কিতাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে সর্বপ্রথম মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদ্‌যাপনকারী হিসেবে, সুলতান সালাহউদ্দিন আল আইয়ূবীর শাসনকালে 'ইরবিল' এর প্রসিদ্ধ ন্যায় বিচারক শাসক ও প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন বাদশাহ্ মুজাফ্‌ফর আবু সায়ীদ কুকারবী বিন জাইনুদ্দিন আলী বিন বক্তগীনকে আখ্যায়িত করেছেন। যা ছিল ৬০৪হিজরীতে। [ইমাম সুয়ূতী: হুসনুল মাকছিদ ফি আমালিল মাওলিদ]

যাঁকে ইমাম ইবনে কাছীর একজন অত্যন্ত খোদাভীরু আলেম ও ন্যায় বিচারক শাসক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। (ইবনে কাছীর, বিদায়া নিয়াহা, খ-১৩, পৃ. ১৩৬) এবং ইমাম যাহাভী তাঁকে একজন মুহাদ্দিস ও ফকিহ্ হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর জন্ম- ৫৪৯হি., ১১৫৩খৃ. এবং ইন্তিকাল-৬৩০হি.,১২৩২খৃ. ইরবিল- ইরাকের একটি শহর, বর্তমানে তা কুর্দী অধ্যুষিত এলাকা।) ইমাম যাহাবী, (سير أعلام النبلاء) (সিয়ারু আ'লামিল নুবালা) খ.-২২, পৃ. ৩৩৬]

ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকানও তাঁকে নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন- 'যখন ইমাম আবুল খাত্তাব ইবনে দিহ্‌য়া যখন মিলাদুন্নবীর এ মহা আয়োজনকে দেখতে পেলেন তখন তিনি তার সমর্থনে একটি স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করে বাদশাহকে উপহার দেন এবং কিতাবটির নামকরণ করেন- التنوير فى البشير النذير. বাদশাহ্ তা পাঠ করে খুশী হয়ে লেখককে এক হাজারটি স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেন। [ইবনে খাল্লিকান, تاريخ خلكان]

নিম্নে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জগতখ্যাত কয়েকজন আল্লামার (মহাজ্ঞানী) অভিমত পেশ করা হলঃ

* ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলায়হি (ইন্তিকাল ৯১১হি, ১৫০৫খৃ.)

السيوطى، حيث قال: عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة فى مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع فى مولده من الآيات ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك هو من البدع الحسنة التى يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف، (حسن المقصد فى عمل المولد، تاليف: جلال الدين السيوطى، ص ٤)

আমার দৃষ্টিতে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মূলে হলো- কিছু লোকের সমবেত হয়ে কোরআন তেলাওয়াত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর জন্মপূর্ব এবং জন্মকালীন বিভিন্ন নিদর্শনাবলী ও সুসংবাদ এবং তৎসংক্রান্ত বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতসমূহ বর্ণনা করা এবং উপস্থিত লোকদের জন্য কিছু খানা-পানির ব্যবস্থা করা। যা এমন একটি উত্তম কাজ যাতে তাদেরকে অনেক পূন্য বা সাওয়াব দান করা হবে। কেননা এতে রয়েছে- প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সম্মান এবং তার পবিত্র শুভাগমনে আনন্দ ও খুশী প্রকাশ। [দেখুন ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী রচিত حسن المقصد فى عمل পৃ. ৪, ইমাম ইবনে হাজার আল হাইতামী, تحفة المحتاج فى شرح المنهاج এর نكاح অধ্যায়, الصداق পর্ব, فصل وليمة العرس, পৃ. ৪৩২, প্রকাশক- دار احياء التراث]

* ইমাম ইবনুল জাওযী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, (ইন্তিকাল-৫৯৭ হি.)

ابن الجوزى، حيث قال عن المولد النبوى: من خواصه أنه أمان فى ذلك العام وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام. (السيرة الحلبية، تاليف: على بن برهان الدين الحلبي، ١/٨٣-٨٤)

মিলাদুন্নবীর উপকারিতাসমূহের অন্যতম হলো- তা ঐ বছরটির জন্য নিরাপত্তা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ হবার আগাম সুসংবাদ। [সিরাতে হালাবীয়্যাহ্: ইমাম আলী বিন বুরহানুদ্দিন হালাবী, খ.-১, পৃ.-৮৩-৮৪]

* ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, (ইন্তিকাল- ৮২৫হি.)

ابن حجر العسقلانى، حيث قال الحافظ السيوطى: وقد سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر عن عمل المولد فاجاب بما نصه: أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن السلف الصالح من القرون الثلاثة، ولكنها مع ذلك اشتملت على محاسن وضدها، فمن تحرى فى عملها المحاسن وتجنب ضدها كانت بدعة حسنة، وقد ظهر لى تخريجها على أصل ثابت، وهو ما ثبت فى الصحيحين من أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم، فقالوا: هو يوم أغرق الله فيه فرعون، ونجى موسى، فنحن نصومه شكرا لله، فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به فى يوم معين من إسداء نعمة، أو دفع نقمة.. إلى أن قال: وأى نعمة أعظم من نعمة بروز هذا النبى صلى الله عليه وسلم.. نبى الرحمة فى ذلك اليوم، فهذا ما يتعلق بأصل عمله، وأما ما يعمل فيه: فينبغى أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد شئ من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة.

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, শাইখুল ইসলাম, যুগের অদ্বিতীয় হাফেজে হাদীস ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলায়হিকে মিলাদুন্নবী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে- জবাবে তিনি বলেন: মূলত মিলাদুন্নবী হলো নব আবিস্কৃত, প্রথম তিন শতাব্দীতে তা উদ্‌যাপনের প্রমাণ মিলে না, এরপরও এতে অনেক ভাল ও মন্দ দিকও রয়েছে। সুতরাং যারা তা পালন করতে গিয়ে ভাল ও সুন্দর কাজগুলো করে এবং খারাপ কাজ

থেকে বিরত থাকে তাহলে তা উত্তম নব আবিস্কৃত (বিদয়াতে হাসানাহ্) । তার বৈধতার বিষয়ে আমার নিকট বিশুদ্ধ প্রমাণ রয়েছে । আর তা হলো বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরতের পর দেখতে পেলেন ইয়াহুদীরা আশুরার দিন (মহররমের দশম তারিখ) রোজা পালন করছে । তাদেরকে এর কারণ জানতে চাইলে তারা বলেন, এটা ঐ দিন যেদিনে আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মুসা আলায়হিস্ সালামকে মুক্তি দিয়েছেন এবং ফেরআউন ও তার অনুসারীদেরকে নদীতে ডুবিয়ে মেরেছেন, তাই আমরা আজকের এ দিনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের লক্ষ্যে রোজা পালন করি ।' [বুখারী ও মুসলিম]

এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়- সুনির্দিষ্ট কোন দিনকে উপলক্ষ করে ঐ দিনে প্রাপ্ত নেয়ামত বা মুছিবত মুক্তিকে স্মরণ করে আল্লাহ্ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করা বৈধ ও উত্তম ।....."তাই রাহমাতুল্লিল আলামীন তথা এ মহান নবীর ১২ রবিউল আউয়ালে আগমনের নেয়ামতের চেয়ে সৃষ্টির জন্য আর কোনটি বড় নেয়ামত হতে পারে? অতএব উক্ত হাদিসটি এ আমলটির বৈধতা প্রমাণিত হয় ।

সুতরাং এ মাহফিলগুলোতে তাই করা উচিত যা দ্বারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা প্রমাণিত হয় । যেমন কোরআন তেলাওয়াত, আপ্যায়ন, দান-খয়রাত এবং প্রিয়নবীর প্রশংসা গাঁথা না'ত- কবিতা পাঠ করা ও ঐ ধরনের কবিতাদি আবৃত্তি করা যা দ্বারা দুনিয়ার প্রতি বিমুখ ও পরকালের কল্যাণময় কাজের প্রতি উৎসাহিত করে । [সূয়ূতী

(تحفة المحتمام فى شرح المنهام / حسن المقصد فى عمل المولد / تأليف: جلال الدين السيوطى، ص ١)

(تحفة المحتام فى شرح المنهام / حسن المقصد فى عمل المولد

ইমাম সাখাভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, (ইন্তিকাল ৯০২হি.)

السخاوى، حيث قال عن المولد النبوى: لم يفعله أحد من السلف فى القرون الثلاثة، وإنما حدث بعدوثم لا زال أهل الاسلام من سائر الأقطار والمدن يعملون المولد ويتصدقون فى لياليه بأنواع الصدقات ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. (السيرة الحلبية تأليف: على بن برهان الدين الحلبى، ١/٨٣-٤٨)

যদিও তা প্রথম তিন শতাব্দীর পরবর্তীতে প্রচলিত হয়েছে, কিন্তু যুগযুগ ধরে বিশ্বের দেশ ও নগরীগুলোতে মুসলমানগণ মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাহফিল উদ্‌যাপন করে আসছেন । তাঁরা এ রাতে দান-খয়রাত করেন এবং তাঁর শুভাগমন ও জীবন-কর্মের নানাদিক নিয়ে আলোচনা করেন, ফলে তাঁদের উপর এ মাহফিলের অফুরন্ত রহমত ও বরকত প্রকাশিত হয়ে থাকে । [ইমাম হালাভী, সিরাতে হালাভীয়্যাহ্, খ--১, পৃ. ৮৩]

ইমাম ইবনুল হাজ্ব আল মালেকী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, (ইন্তিকাল-৭৩৭হি.)

ابن الحاج المالكي، حيث قال: فكان يجب أن نزداد يوم الاثنين الثانى عشر فى ربيع الأول من العبادات والخير شكرا للمولى على ما أولانا من هذه النعم العظيمة وأعظمها ميلاد المصطفى صلى الله عليه واله وسلم (المدخل عن تعظيم شهر ربيع الأول، تاليف: ابن الحاج: ١/٣٦١)

তাই আমাদের উপর ওয়াজিব হলো, আমরা যেন রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ সোমবারের দিনে অধিকহারে



ইবাদত-বন্দেগী, দান-খয়রাত ও পূণ্যের কার্যাদি সম্পাদন করি, মহান মওলা ও মালিকের শুকরিয়া আদায়স্বরূপ। যেহেতু তিনি আমাদেরকে অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন। আর সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর শুভাগমন বা মিলাদে পাক। [ইমাম ইবনুল হাজ্ব মালেকী (রহ.) المدخل عن تعظيم شهر ربيع الاول, খ-০১, পৃ. ৩৬১]

তিনি আরও বলেন-

وقال ايضا: ومن تعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم الفرح بليلة ولادته وقراءة المولد (الدررالسنية، ص ١٩٠)

হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাজীম-সম্মানের অন্যতম পরিচায়ক হলো- তাঁর জন্ম রজনীতে খুশি প্রকাশ করা এবং মিলাদ সংক্রান্ত কিতাব থেকে পাঠ করা। [الدرر السنية , পৃ. ১৯০]

* ইবনে আবেদীন শামী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন (ইন্তিকাল-১২২৫হি.)

ابن عابدين، حيث قال: اعلم أن من البدع المحمودة عمل المولد الشريف من الشهر الذى ولد فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا: فالاجتماع لسماع قصة صاحب المعجزات عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات من اعظم القربات لما يشتمل عليه من المعجزات وكثرة الصلوات. (شرح ابن عابدين على مولد ابن حجر)

জেনে রাখ যে, প্রশংসিত নব উদ্ভাবন হলো- যে মাসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শুভাগমন করেছেন সে মাসকে উপলক্ষ করে মিলাদ-মাহফিল করা" তিনি আরও বলেন, সুতরাং অসংখ্য মু'জেজার ধারক প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনালেখ্য শ্রবণ করা নিঃসন্দেহে অতি মহৎ ও পূণ্যের কাজ। কেননা এ মাহফিলগুলোতে প্রিয়নবীর প্রতি অসংখ্য দুরুদ প্রেরণ করা হয় এবং তাঁর মোজেজাহ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

[ইমাম শামী রহ. ইবনে আবেদীন আলা মাওলেদে ইবনে হাজার আসকালানী]

* ইমাম আবদুর রহীম আল ইরাকী রহমাতুল্লাহি আলায়হি: (ইন্তিকাল- ৮০৬হি.)

الحافظ عبد الرحيم العراقى، حث قال: إن اتخاذ الوليمة وإطعام الطعام مستحب فى كل وقت فكيف إذا انضم إلى ذلك الفرح والسرور بظهور نور رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الشهر الشريف ولا يلزم من كونه بدعة كونه مكروها فكم من بدعة مستحبة قد تكون واجبة. (شرح المواهب اللدنية للزرقانى)

নিশ্চয় খানা-পিনার আয়োজন করা ও মানুষদেরকে আহার করানো সবসময়ই উত্তম ও মুস্তাহাব। আর যদি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র নূর মোবারকের প্রকাশকালের আনন্দের সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে তা কতই না উত্তম। তাই তা নব উদ্ভাবিত বলে অপছন্দনীয় হতে পারে না। কারণ এমন কতেক উত্তম নব উদ্ভাবন রয়েছে যা কখনও ওয়াজিব হয়ে পড়ে।" [ইমাম জুরকানী, শরহে মাওয়াহেবুল্লুদুনিয়্যাহ্]

* ইমাম শামসুদ্দিন ইবনুল জুযারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি: (ইন্তিকাল-৮৩৩হি.)



الحافظ شمس الدين ابن الجزرى، حيث قال الحافظ السيوطى: ثم رأيت إمام القراء الحافظ شمس الدين ابن الجزرى قال فى كتابه المسمى (عرف التعريف بالمولد الشريف) ما نصه: قد رؤي أبو لهب بعد موته فى النوم فقيل له: ما حالك؟ فقال: فى النار إلا أنه يخفف عنى كل ليلة اثنين، وأمص من بين أصبعي ما بقدر هذا- وأشار لرأس أصبعه- وأن ذلك بإعتاقي لثويبة عندما بشرتني بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وبإرضاعها له، فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي في النار بفرحه ليلة مولد النبي صلى آله عليه وسلم به فما حال المسلم الموحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يسر بمولده ويبذل ما تصل إليه قدرته في محبته صلى الله عليه وسلم، لعمري إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله جنات النعيمة. (الباعث على انكار البدع والحوادث)

আবু লাহাবকে স্বপ্নে দেখা হলে জিজ্ঞেস করা হলো: তোমার কি অবস্থা? সে বললো: দোজখে, হ্যাঁ তবে প্রতি সোমবার রাতে আযাব হালকা করা হয় এবং সে তার আঙ্গুলের অগ্রভাগের দিকে ইশারা করে বললো- আমার এ আঙ্গুলদ্বয়ের মাঝখান থেকে সামান্য কিছু পানি চুষতে পারি। আর তাহলো- এজন্যই যে, যখন আমার কৃতদাসী ছুয়াইবাহ্ প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জন্ম সম্পর্কে সুসংবাদ দিল তখন আমি তাকে খুশী হয়ে আযাদ বা মুক্ত করে দিই। এ বর্ণনার নিরিখে ইমাম ইবনুল জুযারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, আবু লাহাবের মতো ঐ কট্টর কাফির যার তিরস্কারে পবিত্র কোরআনে 'সূরা লাহাব' নামক একটি স্বতন্ত্র সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। সে যদি প্রিয়নবীর জন্মে খুশী হবার কারণে এ প্রতিদান লাভ করতে পারে, তাহলে ঐ ঈমানদার উম্মতের পুরস্কার কত মহান হতে পারে। যে প্রিয়নবীর মিলাদে বা জন্মে খুশী হয়েছে এবং তাঁর মুহাব্বতে যতটুকু সম্ভব টাকা-পয়সা ব্যয় করেছে। আমার এ জীবনের মালিকের শপথ! মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর একমাত্র প্রাপ্তি হবে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে স্বীয় রহমত দ্বারা জান্নাতে নাঈম দান করবেন। [১. ইমাম ইবনুল জুযারী, حسن المقصد فى عمل المولد, পৃ. ১৩, ইমাম সুয়ূতী, عرف التعريف بالمولد الشريف, পৃ. ১০]

* ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলায়হির উস্তাদ শেখ আবু শামা: (ইন্তিকাল-৬৬৫হি.)

أبو شامة (شيخ النووى)، حيث قال: ومن أحسن ما ابتدع فى زماننا ما يفعل كل عام فى اليوم الموافق لمولده صلى الله عليه وآله وسلم من الصدقات، والمعروف، وإظهار الزينة والسرور، فإن ذلك مشعرٌ بمحبته صلى الله عليه واله وسلم وتعظيمه في قلب فاعل ذلك وشكراً لله تعالى على ما منّ به من إيجاد رسوله الذي أرسله رحمة للعالمين.

(المواهب اللدنية-١٤٨-١، طبعة المكتب الإسلامى)

প্রিয়নবীর মিলাদকে কেন্দ্র করে বর্তমান যুগে প্রতি বছর যে ধরনের দান-খয়রাত, জনহিতকর কাজ, উত্তম পোষাক পরিধান ও আনন্দ প্রকাশ করা হয় তা কতই না উত্তম। কেননা তা দ্বারা ঈমানদারের অন্তরে প্রিয় নবীর প্রতি ভালবাসা এবং সম্মানের প্রকাশ পায়। পাশাপাশি তাঁর প্রিয় রাসূল রাহমাতুল্লিল আলামীনের শুভাগমনের মহান নেয়ামতের কারণে আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়াও আদায় হয়। [ইমাম আবু শামা; الباعث على إنكار البدع والحوادث, পৃ. ১৩]

* ইমাম কুসতুলানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি (ইন্তিকাল-৯২৩হি.)

الشهاب أحمد القسطلانى (شارح البخارى)، حيث قال: فرحم الله امرءا اتخذ ليالي شهر مولده المبارك أعيادا، ليكون أشد علة على من فى قلبه مرض وإعياء داء. (فتاوى شرعية وبحوث إسلامية، تاليف: حسنين محمد مخلوف، ج-١، ص ١٣١)

আল্লাহ্ তায়ালা ঐ ব্যক্তির উপর অফুরন্ত রহমত নাযিল করুক, যে প্রিয়নবীর মিলাদের মাসের প্রতিটি রাতকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ ও উদ্‌যাপন করেছে, তা যেন তাদের রোগ-ব্যধিকে আরও বৃদ্ধি করে দেয় যাদের অন্তরে ব্যাধি ও মড়ক রয়েছে। [ইমাম কুসতুলানী, المواهب اللدنيه, খ--১, পৃ. ১৪৮]

* ইমাম শামসুদ্দিন নাছের আদদামেস্কী রহমাতুল্লাহি আলায়হিঃ (ইন্তিকাল-৮৪২হি.)

الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي، حيث قال فى كتابه المسمى (مورد الصادي في مولد الهادي): قد صح أن أبا لهب يخفف عنه عذاب النار فى مثل يوم الاثنين لإعتاقه ثويبة سرورًا بميلاد النبى صلى الله عليه وسلم، ثم أنشد:

إذا كان هذا كافرًا جاء ذمه ... وتبت يداه فى الجحيم مخلّدا

أتى أنه في يوم الاثنين دائمًا ... يخفف عنه للسرور بأحمدًا

فما الظن بالعبد الذي طول عمره ... بأحمد مسرورٌ ومات موحدًا

(على مائدة الفكر الإسلامي، تأليف : محمد متولى الشعراري، ص ٢٩٥)

তিনি তাঁর মিলাদুন্নবী বিষয়ে লিখিত مورد الصادى فى مولد الهادى صلى الله عليه وسلم কিতাবে উল্লেখ করেন, প্রতি সোমবারে আবু লাহাবের আযাব হালকা হবার কথা বিশুদ্ধ রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত। কেননা সে মিলাদুন্নবী খুশীতে তার দাসীকে আযাদ করেছিল।

* যদি এ কাফের যার তিরস্কারে تبت يدا অবতীর্ণ হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

* প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রিয়নবীর জন্য খুশী হবার কারণে প্রত্যেক সোমবারের দিন তার আযাব হালকা করা হয়।

* সুতরাং কি ধারণা করা যেতে পারে ঐ বান্দা সম্পর্কে যে সারা জীবন প্রিয়নবীকে পেয়ে খুশী-আনন্দিত ছিল এবং ইমানের উপর ওফাত লাভ করেছে। [تحفة المحتاج فى شرح المنهاج, পৃ. ৪২৩]

এ ছিল বিশ্ববরেণ্য কয়েকজন ওলামায়ে কেরামগণের অভিমত যাঁরা ছিলেন স্ব স্ব যুগের ইমাম, বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির ও ফকীহ্। যাঁদের কাছে বিশ্ব মুসলিম এখনও ঋণী। যাঁরা ছিলেন আজ থেকে প্রায় ৮/৯ শত বছর পূর্বে।

তাই মিলাদুন্নবী আধুনিককালের উদ্ভাবিত কিংবা এ মহাদেশের আবিস্কৃত নয়। মূলত যুগ যুগ ধরে বিশ্বনন্দিত ওলামাগণ তা পালন করে আসছেন এবং তার সমর্থনে অসংখ্য কিতাবাদিও রচনা করে গেছেন।

লেখক ঃ

সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
বি, এ অনার্স. আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, কায়রো, মিসর।
এম, এ. এম, ফিল. কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, কায়রো, মিসর। পি এইচ. ডি (ফেলো) চ. বি.
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, সাদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ। খতিব, মুসাফির খানা জামে মসজিদ, নন্দনকানন, চট্টগ্রাম।

"সার বুঝেছি তুমি বিনে আমার আর কেহ নাই আপনা।
ইছমে আজম গাউছুল আজম আমার বাবা মওলানা।।"

প্রাণের তুল্য মওলাধন, ছাহেবে আছরারে অছীয়ে
গাউছুল আজম, সাজ্জাদানশীনে দরবারে
গাউছুল আজম, রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরিকত
মুরশীদে বরহক
আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী

সৈয়দ এমদাদুল হক

মাইজভাণ্ডারী (মঃ) ছাহেব কেবলা কাবার করুণা প্রত্যাশী-

মুহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী

হলদিয়া, রাউজান, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ০১৭২২-০৮৭৪০৯
মক্কা শরীফে : ০০৯৬৬৫৬৯৬৩৭৩৬৩

নবীগণ আলাইহিমুস্ সালাম আজন্ম নিষ্পাপ

- আলহাজ্ব মওলানা সৈয়দ বদরুদ্দোজা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ .

অর্থাৎ, হুজুর (সঃ) এরশাদ করেছেন, কোন বস্তুর প্রতি তোমার ভালবাসা অন্ধ ও বধির করে দেয়। অর্থাৎ, মানুষের যখন কারো প্রতি ভালবাসা হয়ে যায়, তখন উক্ত ভালবাসা তাকে প্রিয়জনের দোষ শ্রবণ থেকে বধির করে দেয়। এই পবিত্র হাদীস দ্বারা দিবা লোকের ন্যায় প্রমাণিত হল এই যে, ভালবাসার দাবীদারের চোখ ও কান প্রিয়জনের দোষ-ত্রুটি অবলোকন ও শ্রবণ থেকে বিরত থাকে। বর্তমানে আমরা বহু লেখা-লেখি বা প্রকাশনা দেখতে পাই যেগুলো মিথ্যা, ভ্রান্ত ও প্রতারণায় পরিপূর্ণ, যেগুলো অনেক মুসলমানগণকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে এবং আল্লাহ্‌র মনোনীত প্রিয় বান্দাগণ তথা আম্বিয়া-এ-কেরামগণকে দোষে-গুণে মানুষ স্বীকার্যের ইন্ধন যোগাচ্ছে। অথচ যাঁর প্রতি নবী-রাসূলগণের সুদৃষ্টি থাকে, পাপকার্য থেকে তিনিও নিরাপদ, কাজেই এক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণের মাছুম বা নিষ্পাপ হওয়ার স্বপক্ষে কিছু দলীল ভিত্তিক প্রমাণ উপস্থাপন করছি, যা বিরুদ্ধবাদীদের ভ্রান্ত যুক্তি খণ্ডন করতে সহায়ক হবে।

কোরআনের আলোকে নবীগণ (আ.) নিষ্পাপঃ

সূরা হিজর এর বিয়াল্লিশ (৪২)তম আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন– إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ .

অর্থাৎ- (হে ইবলিশ!) আমার খাস বান্দাগণের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই। এ সূরার চল্লিশ (৪০) তম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, অর্থাৎ- শয়তান নিজেই স্বীকার করছে- وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ . إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ .

অর্থাৎ- হে মাওলা! তোমার বিশিষ্ট বান্দাগণ ব্যতীত সবাইকে আমি বিপদগামী করবো। এতে বুঝা গেল যে, শয়তান নবী-রাসূলগণের কাছে যেতে পারে না। কাজেই, সে তাঁদেরকে বিপদগামী করতে পারে না এবং কুপথে পরিচালনা করতে পারেনা। তাহলে তাঁদের থেকে গুনাহ কিভাবে প্রকাশ পেতে পারে? শয়তান নিজেই তার অপারগতা স্বীকার করছে যে, আমি আল্লাহ্‌র প্রিয় ও মুখলিস বান্দাগণকে বিপদগামী করতে অক্ষম। এ ক্ষেত্রে যারা মনে করবে যে, নবী-রাসূলগণও পাপী গুনাহগার তারা আসলেই গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট। সূরা ইউসুফের আটত্রিশ (৩৮)তম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- مَا كَانَ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْءٍ .

অর্থাৎ- "হযরত ইউসুফ (আ.) বলেছিলেন, (আমরা নবীগণ) আমাদের পক্ষে মহান আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা অশোভনীয়।"

সূরা হুদের অষ্টাশি (৮৮)তম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- مَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ .

অর্থাৎ- "যেটা তোমাদেরকে নিষেধ করি, সেটা করবো, এ ধরনের ধারণাও আমি করি না।" এ সকল আয়াতে করিমা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, নবী-রাসূলগণ কখনো শিরক, কুফরী ও গুনাহ করেন না এবং এ সবের ইচ্ছাও পোষণ করেন না। তাঁরা যে মাসুম নিষ্পাপ তা আর বুঝতে বাকী থাকেনা। সূরা ইউসুফের তেপ্পান্ন (৫৩)তম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِيْ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي .



অর্থাৎ- হযরত ইউসুফ (আ.) বলেছিলেন, আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করিনা, মানুষের মন অবশ্যই মন্দ কর্ম প্রবণ। তবে যার প্রতি আমার প্রতিপালকের দয়া রয়েছে- (তার মন নয়)। এখানে তিনি একথা বলেননি যে, আমার মন কুকর্ম প্রবণ, বরং তিনি বলেছেন– সাধারণ মানুষের মন তাদেরকে মন্দকর্মে প্ররোচিত করে। কেবল সেসব আত্মাকে বিপদগামী করতে পারে না, যাঁদের প্রতি মহান আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ রয়েছে।

সূরা আলে ইমরানের তেত্রিশ (৩৩)তম আয়াতে মহান আল্লাহ্‌পাক ঘোষণা করেছেন–

إِنَّ اللهَ اصْطَفٰى أٰدَمَ وَنُوحًا وَاٰلَ إِبْرَاهِيمَ وَاٰلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ .

অর্থাৎ- নিশ্চয় আল্লাহ্‌পাক আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে প্রধান্য দিয়েছেন।" এতে বুঝা গেল যে, সারা বিশ্বে নবী-রাসূলগণই শ্রেষ্ঠ। ফিরিশতাগণও জগতেরই অংশ। তারাও নিষ্পাপ। ফিরিশতাগণের বৈশিষ্ট্র হলো: সূরা তাহরীমের ৬ষ্ঠ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ .

অর্থাৎ- তারা (ফিরিশতাগণ) মহান আল্লাহ্‌র নাফরমানী করেন না, তাঁদেরকে যা আদেশ করা হয়, তাই তাঁরা করেন। এখানে একথাটি পরিস্কার হয়ে গেল যে, ফিরিশতাগণ মাছুম-নিষ্পাপ। ফিরিশতাগণ মা'ছুম হওয়া সত্ত্বেও নবী-রাসূলগণের তুলনায় উচ্চ মর্যাদায় নন।

সূরা বাকারাহ-এর একশ চব্বিশ (১২৪) তম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– অর্থাৎ- আমার প্রতিশ্রুতি নবুওয়াতের ছিলছিলার যালিমদের (কাফিরদের) প্রতি প্রযোজ্য নয়। এতে বুঝা গেল যে, অনাচার ও নবুওয়াত একত্র হতে পারে না। সূরা আরাফের একষট্টি তম (৬১) আয়াতে নবী-রাসূলগণের উক্তি, আল্লাহ্‌পাক হুবহু ইরশাদ করেছেন–

لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلٰكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

অর্থাৎ- আমার কাছে গোমরাহী বলতে কিছু নেই, আমি মহান রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত পুরুষ। এ আয়াতে বুঝা গেল যে, নবুওয়াত ও গোমরাহী একত্র হতে পারেনা। কারণ নবুওয়াত হলো নুর (আলো-জ্যোতি), আর গোমরাহী হলো- যুলমাত-অন্ধকার।

হাদীস শরীফের আলোকে নবীগণ নিষ্পাপ ঃ

সমস্ত সহীহ হাদীসের কিতাব থেকে মিশকাত শরীফ-এ- যে সব হাদীস একত্র করা হয়েছে, তাতে الوسوسة অধ্যায়ে বর্ণিত একখানা হাদীসে রয়েছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়ালিহী ওয়া সাহ্‌বিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে একটি শয়তান থাকে, যাকে 'করীন' বলা হয়। কিন্তু আমার করীন মুসলমান হয়ে গেছে। সে আমাকে সুপারামর্শই দিয়ে থাকে। এ অধ্যায়ের আরেকখানা হাদীসে আছে, প্রত্যেক শিশুর জন্মের সময় শয়তান তাকে স্পর্শ করে, মারে, (সে জন্যই সে চিৎকার করে)। কিন্তু ঈসা (আ.) ও তাঁর আম্মাজান বিবি মরইয়াম (আ.) এর জন্মের সময় শয়তান তাঁদেরকে স্পর্শ করতে পারেনি। কাজেই, তারা মা-বেটা উভয়ে শয়তানের স্পর্শ থেকে মুক্ত রয়েছে। মিশকাত শরীফের কিতাবুল-গোসল অধ্যায়ে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- "নবীগণের স্বপ্নদোষ হয় না। কেননা, তাতে শয়তানী প্রভাব থাকে। এমনকি তাঁদের বিবিগণও স্বপ্নদোষ থেকে মুক্ত। নবী-রাসূলগণের হাই আসেনা। কেননা, এতে শয়তানী প্রভাব রয়েছে। এজন্যই তখন লা হাওলা..... পড়া হয়। মিশকাত শরীফের আলামতে নবুওয়াত অধ্যায়ে বর্ণিত রয়েছে, "হুজুর আলাইহিস্ সালামের (মিরাজের



রাতে) বক্ষ বিদারণ করে একটুকরা গোশত কেটে ফেলে দেওয়া হয়। বলা হয়েছে যে, তা শয়তানী অংশ। তারপর তা জমজম পানি দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে দেওয়া হয়। এর দ্বারাও বুঝা যায় যে, হুজুর (আ.) এর আত্মা শয়তানী প্রভাবমুক্ত। ঐ কিতাবের **مناقب عمر** অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর (রা.) যে রাস্তা দিয়ে যেতেন, শয়তান সে রাস্তা থেকে পালিয়ে যেত। বুঝা গেল যার প্রতি নবী-রাসূলগণের সুদৃষ্টি থাকে, শয়তান থেকে তিনিও নিরাপদ, কাজেই এ ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণের প্রশ্নই আসেনা। একথার উপর ইসলামী উম্মতের (ইজমা) ঐকমত্য রয়েছে যে, শয়তানী দল ব্যতীত কেউ এ সত্য অস্বীকার করে না। সূরা শুরার বায়ান্নতম আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর রুহুল বয়ানে বর্ণিত হয়েছে, এ ব্যাপারে উম্মতের সকলের ঐকমত্য রয়েছে যে, নবীগণ ওহী প্রাপ্ত। আগেও মুমিন ছিলেন এবং কবীরা গুনাহ, এমন কি সগীরা গুনাহ থেকেও পবিত্র ছিলেন। নবুওয়াত প্রকাশের পরও পবিত্র রয়েছেন। তাফসীরাতে আহ্‌মদিয়াতে আল্লামা জিউন (রহ.) লিখেছেন, ইসলামী ঐক্যমতে নবী-রাসূলগণ ওহী প্রাপ্তির আগে ও পরে কুফরী থেকে মুক্ত। অধিকাংশ তফসীর বিশেষজ্ঞের মতে সগীরা গুনাহ থেকেও তাঁরা মুক্ত। যুক্তি বুদ্ধি অনুসারেও দেখা যায় যে, আকায়েদ সম্বন্ধে অজ্ঞতা, আত্মার অবাধ্যতা এবং শয়তানের কুমন্ত্রণায় কুফরী প্রকাশ পায়। নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্ ওয়ালা হয়েই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের আত্মাসমূহ পাক এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে তাঁরা নিরাপদ। কাজেই, নবী-রাসূলগণ কোন মতেই শির্‌ক, কুফরী ও গুনাহে লিপ্ত হতে পারে না।

নফ্‌সে আম্মারার তাড়নাও শয়তানী প্রভাবে হয়ে থাকে। নবী-রাসূলগণের নফস-নফসে আম্মারা নয়। শয়তান কোন ভাবেই তাঁদেরকে প্রভাবান্বিত করতে পারে না। ফাসেকের বিরোধীতা করা এবং নবী-রাসূলের অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য বা ফরজ। যে কোন অবস্থায় নবী-রাসূলকে মান্য করতেই হয়। যদি নবী রাসূলও ফাসেক হন, তবে তো মহা সমস্যা, তার বিবোধিতা করাও ফরজ। আবার মান্য করাও ফরজ। এমনটি কখনো হয় না। বিপরীত ধর্মী দুটো বস্তু একত্র হতে পারে না। সূরা হুজরাতের ৬ষ্ঠ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا .

অর্থাৎ, কোন ফাসেক (অপরাধী) যদি কোন সংবাদ তোমাদের নিকট বয়ে আনে, তবে তোমরা তা যাচাই-বাচাই করে দেখবে...। কিন্তু নবী রাসূলগণের প্রত্যেক কথা বিনা বাক্য ব্যয়ে গ্রহণ করা ফরজ।

সূরা আহযাবের ছত্রিশ তম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ .

অর্থাৎ-মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে, কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে ভিন্নমত পোষনের অধিকার থাকবেনা। গুনাহগার শয়তানের দলভুক্ত, নেককার আল্লাহপাকের দলভুক্ত। নবী-রাসূলগণ কেউই এক মুহূর্তের জন্যও শয়তানের দলভুক্ত হতে পারেন না। ফাসেকের তুলনায় মুত্তাকী আফজল, উত্তম ব্যক্তি।

আটত্রিশতম সূরার আটাশ তম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ .

অর্থাৎ- "আমি কি মুত্তাকীগণকে পাপীদের মধ্যে গন্য করবো?" নবী যদি গুনাহে লিপ্ত হন, তবে তো সে মুহূর্তে তার কোন উম্মত নেকী কাজ করতে থাকে, সে নবীর চেয়ে আফজল হয়ে যাবে, কিন্তু তা কি সম্ভব? উম্মত কোন অবস্থায়ই নবীর বরাবর হতে পারে না। বদ আকীদা পোষণকারীর তাযীম করা হারাম।

مَنْ وقرصاتب بدعة فقد اعان على هوم الاسلام .

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি বদ আক্বীদা পোষণকারীর সম্মান করবে, সে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য সাহায্য করলো। অথচ নবীর প্রতি সম্মান করা শরীআতের বিধান মতে ওয়াজিব, যেমন- আল্লাহ্ পাক সূরা ফাৎহের মধ্যে ইরশাদ করেছেন–

وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ .

অর্থাৎ- তোমরা তাঁর সাহায্য কর ও তার সম্মান কর। যদি কোন নবী বা রাসূল এক মুহূর্তের জন্যও ধর্মদ্রোহী হয়ে যায়, তবে তার তা'যীম যেমন ওয়াজিব, আবার হারামও। এ রকম হতে পারে না। গুনাহগার হুজুর (দ.) এর ওয়াসিলাতে ক্ষমা পেয়ে যাবে। যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নিসার চৌষট্টি তম আয়াতে ইরশাদ করেছেন–

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ -الآية .

অর্থাৎ- তারা নিজেদের আত্মার উপর যুলুম করে যদি আপনার নিকট আসে এবং তারা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চান, তবে আল্লাহ্পাক'কে তারা পাবে পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে। এখন প্রশ্ন হলো যদি রাসূল নিজেই গুনাহগার হন, তবে তাঁর ওয়াসিলা কে হবেন, তাঁকে নিজেকেই গুনাহ থেকে পাক-পবিত্র হতে হবে।

যদি তিনিও গুনাহগার হন, তবে বিনা কারণে (যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও) অগ্রাধিকারের প্রশ্ন আসবে। মূল্যবান বস্তু মূল্যবান পাত্রে রাখা হয়। মণি-মুক্তা যেমন মূল্যবান, তা রাখার পাত্রও মূল্যবান। স্বর্ণালংকারের পাত্রও মূল্যবান হয়ে থাকে। দুধের পাত্র দুর্গন্ধ ও টক থেকে দূরে রাখতে হয়। অন্যথায় দুধ নষ্ট হয়ে যায়। মহান আল্লাহ্র কুদরতী কারখানার মধ্যে নবুওয়াত অসাধারণ ও অনন্ত নি'মত। তাই, তার পাত্র নবী-রাসূলগণের আত্মা শিরক, কুফরী, পাপ এবং সব রকমের নাপাকী থেকে পূতঃপবিত্র হওয়া দরকার, এ মর্মেই মহান আল্লাহ্ পাক সূরা আন-আমের একশ চব্বিশ তম (১২৪) আয়াতে ইরশাদ করেছেন– اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ .

অর্থাৎ- আল্লাহ্ পাকই উত্তমরূপে অবগত রয়েছে যে রিসালতের দায়িত্বভার কার উপর অর্পন করবেন। সে সব আত্মা সম্পর্কে আল্লাহ্পাক সবিশেষ অবগত যে, রিসালতের দায়িত্বভার বহনের জন্য কোন্গুলো উপযোগী।

ফাসেক-ফাজেরের সংবাদ সাক্ষ্য ব্যতীত গ্রহণযোগ্য নয়। যদি নবীগণ ফাসেক হতেন, তবে তাঁদের প্রত্যেক সংবাদের জন্য সাক্ষীর প্রয়োজন হতো। অথচ নবীগণের প্রত্যেকের বাণী শত শত সাক্ষ্য থেকেও উত্তম।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পরিস্কার প্রতীতি জন্মেছে যে, আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাহবিহী ওয়াবারাকা ওয়া সাল্লামা চির নিষ্পাপ মাসুম- জন্মগত মাসুম। তাঁর নবুওয়াত প্রকাশের আগেরও পাপ আছে, পরেরও পাপ আছে, যে এরূপ বিশ্বাস করে তাঁর 'আক্বীদা বাতিল। আক্বীদা ফাসেক বা বাতিল হলে ঈমান থাকে না।

প্রবন্ধটির প্রায়ই তথ্য ও উপাত্ত বিশ্বখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব আল্লামা শফী ওকাড়ভী ও মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার এর বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে। পাঠক মহোদয় অত্র প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাতের মতাদর্শ অনুযায়ী নবী-রাসূলগণ মাসুম বা নিষ্পাপ ছিলেন, বিশেষতঃ হুজুর করিম রউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাহবিহী ওয়াবারাকা ওয়া সাল্লামা যে, চির নিষ্পাপ এবং জন্মগত মাসুম তা পবিত্র কোরআন ও হাদীসের মাধ্যমে অবগত হয়ে তাঁরই ভালবাসায় অন্তর সিক্ত করতে সক্ষম হবে এটাই একান্ত প্রত্যাশা।

উত্তর মাদার্শা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

নবী প্রেম খোদা প্রাপ্তির পূর্বশর্ত

আলহাজ্ব মওলানা রফিক আহমদ ওসমানী

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْن . (رواه الشيخان)

রসুলে করিম (সঃ) এর বিশিষ্ঠ খাদেম হযরত আনাস বিন মালেক (রঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুরে করিম (সঃ) এরশাদ করেছেন যে, "তোমাদের মধ্যে কেউ ঈমানদার হবেনা যতক্ষন পর্যন্ত আমি (রসুল) তোমাদের নিকট স্বীয় সন্তান মাতা-পিতা, তথা সকল মানুষ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হবো না। (বুখারী- মুসলিম)

প্রত্যেক মানুষের জন্য আপন আপন প্রিয় বস্তু থাকে, এসব বস্তু অর্জন করতে হলে তার নির্ধারিত পথ অনুসরণ অনুকরন অবশ্যই করতে হয়। আল্লাহ তা'য়ালা জ্বীন ও মানব জাতিদ্বয়কে তার গোলামী ও বন্দেগী করার জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাই উক্ত দুই জাতির জন্য অপরিহার্য যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আল্লাহ্‌র মনসাও আছে যে, বান্দা তার গোলামী ও বন্দেগীর মাধ্যমে তাকে অর্জন করুক। এই জন্য যুগে যুগে আল্লাহ বান্দার হেদায়তের জন্য ধরাধামে মানুষের সুরতে অসংখ্য নবী রসুল প্রেরণ করেছেন। এঁরা হলেন আল্লাহ এবং বান্দার মাঝখানে সেতু বন্ধনকারী। কোরআনে পাকে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র রেজামন্দীর পূর্বে রসুলের রেজামন্দী পূর্বশর্ত। আল্লাহ্‌র রেজামন্দীর যেমন নির্দিষ্ট কতকগুলো পথ ও নির্দেশিকা রয়েছে; তেমনি রসুলের রেজামন্দী অর্জনের জন্যও আল্লাহ ও রসুলের পক্ষ থেকে নির্ধারিত কতগুলো পথ রয়েছে। সে সুনির্দিষ্ট পথ ও মতের অনুকরন ও অনুসরনের মাধ্যমে রসুলের ভালবাসা ও রেজামন্দী অর্জন করা সম্ভবপর হয়। এসব সুনির্দিষ্ট পথ গুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ববহ হলো "রসুল প্রেম"। সংক্ষিপ্তভাবে এ সম্পর্কে উপরোক্ত হাদিসের আলোকে পাঠকবৃন্দের কাছে কিছু আলোকপাত করতে যাচ্ছি।

উপরোক্ত হাদিসে রসুল (সঃ) সম্পর্কে হানাফী মজহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদিস বিশারদ আল্লামা শেখ বদরউদ্দিন আইনী (রাঃ) তাঁর লিখিত "ওমদাতুল কারী শরহে বুখারী"তে বলেন ভালবাসা সাধারনতঃ তিন কারণে হয়ে থাকে। যেমন– ১। কামাল- অর্থাৎ সম্পূর্ণতা থাকলে তার প্রতি ভালবাসা হয়। ২। জামাল- অর্থাৎ সৌন্দর্য, শোভা ইত্যাদি থাকলে তার প্রতি ভালবাসা জন্মে। ৩। জুদ-ওয়া ছখা অর্থাৎ দান, বদান্যতার ক্ষমতা থাকলে তার প্রতি ভালবাসা হয়। অর্থাৎ যার কাছে উপরোক্ত যে কোন একটি গুণও যদি উপস্থিত থাকে তার প্রতি মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থাকবেই। এ তিনটি গুনই আমাদের প্রিয় নবী হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর চেয়ে অধিক কারো নিকট (আল্লাহ ব্যতীত) অতীতে ছিলনা বর্তমানে নেই ভবিষ্যতেও থাকবেনা। তাঁর কামালিয়াত বা সম্পূর্ণতা পবিত্র শরীয়াত কর্তৃক আলোকময়। তাঁর জামালিয়াত বা সৌন্দর্য্য আহাদিছে শামায়েল দ্বারা প্রমাণিত। তাঁর রুহানী, জিছমানী বখ্‌শিশ ও বদান্যতার তুলনা বিরল। অতঃপর তাঁর প্রতি সর্বাধিক ভালবাসা ব্যক্ত করা কেন অপরিহার্য হবেনা? পিতা-মাতা ও সন্তানাদির ভালবাসা হলো প্রকৃতি প্রদত্ত (বা তাবঈ)। আর রসুলের প্রতি ভালবাসা হলো আকলী।

হযরত শাহ অলী উল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রাঃ) বলেন যে, ঈমানে পরিপূর্ণতা হলো তাবঈ বা প্রকৃতি প্রদত্তের উপর আক্বলীর প্রাধান্য দেয়াই। তিনি বলেন, ঈমান শুধুমাত্র আকায়েদ ও আমলের নাম নহে, বরং ঈমান বলা হয় যাদ্বারা মুমেনদের অন্তর সুবাসিত ও সৌন্দর্য হয়।

শেফা শরীফে আল্লামা কাজী আয়াজ (রাঃ) "সিরাতে মুহাম্মদ বিন ইসহাক" হতে বর্ণনা করেন যে, উহুদের যুদ্ধে এক আনছারী মহিলা সাহাবীর পিতা, ভাই ও স্বামী তিন জনই শহীদ হওয়ার খবর প্রাপ্তির পর তিনি সে দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খবর নিতে লাগলেন। উক্ত মহিলাকে সাহাবাগণ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সু-সংবাদ প্রদান করার পরও মহিলা বললেন, আসুন আপনারা আমাকে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখান। আমি রসুলের পবিত্র নুরানী চেহারা মোবারক দেখবোই। যখন তিনি রসুলের পবিত্র চেহারা মোবারক দেখলেন তখন বললেন– "যখন তিনি (রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবিত ও সুস্থ তখন এরপরে প্রত্যেক দুঃখ আমার নিকট সহজ"। উপরোক্ত হাদিসের আলোকে উক্ত মহিলা সাহাবীর রসুল (সঃ) প্রেম, ভক্তি ও শ্রদ্ধার প্রাধান্য মানব জীবনে স্মরনীয় ও বরনীয়।

হাদিসে বর্ণিত আছে যে, হযরত শেরে খোদা আলী (রাঃ) বললেন যে, নবী করিম (সঃ) এর পবিত্র সত্ত্বা আমার নিকট ধন-সম্পদ, সন্তান এবং পিতা-মাতা ও পিপাসার সময়ে শীতল পানীয় অপেক্ষা অধিক প্রিয়। মক্কাবাসী যখন হযরত জায়েদ বিন দছনা (রাঃ) কে হত্যা করার জন্য পবিত্র কাবার বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল তখন তৎকালীন কোরাইশীয় সর্দার আবু সুফিয়ান (অবশ্য ৮ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন) তাকে সম্বোধন করে বললেন, হে জায়েদ বিন দছনা! তুমি আল্লাহর শপথ করে বলো যে, এ সময় যদি তোমার স্থানে তোমাদের নবী হতো এবং তুমি তোমার বাড়ীতে আরামে থাকতে এটা কি তোমার জন্য ভালো হতো? তার উত্তরে হযরত জায়েদ খোদার শপথ করে বললেন কখানো তা আমার জন্য ভালো হতো না। এটা আমি কখনো সহ্য করবো না যে, আমি আমার ঘরে হই আর আমার প্রিয় নবীর পবিত্র কদমে একটি কাঁটাও বিদ্ধ হোক। তখন আবু সুফিয়ান তা শুনে তার কোরাইশীয় বন্ধুদেরকে বলেছিল– "মুহাম্মদ (সঃ) কে তাঁর অনুসারীরা যেভাবে ভালবাসেন তার উদাহরণ আমার কাছে বিরল"।

বিখ্যাত আল্লামা কাজী আয়াজ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হুজুর করিম (সঃ) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন এয়া রাসুলুল্লাহ (সঃ) ! আমি আপনাকে আমার ধন-সম্পদ তথা আমার পরিবারের সকল সদস্য হতে বেশী ভালবাসি। এয়া রাসুলুল্লাহ (সঃ) যখন আমার স্মরণ হয় আপনার কথা তখন আপনাকে না দেখা পর্যন্ত আমি ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলি। হুজুর ! ইন্তেকালের পর আপনিতো নবীদের সাথে থাকবেন এমতাবস্থায় আমি কিভাবে আপনাকে দেখবো? তদোত্তরে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়–

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرسُولَ فأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসুলের কথা মানে তারা এমন ব্যক্তির সঙ্গী হবেন যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন, তারা হলেন নবীগন সিদ্দিকীন শহীদগণ, এবং নেক্কারগণ, তাদের সাথে বন্ধুত্ব কতই সুন্দর"! হুজুর করিম (সঃ) উক্ত ব্যক্তিকে আহ্বান করে আয়াতটি শুনায়ে দিলেন, এবং সু-সংবাদ প্রদান করলেন। যে যাকে ভালবাসে সে তার সাথেই থাকবে।

হাদিসে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন জায়েদ বিন আব্‌দে রাব্বাহু (যাকে ছাহেবে আজান বলা হয়) একদা তাঁর বাগানে কৃষি কাজ করছিলেন এমতাবস্থায় তাঁর ছেলে গিয়ে হুজুর (সঃ) এর ইন্তেকালের সংবাদ তাকে শুনালে তিনি সাথে সাথে আল্লাহ্‌র দরবারে দু'হাত তুলে দু'আ করলেন হে আল্লাহ ! আমাকে আজ হতে অন্ধ করে দাও কেননা যে নয়নে আমি হুজুর (সঃ)কে দেখতাম তাকে তুমি নিয়ে গেলে সে নয়নে নবীকে না দেখে অন্য কাউকে দেখা আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হবে না তাই তুমি আমার সে দু'নয়নের দৃষ্টি শক্তি নিয়ে যাও। তাঁর দু'আ আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয়েছে এবং শেষ জীবনে অন্ধ ব্যক্তি হিসাবে ইন্তেকাল করেন। এ ধরণের বহু অসংখ্য ঘটনা বর্ণিত আছে যা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, হুজুর (সঃ) এর সাহাবাগণ তাঁর প্রতি এ ধরণের ভালবাসাই রাখতেন, যে ভাবে হাদিসে বর্ণিত রয়েছে, দূর্ভাগ্য বশতঃ তা যদি কারো ভাগ্যে নাই জুটে তাদের ভালবাসার ব্যাপারে অপব্যাখ্যা করে জটিলতা সৃষ্টি করা অহেতুক, (তরজুমানুছ-চুন্নাহ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা-৩৪১)

বোখারী শরীফে কিতাবুল আইমন ওয়ান নজুর এ হযরত আবদুল্লাহ বিন হিশাম হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে আমরা হুজুর (সঃ) এঁর দরবারে একদা উপস্থিত ছিলাম। হুজুর (সঃ) হযরত ওমর (রাঃ) এঁর হাত ধরলেন এমতাবস্থায় হযরত ওমর (রাঃ) আবেদন করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সঃ) ! আপনি আমার কাছে আমার প্রাণ ছাড়া অন্য সব বস্তুর চেয়ে অধিক প্রিয়। হযরত ওমরের এ কথা শুনে হুজুর করিম (সঃ) এরশাদ করলেন ঐ মহান খোদার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে হে ওমর ! যতক্ষন পর্যন্ত তোমাদের নিকট আমি প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হবো না তোমাদের ঈমান ততক্ষন পর্যন্ত পরিপূর্ণতা লাভ করবে না। এ বাণী শুনে হযরত ওমর সাথে সাথে (ক্ষমা চেয়ে) বললেন, এয়া রাসুলুল্লাহ (সঃ) আপনি আমার নিকট আমার প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়। তখন হুজুর করিম (সঃ) ঘোষণা করলেন হে ওমর! এখনই তোমার ঈমান পরিপূর্ণতা লাভ করলো।

উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উস্তাজুল হাদিস আল্লামা বদরুল আলম (রাঃ) তাঁর রচিত তরজুমানুচ ছুন্নাহর প্রথম খণ্ডের ৩৪৯ পৃষ্ঠায় বলেন এটা ছিল হযরত ওমরের সদাকত।

তিনি তার আভ্যন্তরীন দূর্বলতা দরবারে নববীতে প্রকাশ করে দিলেন এবং সাথে সাথে রহমাতুল্লিল আলামীন (সঃ) ক্ষণিকের মধ্যে হযরত ওমরের মতো আমীরুল মু'মেনীনের ঈমানের পরিপূর্ণতা দান করে দিলেন (সুবহানাল্লাহ)। কোরআন হাদিস, আওলিয়া কেরামের জীবনী পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হবে যে, রসুল খোদার ভালবাসার মধ্যেই একমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টি। এর মধ্যেই রয়েছে ঈমানের পরিপূর্ণতা। এর কোন বিকল্প নেই।

এ ছাড়া পরিপূর্ণ ঈমানের ধারে কাছে পৌছা সম্ভবপর নয়। যথাযথ পথের অনুসরণ ও অনুকরণ করা মানব জাতির জন্য একান্ত অপরিহার্য। হে খোদা ! আমাদেরকে তোমার প্রিয় রসুলের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের তৌফিক দান কর। আমিন॥

- অধ্যক্ষ, দারুল ইসলাম ফাযিল মাদ্‌রাসা, রাউজান, চট্টগ্রাম।

"এমদাদ মওলাধন তুমি আমার মানিক রতন।
এই জগতে নাহি দেখি তোমার মত আপনজন।।"

মেসার্স শাহ্ এমদাদীয়া মাইজভাণ্ডারী ট্রেডার্স

যাবতীয় কাঠ ফার্ণিচার পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা

বনরূপা, জে. বি. স-মিল, রাঙ্গামাটি।

মুহাম্মদ পারভেজ উদ্দীন চৌধুরী

প্রোপ্রাইটর

মোবাইল : ০১৮১১-২৭০১৩২, ০১৯১৭-৮৯০২০৭

সাধারণ সম্পাদক

রাঙ্গামাটি সদর শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)

মাক্বাম-ই মাহমুদই শাফায়াতে কুবরা

- মওলানা মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন আল কাদেরী

মহান রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে মানুষের হেদায়তের জন্য এ পৃথিবীতে অসংখ্য আম্বিয়ায়ে কেরাম ও রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানবজাতিকে সত্যের পথে আহ্বান করেছেন। এ সকল নবী-রাসূলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হলেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি সকল নবী-রাসূলদের সর্দার এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টতম সৃষ্টি। সৃষ্টি জগতের মধ্যে তাঁর মত কেউ নেই। খোদার পর তাঁরই স্থান। তিনি আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে অসংখ্য মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতমটি হচ্ছে 'মকামে মাহমুদ'। মকামে মাহমুদের একাধিক ব্যাখ্যা থাকলেও অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনদের মতে মকামে মাহমুদ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ করার সুমহান মর্যাদা।

কিয়ামত দিবসে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল নবী-রাসূলের ইমাম এবং সকল আদম সন্তানের পথ নির্দেশক ও সর্দার হবেন। লিওয়ায়ে হামদ বা হামদের ঝাণ্ডা তাঁর পবিত্র হাত মোবারকে সে দিন শোভা পাবে। সৃষ্টির আদি-অন্তের সবাই কাতার বন্দী হয়ে তাঁর প্রশংসা করতে থাকবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ পোশাক মোবারকে সেদিন তাঁকে অসাধারণ দেখাবে। পবিত্র আরশে তিনি উপবিষ্ট থাকবেন। আরশে আযীমের উপর তাঁর জন্য বিশেষ আসন সজ্জিত থাকবে, যাতে তিনি মহান আল্লাহ পাকের নির্দেশনায় তাশরীফ রাখবেন। সকল উম্মত আল্লাহ্ তায়ালার নিকট তাঁরই সুপারিশ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করতে থাকবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'শাফায়াতে কুবরা' তথা মহান সুপারিশের বিশেষ অনুমতি দেয়া হবে। তিনি গুনাহগার উম্মতের জন্য সুপারিশ করবেন। আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে (পরকালের) বিচার দিবসে তাঁর জন্য এক বিশেষ মর্যাদার আসন সংরক্ষিত থাকবে, যাকে বলা হয় 'মকামে মাহমুদ' বা প্রশংসিত অবস্থান। সে দিন তাঁর যে সব অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে, সব কিছু 'মকামে মাহমুদ'র অন্তর্ভূক্ত বলে বিবেচিত হবে।

পরকালীন জীবনে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাপ্য সকল অনন্য ও অসাধারণ বৈশিষ্ট্য 'মকামে মাহমুদ' হিসেবে নামকরণ করা হয়।

মহান রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন- وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا.

অর্থাৎ- এবং রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করুন। এটা খাস আপনারই জন্য অতিরিক্ত। এ কথা নিকটে যে, আপনাকে আপনার প্রতিপালক এমন স্থানে দণ্ডায়মান করবেন যেখানে সবাই আপনার প্রশংসা করবে। (সূরা বনী ইস্রাঈল ৭৯ আয়াত ১৫ পারা)

বর্ণিত আয়াতের তাফসীরে আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (রা.)'র কিতাব- الدر المنثور فى التفسير المأثر

এর ৪র্থ খণ্ড ৩৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন-

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : { عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً } وسئل عنه قال : هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي .



এবং ইমাম আহমদ ও ইমাম তিরমিযি বের করেছেন এবং হাদীসটিকে হাসান বলেছেন এবং ইবনু জারির ও ইবনে আবি হাতিম ও ইবনে মারদুবিয়া এবং ইমাম বায়হাকী দালায়েল এর মধ্যে বর্ণনা করেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন-

عَسى أنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُوْدًا .

অত্র আয়াত প্রসঙ্গে হুজুরে করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রশ্ন করা হলে তিনি এরশাদ করেন

اَلْمَقَامُ الْمَحْمُوْدَ . হল ঐ প্রশংসিত অবস্থান যেখানে আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করব।

আরো বর্ণিত আছে–

وأخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه ، عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تَلٍّ ، ويكسوني ربي حلة خضراء ثم يؤذن لي أن أقول ما شاء الله أن أقول ، فذلك المقام المحمود » . (هكذا فى المستدرك كتاب الفسير ٢/٣٩٥ مجمع الزوائد ٧/٥١)

এবং ইমাম আহমদ, ইবনু জারির, ইবনু আবি হাতিম, ইবনু হিব্বান ও হাকীম বের করেছেন এবং হাদীসটি ছহীহ বলেছেন এবং ইবনু মারদুবিয়া হযরত কা'ব বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন- নিশ্চয় প্রিয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন মানুষদেরকে কবর থেকে উঠানো হবে। তখন আমার উম্মতগণ একটি উঁচু পাহাড়ে অবস্থান করবে। আমার রব আমাকে সবুজ রঙের একসেট গৌরবময় পোশাক পরিধানের ব্যবস্থা করবেন। সেখানে আমাকে কথা বলার অনুমতি দিলে মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর প্রশংসা করব। এটাই 'মাকামে মাহমুদ' হিসেবে বিবেচিত। (সূত্রঃ আল মুসতাদরাক কিতাবুস তাফসীর, ২য় খণ্ড, ৩৯৫পৃষ্ঠা)

তাফসীরে আদ দুররুল মনসুর শরীফের মধ্যে রয়েছে–

وأخرج سعيد بن منصور والبخاري وابن جرير وابن مردويه ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاء كل أمة تتبع نبيها ، يقولون : يا فلان ، اشفع لنا . حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود . هكذا فى صحيح البخارى كتاب التفسير ٤٤٤١)

হযরত সাঈদ বিন মনসুর, ইমাম বুখারী (রা.), ইবনু জারির (রা.) ও ইবনু মারদুবিয়া এই সূত্র ধরে বের করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, কিয়ামতের দিন মানুষ দলে দলে নিজেদের নবীগণের পশ্চাতে চলবে এবং এ মর্মে আবেদন করবে যে, হে অমুক! আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। এভাবে সুপারিশ প্রার্থনা ধারাবাহিকভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে শেষ হবে। এটা হচ্ছে ঐ দিন, যে দিন আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মকামে মাহমুদের উপর অধিষ্ঠিত করবেন। (সূত্রঃ বুখারী শরীফ কিতাবুত তাফসীর, ৪র্থ খণ্ড, ১৭৪৮পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৪৪১)

তিরমিযি শরীফ ২য় খণ্ড ৬৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে–



عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَنَا فَاعِلٌ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ قَالَ اطْلُبْنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ قَالَ فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْحَوْضِ فَإِنِّي لَا أُخْطِئُ هَذِهِ الثَّلَاثَ الْمَوَاطِنَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি কিয়ামতের দিন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা পোষণ করলে তিনি বলেন, হ্যাঁ অবশ্যই আমি তা করব। তখন আমি জানতে চাইলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় গেলে সেদিন আপনার সাক্ষাত মিলবে? জবাবে তিনি বলেন, সর্বপ্রথম তুমি আমাকে 'পুলসিরাত'র নিকটে খুঁজবে। আমি আরজ করলাম, হুজুর যদি আপনার সাক্ষাত সেখানে না হয়? জবাবে তিনি বলেন, আমাকে মিযানের (নেকী ও পাপের মাপযন্ত্র) নিকট খুঁজবে। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলাম, সেখানেও যদি আপনার সাক্ষাত না মিলে? তিনি বলেন, তাহলে আমাকে হাউজে কাউসারের নিকট খুঁজে দেখবে। মূলত এ তিনটি স্থানের মাঝেই আমি আবর্তিত থাকব।

ইমাম কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন– 'মকামে মাহমুদ'র দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে মহান আল্লাহ্ তায়ালা বিচার দিবসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হামদ (প্রশংসা) এর ঝাণ্ডা (পতাকা) প্রদান করবেন। পূর্ববর্তী বর্ণিত অর্থ শাফায়াতের ক্ষমতা প্রদানের সাথে এ অর্থটি সামঞ্জস্যহীন নয় বরং সহায়ক। কেননা তিনি বিচার দিবসে হামদের পতাকা ধারণ করতঃ পতাকাতলে সমবেত সৃষ্টির আদি-অন্ত সকলের জন্য সুপারিশ করবেন।

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي

অর্থাৎ- হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিবসে আমি সকল আদম সন্তানের সর্দার হিসেবে থাকব। এটা কোন গৌরব করে বলিনা! কিয়ামতের দিন আদম আলাইহিস্ সালাম সহ সকল নবী-রাসূল ও তাঁদের উম্মতগণ আমার পতাকাতলে সমবেত হবেন। (সূত্রঃ তিরমিযি আল জামেউস সহীহ, পৃষ্ঠা ৩০৮)

হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বিশেষ মর্যাদা এবং তাঁকে উচ্চ আসন প্রদান করা সবকিছু 'মকামে মাহমুদ'র অন্তর্ভূক্ত। সকল নবী-রাসূল ও সব উম্মত তাঁর পতাকাতলে সেদিন সমবেত হবেন।

এটাই মূলত 'মকামে মাহমুদ'। অন্য এক হাদীসে বর্ণনাটি এভাবে এসেছে যে-

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ، وأول من تنشق عنه الأرض ، وأول شافع ، ومشفع ، بيدي لواء الحمد ، تحتي آدم فمن دونه »

হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামত দিবসে আমি সকল আদম সন্তানের সর্দার হব। এটা আমি অহংকার করে



বলিনি। সর্বপ্রথম রওজা মোবারক থেকে আমাকে উত্তোলন করা হবে। আমিই সকলের আগে সুপারিশ করতে সক্ষম হব এবং আমার সুপারিশ সর্বাগ্রে গৃহীত হবে। আমার হাতেই সেদিন হামদ (প্রশংসা)'র ঝাণ্ডা শোভা পাবে। যার নিচে আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে সকল মানুষ সমবেত হবেন। (সূত্রঃ ইবনে হিব্বান, খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ৩৯৮)

'মকামে মাহমুদ' যাতে পৌছার কারণে হুজুরে করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টি জগতের আদি-অন্ত সহ সকলে তাঁর প্রশংসারত থাকবেন। মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সবটুকু ভালবাসা, মমতা ও নৈকট্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে-

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ . আমি আপনার অবস্থানকে সবার উর্ধ্বে স্থান দিয়েছি। এ ঘোষণার সাথে এর কার্যক্রম সৃষ্টির শুরু থেকে যেভাবে আরম্ভ হয়েছে তার পরিসমাপ্তি কিয়ামতের দিনসহ জান্নাতে দাখিল হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। সেখানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সুপারিশের মাধ্যমে জান্নাতী গণের মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তারা সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করে ধন্য হয়ে যাবে। যেন মহান আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামতের দৃশ্য থেকে শুরু করে জান্নাতে অবস্থান পর্যন্ত সমগ্র পরিবেশকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মকামে মাহমুদের অধীন করে দিয়েছেন। অতএব এর মাধ্যমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা সর্বোচ্চ স্থান দেয়া হবে এবং তাঁর আলোচনা সর্বাধিক গুরুত্ববহ হবে। সকলেই তাঁর প্রশংসায় রত থাকবে।

পরিশেষে আমরা পাপী, গোনাহগার উম্মতরাও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশের প্রত্যাশা রাখি। আমিন।

উপাধ্যক্ষ : জামিরজুরি রজবীয়া আজিজিয়া রহমানিয়া সুন্নিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।

"ত্রি জগতে নাহি ভয় যথা তথা পাবি জয়।
যার হৃদে প্রবেশিছে প্রেম শাহা মাইজভাণ্ডার।।"

মুর্শিদে বরহক সাজ্জাদানশীনে দরবারে
গাউছুল আজম, রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরিকত
আলহাজ্ব হযরত মওলানা
শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক
মাইজভাণ্ডারী (মঃ) ছাহেব কেবলা কাবা এঁর
মেহেরবানী প্রত্যাশায়-

শাহ্‌জালাল সি এন জি গ্যারেজ

এখানে সকল প্রকার সি এন জি ইঞ্জিনের যত্ন সহকারে কাজ করা হয়।

মুহাম্মদ সৈয়দ মিস্ত্রি
প্রোপ্রাইটর
মোবাইল : ০১৮৪০-৭৪২৮২৬, ০১৮৬৪-৩৬৩০২০

গাবতল, ফতেনগর, নোয়াজীষপুর, রাউজান, চট্টগ্রাম

"ত্রি জগতে নাহি ভয় যথা তথা পাবি জয়।
যার হৃদে প্রবেশিছে প্রেম শাহা মাইজভাণ্ডার।।"

M/S. SHAHPHIR MOTORS
199-A/6, Rahat Complex, Dewandighi
Dewanhat, Chittagong, Bangladesh.

I. S. TRADE AGENCY
215/213 P.M. Center, Dewandighi
Dewanhat, Chittagong, Bangladesh.

All Kinds of Motor Parts Importer
Stockist & Whole Seller

Md. Abu Taleb
Proprietor
Mobile : 01819-319557
Phone : 031-2523224

E-mail : shahphirmotor@gmail.com

জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে ইসলাম

- আলহাজ্ব মওলানা ইসমাঈল নোমানী

ইসলাম নিরাপত্তা ও শান্তির ধর্ম। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা শান্তি প্রিয় ও শান্তিকামী। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্ব মুসলমানকে মানবতা, উদারতা ও শান্তিকামিতা শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু সম্প্রতি সারা বিশ্বে শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম ও শ্রেষ্ঠ উম্মত মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব নষ্ট করার পাঁয়তারা চলছে খুব সুকৌশলে। তাই বিশ্বব্যাপী ইহুদি খৃষ্টানরা ছলে বলে কৌশলে মুসলমানদেরকে জঙ্গী ও সন্ত্রাসবাদী বানাতে আগ্রহী। তারা কৌশলে মুসলমানদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে আইএস, জেএমবি, আনসারুল্লাহ সহ অনেক জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদী দল। তাদের তৎপরতায় আজ শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম ও শ্রেষ্ঠ জাতি মুসলমানদের সুনাম ক্ষুন্ন হচ্ছে। সন্ত্রাসের তৎপরতায় হত্যার শিকার হয়েছে পাকিস্তানে স্কুল শিশু, জাপানে প্রতিবন্ধী, ফ্রান্সে ২৫ টন ভারী ট্রাকের চাপে আবাল, বৃদ্ধ, বণিতা ৮৪ জন নির্মমভাবে নিহত, ইমাম, মুয়াযযিন, পুরোহিত, আলেম-ওলামা, পীর মাশায়েখ, দরবারের খাদেমসহ অসংখ্য মানুষ হত্যার শিকার হয়েছে। তাই জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদী কারা তাদের স্বরূপ উন্মোচন ও বিধান সম্পর্কে আলোচনা করতঃ দেশের মানুষকে সতর্ক করে দেয়া সময়ের দাবী। সে দাবীর নিরিখে জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে জনগণকে সম্যক ধারণা দেওয়ার জন্য এ প্রয়াস।

ইসলাম বনাম জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ ঃ

ইসলাম ও জঙ্গিবাদ পরস্পর বিপরীত। ইসলামের সাথে জঙ্গিবাদের লেশমাত্র সম্পর্ক নেই। ইসলাম অর্থ শান্তি আর জঙ্গি অর্থ যুদ্ধ। ফার্সি হতে তা উদ্ভুত। জঙ্গি অর্থ যুদ্ধ প্রিয়, অশান্তি দাতা। কাজেই শান্তি ও অশান্তি এক হতে পারে না। ইদানিং প্রিন্ট মিডিয়াতে ইসলাম জঙ্গিবাদ নামে যে শব্দ প্রয়োগ করা হয় তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কারণ একই বস্তুতে বৈপরিত্ব অর্থ প্রয়োগ করা নির্বুদ্ধিতার নামান্তর। তাই ইসলামী জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাসবাদ বলা যায় না। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

ইসলাম শান্তির ধর্ম। এ অর্থ মুসলমানের মাঝে যথার্থ ফুটে উঠে। মুসলমান শান্তি প্রিয় হয় এবং অপরকে শান্তি দান করে। প্রকৃত অর্থে ইসলামে শান্তি নিহিত আছে। তাই এ দীন ইসলাম জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে প্রেমপ্রীতি, সৌহার্দ্যবোধ, শান্তি, নিরাপত্তা ও সহিষ্ণুতার সাথে বসবাসের শিক্ষা দিয়ে থাকে।

ইসলাম বিদ্বেষী কতিপয় লেখক অন্যায়ভাবে প্রচার করেছে যে, ইসলাম তরবারির মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। অথচ এটা ভ্রান্ত উক্তি ও ডাহা মিথ্যা। একজন মুসলমান হত্যাকান্ড ও সন্ত্রাসে লিপ্ত হতে পারে না। কারণ হাদিসে বলা হয়েছে

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ والمؤمن من امنه الناس في دماءهم واموالهم .

মুসলমান সে ব্যক্তি যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমানেরা নিরাপদ থাকে। আর মুমিন সে ব্যক্তি যাকে মানুষেরা তাদের জান মালের ব্যাপারে আমানতদার মনে করে। ১

পরমতসহিষ্ণুতা বা পরধর্মের প্রতি উদারতার সে অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রহমাতুল্লিল আলামীন নবী দেখিয়েছেন, যা পৃথিবীর অন্য কোনো মতাদর্শেই পরিদৃষ্ট হয় না। প্রফেসর রামদেব বলেন- 'ভ্রান্তিমূলকভাবে বলা হয়ে থাকে যে, তরবারির মাধ্যমেই ইসলাম প্রচারিত হয়েছে। অথচ প্রতিষ্ঠিত সত্য কথা যে, ইসলামের প্রচারে কখনো তরবারী ব্যবহৃত হয়নি।' ঐতিহাসিক ডোজিও অনুরূপ মন্তব্য করে বলেন- প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণকারী এক রহস্য হিসেবে ধরা পড়ে যে, ইসলামের নতুন ধর্ম কারো উপর জোর করে আরোপ করা হয়নি। বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা তো দূরে থাক,

অপরের ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ ও অন্য ধর্মের প্রবর্তকদের প্রতিও সামান্যতম কটুক্তি করা ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ২

ইসলামের অর্থ ঃ

ইসলাম শব্দটি মাসদার। এটি سلم- يسلم- سلاما وسلامة থেকে উদ্ভুত। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

ادخلوا فى السلم كافة ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবিষ্ট হও। ৩

এই আয়াতে করীমায় السلم এর অর্থ ইসলাম। আরবি ভাষায় سلام শব্দের চারটি অর্থ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ سلام শব্দটি سلمت এর উৎসমূল। দ্বিতীয়তঃ শব্দটি سلامة এর বহুবচন। তৃতীয়তঃ শব্দটি আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সুন্দর নামসমূহের একটি। চতুর্থতঃ এটি এমন এক বৃক্ষের নাম যা সদা সজীব থাকে। সেই অর্থে اسلام উৎসমূলের অর্থ নিরাপত্তা লাভ করা। নিজের দীন ও জান-মালের বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার বলা-মুসিবত থেকে রেহাই পাওয়া। 'ইসলাম'র অর্থ কুরআন-হাদিসে প্রয়োগ

উপরোক্ত অর্থ নিম্নলিখিত কুরআনে অনেক জায়গায় প্রয়োগ হয়েছে।

بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .

হ্যাঁ, যে কেউ ইসলাম গ্রহণ করল পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য এবং সে নেক-কারও তার জন্য রয়েছে এর প্রতিদান তার রবের কাছে এবং তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা দুঃখও পাবে না। ৪

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ .

যখন ইবরাহীমের রব তাকে বলেছিলেন- তুমি ইসলাম কবুল কর। তিনি বলেছিলেন, আমি ইসলাম কবুল করলাম রাব্বুল আলামীনের জন্য। ৫

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ .

তবে যদি তারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তবে আপনি বলুন- আমি ইসলাম কবুল করেছি পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। বলুন তাদের- যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে এবং যারা নিরক্ষর -তোমরাও কি ইসলাম কবুল করেছ? যদি তারা ইসলাম কবুল করে, তবে তো তারা হিদায়েত পেল। কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনার দায়িত্ব কেবল পৌঁছিয়ে দেয়া। আল্লাহ বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। ৬

ان الدين عند الله الاسلام .

নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট মনোনীত ধর্ম ইসলাম। ৭

হাদিসে অনেক জায়গায় প্রয়োগ হয়েছে।

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- . الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

মুসলমান সে ব্যক্তি যার মুখ ও হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপত্তা পায়। ৮

২. হযরত আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু রেওয়ায়াত করেছেন, আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করলাম- হে আল্লাহ্‌র রাসুল! ইসলামের কোন আমলটি উত্তম? তিনি ইরশাদ করেন।

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

যার জবান ও হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে আরজ করলেন, ইসলামে কোন আমলটি উত্তম? তদুত্তরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন

تُطْعِمَ الطَّعَامَ وَتَقْرَأَ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ، وَمَنْ لَمْ تَعْرِف.

ইসলামের উত্তম আমল হল তুমি (অপরকে) আহার করাবে এবং সালাম দেবে। চাই তুমি তাকে চেন বা না চেন।

৪. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল স্বীয় মুসনদে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে রেওয়ায়াত করেন

ان رجلا قال أَيُّ لِاسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

এক ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নিকট আরজ করলেন হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামের কোন আমলটি উত্তম? তিনি ইরশাদ করেন- যার রসনা ও হাত থেকে মুসলমানেরা নিরাপদ থাকে। ৯

৫. ইমাম তিবরানী হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নিকট এসে আরজ করেন-

أَيُّ لِاسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

হে আল্লাহর রাসূল! মুসলমানদের মধ্যে কোন ব্যক্তির ইসলাম উত্তম? তদুত্তরে বললেন- যার রসনা ও হাত থেকে মুসলমানেরা নিরাপদ থাকে।

ইসলামের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লামা সা'দুদ্দীন তাফতাযানী বলেছেন-

الاسلام هو الخضوع والانقياد بمعنى قبول الاحكام والاذعان بها.

ইসলামের বিধি-বিধান কবুল ও বিশ্বাস করতঃ পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করাকে ইসলাম বলে। ১০

জঙ্গি ও জিহাদের মধ্যে পার্থক্য ঃ

জিহাদ ইসলামি পরিভাষা। অর্থ- চেষ্টা করা, শক্তি ব্যয় করা, শক্তি বা সামর্থ্য।

শরীয়তের পরিভাষায়-সত্য ধর্মের প্রতি আহবান করা এবং এ আহবান অগ্রাহ্যকারীর সাথে যুদ্ধ করা। ১১

ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সশরীরে বা পরামর্শদানে বা আর্থিক সহযোগিতায় কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা চালানোকে জিহাদ বলে। ১২

আল্লামা ইবন হুম্মাম বলেন- আল্লাহর বাণী প্রচার করার প্রচেষ্টাই জিহাদ। মুসলিমগণ যখন ধর্মশত্রু কর্তৃক আগ্রাসনের শিকার হয়, আক্রান্ত হয়, মুসলিম উম্মাহর সংহতি ও ইসলামী রাষ্ট্রের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হওয়ার

উপক্রম হয়, তখন জিহাদ আবশ্যক হয়ে যায়। অহেতুক স্বধর্ম বা ভিন ধর্মের লোক হত্যা করাকে জিহাদ বলা যায় না। এটি জঙ্গিবাদ যা মানুষের রক্তপাত ঘটায়। ইসলামের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া বিভ্রান্তরাই তাদের অযৌক্তিক ও সমর্থনহীন চিন্তাধারাকে স্বাভাবিক রাস্তায় প্রচার-প্রসারে ব্যর্থ হবার প্রেক্ষিতে সন্ত্রাস এবং বিদ্রোহীতার আশ্রয় নিয়ে বাস্তবায়নের কর্মসূচিই মূলত: জঙ্গিবাদ। ১৩

ইসলামের শিক্ষা হল কোন কাফিরও যদি প্রাণের ভয়ে হোক কিংবা বানোয়াটি করে যুদ্ধকালীন কালেমা পাঠ করতঃ নিজেকে মুসলমান হওয়ার দাবী করে এবং ইমান প্রকাশ করে এমন ব্যক্তিকেও হত্যা করা নিষেধ। জোর করে মানুষকে মুসলমান বানানোর উদ্দেশ্যে হত্যাকান্ড ঘটানো জিহাদ নয়। কারণ জিহাদে সুনির্দিষ্ট কতগুলো শর্ত রয়েছে।

সন্ত্রাসবাদ

ইংরেজি টেরোরিজম (Terroreism), আরবিতে الارهابية (আল- ইরহাবিয়্যা) এবং বাংলায় সন্ত্রাসবাদ যে নামেই আখ্যায়িত করা হোক না কেন তা সমাজের একটি দুষ্ট প্রকৃতির মানুষের চরম দুশমন ইবলীসের উর্বর মস্তিস্ক থেকে আবিস্কৃত। সন্ত্রাস শব্দ 'ত্রাস' থেকে উদ্ভুত। ত্রাস হল- ভয়, শংকা, ভীতিকর। আর সন্ত্রাস হল আতঙ্কগ্রস্থ, অতিশয় ত্রাস বা ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা। সন্ত্রাসিত- সন্ত্রাসযুক্ত সন্ত্রস্ত। যৎপরোনাস্তি, আতঙ্ক, সন্ত্রাস; ফার্সিতে দহিস্তে গরদি। ভয়ঙ্কর ব্যক্তি, প্রাণী, বা বস্তু সঙ্গবদ্ধভাবে ভয় দেখিয়ে বশ মানানোর নীতি, সন্ত্রাসবাদ। সন্ত্রাসের আরবী প্রতিশব্দ হলো 'ইরহাব' অর্থাৎ কাউকে ভয় দেখানো, সন্ত্রস্ত করে তোলা।

পরিভাষিক অর্থ সন্ত্রাস হল- কোন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অত্যাচার, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্নক ও ত্রাসজনক পথ বেছে নেয়া, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য সংঘবদ্ধভাবে ভয় দেখিয়ে বশ মানানোর নীতি অবলম্বন করা।

মূলত ক্রোধ ও লোভ, সমাজ ও স্বীয় সত্তায় বিশ্বাসের অভাব এবং এরূপ চরিত্রগত কিছু কিছু মনস্তাত্তিক দুর্বলতার মনোবিকার থেকেই সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি হয়।

সময়োপযোগী সূক্ষ্মভাবে মূলোৎপাটন করা না হলে গোটা সমাজই ক্যান্সারের মত গ্রাস করে ফেলে। ফলে শান্তিময় সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- সন্ত্রাস মোকাবেলায় দু'টো উদাহরণ আমাদের নিকট সমুজ্জ্বল।

এক. প্রবলতর রোমক সাম্রাজ্য চালিত সংঘবদ্ধ সরকারী সন্ত্রাসের মুখে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর প্রকৃত অনুসারীগণের অহিংস সংগ্রাম।

দুই. রোমক ও পার্সিক সাম্রাজের বিশ্বব্যাপী সংঘবদ্ধ সমাজ সমগ্রব্যাপী সন্ত্রাসের মোকাবলোয় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারীগণের আত্মরক্ষামূলক সীমিত শক্তি প্রয়োগ ব্যাপকতর পর্যায়ে অহিংস সর্বব্যাপী সৃষ্টি প্রেমভিত্তিক সন্ত্রাস নির্মূল মূলক প্রচেষ্টা। ১৪

সন্ত্রাস নির্মূল করার পদ্ধতি ঃ

সন্ত্রাস বন্ধের জন্য সন্ত্রাসীকেই নির্মূল করে ফেলা আজকের সন্ত্রাস বিরোধী প্রচেষ্টার এ প্রবণতা ভ্রান্ত বলে মনে হয়। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস কোন সাফল্যজনক স্ট্র্যাটেজী হতে পারে না। বিশেষ করে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদ যদি সমাজে বিস্তার লাভ করে। যেমনটি ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সময়ের সমাজে। এরূপ হলে সন্ত্রাসী নির্মূলে সন্ত্রাস বন্ধের নির্বুদ্ধিতাগত নীতির ফলে পুরো সমাজকেই প্রায় নির্মূল করে ফেলতে হবে। সীমিত সংখ্যক ভাল লোক রেখে সমাজের বাদ বাকী সকলকে হত্যা করা হবে সমাজেরই সর্বনাশ। সীমিত সংখ্যক ভাল লোক হলেও সাধারণত সমাজ চলতে পারে না।

গোত্র ভিত্তিক বা মধ্যবিত্ত সমাজে সন্ত্রাসীদের পাইকারী মৃত্যুদন্ড বা জেল দেয়া তেমন কার্যকর হয় না। এমন সমাজে রক্তের সম্পর্ক, আত্মীয়তার টান ও শ্রেণীগত নৈকট্যের কারণে প্রায় সব সময় দেখা যাবে গ্রেপ্তারকৃত সন্ত্রাসীর আত্মীয়স্বজন সরকারের কোন না কোন পর্যায়ে সমাসীন থাকেন। ফলে এদের আত্মীয় কোন সন্ত্রাসীর সাজা হলে এরা সাধারণত তদবীর করতে চায়। আর তাতে দমনমূলক সাজার প্রচেষ্ঠা অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়। প্রচেষ্টা সার্থক যদিও হয় কোন ক্ষেত্রে তাহলে তার ফলে সেক্ষেত্রে এ সন্ত্রাসীর আত্মীয়স্বজনদের মনে ক্রোধের সঞ্চার হয়। তাদেরও সন্ত্রাসমূলক কার্যক্রমে প্রভাবিত হবার উপক্রম করে। এসব কারণেই সন্ত্রাস দমনমূলক ব্যবস্থাকে যত অল্পসময়ের জন্য সম্ভব, একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে সীমিত রেখে সন্ত্রাস নির্মূলমূলক স্ট্র্যাটেজী'র দিকে জোর দিতে হবে। এ বিষয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র আদর্শে তা-ই প্রতীয়মান।

আত্মশুদ্ধিমূলক তরীকাসমূহের প্রসার ঃ

সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য সন্ত্রাসের উৎসরূপ মনোবিকারমূলক চরিত্রগত দুর্বলতা দূরীকরণে সর্বোচ্চ পর্যায়ের গুরুত্বদান তাঁর ঐ আদর্শের একটি দিক। এজন্য প্রবৃত্তির শুদ্ধি বা তাযকিয়াতুন্নাফস আজকের প্রচলিত পরিভাষায় যাকে অনেকে তাসাউফ বলে। তাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতে হবে। কুরআন শরীফে এ নফস তাযকিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে-

قد افلح من تزكى .

যে প্রবৃত্তিকে পরিশুদ্ধ করেছে সে সাফল্যমন্ডিত হয়েছে।

সমাজে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাস নির্মূলমূলক সফল স্ট্র্যাটেজী'র কেন্দ্রীয় বিষয় হতে হবে প্রবৃত্তির শুদ্ধিমূলক নানা পদ্ধতিগত কর্মকান্ড। সমাজ মুসলমান অধ্যুষিত সমাজ হলে আর কথায় নেই। স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সহকর্মী সাহাবীদের শিক্ষা-দীক্ষা আর আচরণ পদ্ধতি থেকে নেয়া নানা উপাদান সমন্বিত-উপস্থাপিত 'তাযকিয়া' বা তাসাউফের যেসব বিভিন্ন বিশুদ্ধ পদ্ধতি বা তরীকা রয়েছে, সেগুলোর ব্যাপক প্রচার প্রসার ও প্রয়োগ হবে সমাজে সন্ত্রাস নির্মূলমূলক আদর্শ 'স্ট্র্যাটেজী' প্রয়োগের প্রধান কাজ। সমাজটি মুসলমান প্রধান না হলে, সেখানেও এসব পদ্ধতির বিষয়বস্তু এবং প্রক্রিয়াগত পদ্ধতিকে ধর্মীয় বিষয় হিসেবে যদি নাও হয়- সমাজ মনস্তাত্ত্বিক, সংশোধন- সংস্কারমূলক সাংস্কৃতিক এক প্রচেষ্টা হিসেবেই তার প্রচলন করা যেতে পারে।

এই আদর্শ স্ট্র্যাটেজী'র অংশ হিসেবে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনসাধারণের মন থেকে লোভ, ক্রোধ, ও ঘৃণা, হীনমন্যতা এবং অন্যের প্রতি বিশ্বাসের অভাবের মত নেতিবাচক মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা দূর করতে হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র আদর্শ প্রচারে ব্রত হতে হবে। 'দুনিয়া' তথা বস্তুগত সুযোগ সুবিধার আকর্ষণ তথা 'লোভ' যে পাপ তথা অপরাধের উৎস, তা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন। তাঁর উচ্চারিত শেখানো কুরআন শরীফেও তা জানানো হয়েছে। সূরা 'তাকাসুর' এর الهاكم التكاثر . তথা তোমাদেরকে ভুলায়ে বসেছে প্রাচুর্য্যতা উলেখ করা যায়।

সন্ত্রাসের উৎসমূলরূপ এ 'লোভ' দূর করার জন্য এই আদর্শ স্ট্র্যাটেজী'র এক দিক।

স্থায়ীত্বশীল দারিদ্র্য বিমোচন ঃ

অনুদান দিয়ে সাধারণত দরিদ্রজনদের স্থায়ীভাবে দরিদ্রমুক্ত করা যায় না, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দিষ্ট অতি নিম্নে দারিদ্র্যসীমার নিচে যারা, অনুদান পেলে সাধারণত তারা তা দিয়ে স্বাভাবিক প্রয়োজন পূরণ করে। সেখান থেকে কিছু বাঁচিয়ে, তা দিয়ে এমন কোন উৎপাদনমূখী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না, যার ফলাফল দিয়ে তারা এমন স্থায়ীভাবে দারিদ্র্যমুক্ত হতে পারে যাতে তাদের আর অনুদান নির্ভর হতে হয় না।

অনুদান গ্রামে গ্রামে মাইক্রো-ক্রেডিট প্রদানের যেসব প্রচেষ্টা চালু হয়েছে, তার গ্রহিতাদের অভিজ্ঞতা থেকেই দেখা যাচ্ছে, মাইক্রো-ক্রেডিট তো অনুদান দেওয়া হয় না- দেওয়া হয় চড়া সুদে ঋণ। এটা আরো সর্বনাশ, গ্রহিতা যা পায়, তা প্রয়োজন মেটাতেই খরচ করে ফেলে। যা পেয়েছিল তাকে উৎপাদনে ব্যবহার করে তা থেকে কিছু আয় যখন হয়নি, তা থেকে আবার ঐ সুদখোরদের সুদ দেবে কোত্থেকে।

তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র আদর্শ সন্ত্রাসনির্মূল 'স্ট্র্যাটেজী'-র একটি অংশ হল, স্বাভাবিক প্রয়োজন পূরণে দেয়া অনুদানের উপরও দারিদ্র্যজনকে উৎপাদনমূখী করে তোলার জন্য সমাজের ধনাঢ্য জনদের সঙ্গে তাদের ব্যবসাগত সম্পর্ক গড়ে তুলে ধনী- দরিদ্রের পাটনারশিপ নানা ব্যবসায়ের প্রচলন করা।

এরূপ ধনী-দরিদ্রের সরাসরি সাক্ষাৎ ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভেতর দিয়ে চালিত যৌথ ব্যবসায়ের এমন বহু মনস্তত্ত্বগত উপকার আছে-যা সমাজ থেকে শ্রেণীবিদ্বেষসহ সন্ত্রাসবাদী প্রবণতামূলক বিভিন্ন বিষয় দূরীভূত করবে।

সন্ত্রাস নির্মূলমূলক আদর্শ স্ট্র্যাটেজী'র অংশ হিসেবে পাড়ায় মহল্লায় ধনী-দরিদ্রের এমন যৌথ ব্যবসায়ের রেওয়াজ চালু করা দরকার। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করেছিলেন। ১৫

সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র আদর্শ ঃ

হযরত রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছিলেন সারা জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ। তাই ইহকালেও সকল মানুষ যেন সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে পারে, শান্ত-স্নিগ্ধ এ পৃথিবীতে বুক ভরে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারে। গুটি কয়েক দুর্বৃত্ত দুরাচারের জন্য সমাজের সকল শান্তি প্রিয় মানুষের জীবন যাতে দুর্বিসহ হয়ে উঠতে না পারে, সেজন্য তিনি ছিলেন সর্বদাই সচেতন। তাই এ ব্যাপারে তিনি বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তিনি প্রয়োজনীয় কল্পনাতীতভাবে কঠোর হয়েছেন। দুনিয়া থেকে যত অনাচার, অন্যায় অত্যাচার, সন্ত্রাস সবই দূরিভূত করতে তিনি শক্ত হাতে কঠোরভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। নবুওয়াত প্রাপ্তির পরে বটেই পূর্বেও তিনি সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন সন্ত্রাস নির্মূল করতে।

তাই আমরা দেখতে পাই- প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে হিলফুল ফুজুলের মাধ্যমে আউস ও খাজরাজ গোত্রের ১২০ বছরের যুদ্ধকে বন্ধ করেছিলেন। ১৬। মাত্র ২০ বছর বয়সে তিনি 'হিলফুল ফুজুল' সংগঠনের মাধ্যমে যুলুম ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের পদক্ষেপ নিয়েছেন। উক্ত সংগঠনের ১নং শর্তে বর্ণিত ছিল "আল্লাহর কসম! মক্কা নগরীতে কারো উপর অত্যাচার হলে আমরা সবাই মিলে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে সাহায্য করব। চাই সে উচু শ্রেণীর হোক; বা নীচু শ্রেণীর স্থানীয় হোক; বা বিদেশী হোক। অত্যাচারিতের প্রাপ্য যতক্ষণ পর্যন্ত আদায় হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এভাবেই থাকবো।

হত্যাকান্ড জঘন্যতম অপরাধ ঃ

কুরআনে করীমে অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলোতে হত্যাকান্ড ও সন্ত্রাসের ভয়ারহ পরিণতি তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ বলেন-

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে ধ্বংসাত্বক কাজ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে তাদেরকে গুণে-গুণে হত্যা করা হবে অথবা শূলিতে চড়ানো হবে বা তাদের একদিকের হাত অপরদিকের পা কেটে

ফেলা হবে বা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। এটা দুনিয়াতে তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে। ১৭

হত্যা ও সন্ত্রাস সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ.

আমি বনী ইসরাঈলের প্রতি বিধান দিয়েছিলাম যে, যদি কেউ কাউকে হত্যা করে নরহত্যা কিংবা দুনিয়ার ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া সে যেন দুনিয়ার সব মানুষকে হত্যা করলো। আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে, সে যেন সব মানুষেরই প্রাণ রক্ষা করলো। তাদের কাছে তো এসেছিল আমার রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে, তারপরও তাদের মধ্যে অনেকেই দুনিয়ায় সীমালংঘনকারী রয়ে গেল। ১৮

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.

যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তার সাজা জাহান্নাম। সে সেখানে অনন্তকাল তাতে থাকবে। তার উপর আল্লাহ ক্রোধান্বিত হবেন আর তার উপর অভিশাপ দেবেন। আর তিনি তার জন্য তৈরি করে রেখেছেন মহাশাস্তি। ১৯

আর সে সব জীবন যা আল্লাহ তোমাদের উপর হারাম করেছেন, অন্যায়ভাবে (শরীয়তের বিধান পালনার্থে ব্যতিত) হত্যা করবে না। এসব এমন যা তিনি তোমাদের প্রতি সুনির্দিষ্টভাবে আদেশ দিয়েছেন। তোমরা যেন জ্ঞান খাটিয়ে কাজ কর। ২০

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্বের ভাষণ বিশ্ব-মানবতার জান-মাল বিনাশ ও হত্যাযজ্ঞের কুফল ও নিষেধাজ্ঞা অবহিত করতে গিয়ে বিদায় হজ্বের দিন বলেন-. ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا

"নিশ্চয় তোমাদের প্রাণ ও তোমাদের সম্পদ তোমাদের উপর এরূপ সম্মানিত, যেমন তোমাদের আজকের এ দিন সম্মানিত।"

উকুল ও উরায়না গোত্রের লোকেরা মদিনায় হিজরত করলে তাদের পেট ফুলে যায়, চেহারা হলুদ বর্ণের হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে মহান নবী তাদেরকে সাদকার উটের দুধ ও প্রশ্রাব পান করতে বললেন। তারা তা পান করার পর সুস্থ হয়ে গেলে রাখাল হত্যা করে সে উটগুলো লুঠ করে নিয়ে পালিয়ে যায়। নবীজি সে সন্ত্রাসীদেরকে চোখ ফুটো করে মুসলা তথা হাত পা কেটে হত্যার নির্দেশ দিলেন।

বনু নযীরের লোকেরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, হত্যাকান্ড ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করার কারণে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন মহানবী দ.। তাদের খেজুর গাছ কেটে আগুন লাগিয়ে ভিটা-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে খায়বর ও সিরিয়াতে তাড়ায়ে দেয়া হয়েছে।

যুদ্ধ চলাকালে অমুসলিম মহিলা ছাড়াও অমুসলিমদের শিশু সন্তানদের হত্যা করার নিষেধাজ্ঞাও ইসলামের মানবতাধর্মী সোনালী কানুনের অন্যতম। এদিকে রহমতের নবীর যুদ্ধ-নীতির উদারতাও দেখুন, অপর দিকে দেখুন

জিহাদের নামে কলেমা পড়া সন্ত্রাসীদের বীরত্বের আস্ফালন। হায়! তাদের যদি রাসূলের এসব বাণীর প্রতি যৎকিঞ্চিৎ লজ্জাবোধ সৃষ্টি হত। যুদ্ধ অবস্থায় যেখানে শিশু ও নারীদেরকে রেহাই দিয়েছেন সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থায় তাদেরকে হত্যা করা জঘন্যতম হারাম।

নারী, বয়োবৃদ্ধ, আলেম, পীর মাশায়েখ, মুসল্লী যে কোন মানুষকে হত্যা মহাপাপ। ইমাম মুসলিম হযরত ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি পত্রের কথা উল্লেখ করেন। পত্রে তিনি লিখেছেন-

নিশ্চয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুশমনদের শিশু-সন্তানদের হত্যা করতেন না। অতএব, তুমিও শিশুদের হত্যা করবে না। হযরত উসমা বিন যায়দ বিন হারেসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে 'হেরকা' নামক স্থানের দিকে জিহাদের জন্য পাঠান যারা ছিল 'জুহাইনা' গোত্রের একটি শাখা। সেখানে আমরা সকলে পৌছে গেলাম। প্রচন্ড যুদ্ধের পর তাদের পরাভূত করলাম। আমি ও অপর এক আনসারী সাহাবা একত্রে সে গোত্রের এক ব্যাক্তিকে আক্রমণ করে বসলাম। তখন সে আমাদের হতে কালেমা শুনে পড়তে লাগল। তা শুনে সরে গেল। কিন্তু আমি তীর মেরে তাকে হত্যা করে ফেললাম। আমরা চলে এলাম। পরবর্তীতে নবীর কাছে ঘটনাটি পৌছলে বললেন, হে উসামা! তুমি কি তাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা সত্ত্বেও হত্যা করেছ? তিনি বারংবার এই কথাগুলোই বলতে রইলেন আর আমি আফসোস করছিলাম, হায়! আমি যদি আজকের দিনের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ না করে থাকতাম। বর্ণনা এভাবে এসেছে-

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামাকে ডেকে এনে জানতে চাইলেন, তুমি একে কেন হত্যা করেছ? তিনি আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসুল! সে মুসলমানদের কষ্ঠ দিয়েছে। কিছু সাহাবার নাম উলেখ করে বলেন, অমুককে অমুককে সে হত্যা করেছে। আমি তার উপর আক্রমণ করি। সে যখন তরবারী দেখল, তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- কিয়ামতের দিন যখন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কলেমাটি প্রত্যাগত হবে, তখন তুমি তার জবাব কি দিবে? তিনি আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ক্ষমা করে দিন। তিনি পুনরায় বললেন, কিয়ামতের দিন যখন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কলেমাটি প্রত্যাগত হবে, তখন তুমি তার কি জবাব দিবে? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বলতে রইলেন, কিয়ামতের দিন যখন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কলেমাটি প্রত্যাগত হবে, তখন তুমি তার জবাব কি দিবে?

হযরত মিকদাদ বিন আস্ওয়াদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন–

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার মতামতের অপেক্ষায় আছি। যুদ্ধ ময়দানে আমি যদি কোন কাফিরের মোকাবেলা করি আর সে আমার হাত কেটে নেয় কিন্তু আমি যখন তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হই, সে কোন বৃক্ষের আশ্রয়ে এসে বলতে থাকে- আমি আল্লাহর ওয়াস্তে মুসলমান হয়ে গেলাম। তবে আমি তাকে এ কালেমা পড়ার পর হত্যা করতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তুমি তাকে হত্যা করতে পার না। আমি আরজ করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে তো আমার হাত কেটে নেওয়ার পর কালেমা পড়েছে। তাহলে আমি কি তাকে হত্যা করতে পারি না? তিনি বললেন, তুমি তাকে হত্যা করতে পার না। তুমি যদি তাকে হত্যা কর তবে সে তোমার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে যাবে, যে মর্যাদায় তুমি তাকে হত্যা করার পূর্বে ছিলে। তুমি হয়ে যাবে সে মর্যাদায়, যে মর্যাদায় সে ছিল কালেমা পড়ার পূর্বে অর্থাৎ কুফরের উপর।

সন্ত্রাসীদের প্রকারভেদ ঃ

সন্ত্রাসী চার প্রকার সূরা মায়িদায় বর্ণিত আয়াতের মর্ম থেকে বুঝা যায়।

ক. শুধু হত্যাকান্ড চালায়, তাদের সাজা মৃত্যুদন্ড।

খ. হত্যা করতঃ ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়। তাদের শাস্তি শূলিতে চড়ায়ে মৃত্যু দন্ড।

গ. কাউকে আঘাত না করে কেবল মাল-সম্পদ লুঠ করে। তাদের শাস্তি ডান হাত ও বাম হাত কর্তন করা।

ঘ. যারা রাস্তা ঘাটে ত্রাস সৃষ্টি করে। মাল লুট ও হত্যাকান্ড করে না, তাদের শাস্তি বন্ধি করে রাখা।

সন্ত্রাসীদের তাওবা ঃ

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর যমানায় হারেছা নামী এক সন্ত্রাসী ছিল। সে বসরায় হত্যাকান্ড চালাত। আল্লাহ পাক তাকে তাওবা করার তাওফিক দান করেছেন। একদা কয়েক বসরার নেতার আশ্রয় নিল। কেউ তাকে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে নিয়ে যেতে রাজি হননি। অবশেষে সাঈদ বিন কায়ূম তাকে নিয়ে খলিফাতুল মুমিনীন হযরত আলীর নিকট হাজির হয়। সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফার নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন- হে খলিফা! যদি কোন সন্ত্রাসী আপনার নিকট এসে তাওবা করে ক্ষমা চায় তবে আপনি তাকে কি ক্ষমা করবেন। তিনি ফয়সালা দিলেন- যে সন্ত্রাসী ধরা পড়ার পূর্বে আত্নসমর্পণ করে তাওবা করে তবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া যদিও শ্রেষ্ঠ ডাকাত হারেছা হয়। তখন হারেছাকে ইশারা করা হল। আত্নগোপন থেকে বের হয়ে হারেছা তাওবা করে আত্নসমর্পণ করলো। হযরত আলী তাকে ক্ষমা করে দিলেন। পরবর্তীতে তিনি একজন ধার্মিক ও একনিষ্ট মুমিন হয়ে যান। ২২

আবু সুফিয়ানকে ক্ষমা করে দিয়েছেন মহানবী (সঃ)। শুধু তা নয় মক্কা বিজয়ের সময় ঘোষনা দিয়ে ছিলেন যারা আবু সুফিয়ানের আশ্রয়ে থাকবে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করা হবে ও তার স্ত্রী হিন্দাকে।

(খ) তায়েফে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আঘাত কারী আবু আবদকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

(গ) যে ইহুদি মহিলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খানায় বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলেন তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

তবে ক্ষমা চাইলে, তাওবা করাল তাদের কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষমা করে দিয়েছেন।

সন্তাসীদেরকে হত্যা করা বিষয়ে ফতোয়া ঃ

قَالَ أَبُوْ حنيفَة فقاتل اهل الْبغى بالبغى لَا بالْكفْر وَكن مَعَ الفئة العادلة وَالسُّلْطَان الجائر وَلَا تكن مَعَ اهل الْبغى فَإِن كَانَ فِى اهل الْجَمَاعَة فاسدون ظَالِمُوْنَ فَإِن فيهم أَيْضا صالحين يعينونك عَلَيْهِم وَإِن كَانَت الْجَمَاعَة باغية فاعتزلهم واخرج الى غَيرهم قَالَ تَعَالَى ألم تكن أَرض الله وَاسِعَة فتهاجروا فِيهَا وَقَالَ أَيْضا إِن أَرضى وَاسِعَة فإياي فاعبدون.

সন্ত্রাসী চক্রের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা নিয়ে আল্লামা যাহেদ আল কাওছারী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি ইমাম আযমের এই উদ্ধৃতি পেশ করেছেন।

ইমাম আযম আবু হানিফা বলেন, বিদ্রোহী ও সন্ত্রাসী চক্রের সাথে যুদ্ধ কর। তারা কুফরীতে রয়েছে বিধায় নয়; বরং তারা বিদ্রোহী। আর তাদের হত্যা করা অত্যাবশ্যক। তারা সমাজে নিরাপত্তাহীনতা ও অস্থিরতা বিস্তারে দায়ী। সর্বদা চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে;নেক্কার ও সৎ মানুষের সঙ্গ নেওয়া। আর যদি হঠাৎ এমন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তবে সমাজকে নিরাপত্তাহীনতা ও অস্থিরতা থেকে রক্ষা করার জন্য সরকারের সাথে একাত্ন হতে হবে, কস্মিণকালেও সন্ত্রাসী বিদ্রোহীদের সঙ্গে থাকা যাবে না। এমনিতেই তো সমাজে কিছু লোক যেমন রয়েছে ফিতনা সৃষ্টিকারী

অত্যাচারী, অপর দিকে তেমনি আবার সৎ ও ন্যায়পরায়ণও। এসব সৎ ন্যায়-নীতিবান লোকেরাই সে সব পথভ্রষ্ট বিপথগামীদের বিরুদ্ধে আপনাকে সাহায্য সহযোগীতা করবে। লোকেদের সিংহভাগই সশস্ত্র বিদ্রোহীতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে এমন পরিস্থিতিতে সত্যপন্থীদের উচিত সে সব বিদ্রোহীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। আর তাদের বাদ দিয়ে অপর লোকদের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা কোথাও হিজরত করে চলে যেতে" আর নিশ্চয় আমার পৃথিবী সুপ্রশস্ত। অতএব তোমরা আমারই ইবাদত করবে। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, আবু জাফর তাহাভী, সারাখসী, ইমাম মাওয়ার্দী, বুরহান উদ্দীন মুরগিনানী, ইমাম ইবনে কুদামা, নববী, আবুল বারাকাত নাসাফী, ইমাম আব্দুর রহমান জরিবী প্রমুখ মুজতাহিদ ও ফিকহবিদগণ ফাতওয়া দিয়েছেন- মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ, হত্যাকান্ড ও আত্মহত্যা মোটেই বৈধ নয়। ২৩

পরিশিষ্ট ঃ

জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ রুখে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সমাজকে অশান্তি, অস্বস্থি ও বিশৃংখলা থেকে রক্ষা করা আমাদের ধর্মীয় দায়িত্বও বটে। তাই যার যার অবস্থান থেকে সে কর্তব্য পালন করা জরুরী। তাই হাদিসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

من رأى مِنْكُم مُنْكرا فليغيره بِيَدِهِ إِن اسْتَطَاعَ فَإِن لم يسْتَطع فبلسانه فإِن لم يسْتَطع فبقلبه وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَان .

অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় আওতাধীনদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করা কর্তব্য। সে কর্তব্যবোধ সম্পর্কে মহানবী সর্বসাধারণের জন্য একসূত্র বর্ণনা করেছেন। كلكم رَاع وكلكم مسئول عَن رَعيته .

তোমরা প্রত্যেকে পরিচালক, প্রত্যেকে তার আওতাধীন ব্যক্তিদের সম্পর্কে জবাবদিহী থাকবে। ২৪। এ সূত্রানুপাতে মা-বাবা তার সন্তানকে, সর্দার তার সমাজের মানুষকে, মেম্বার, চেয়ারম্যান, এমপি, মন্ত্রি সবাই স্বীয় নেতৃতাধীনদের কে সৎ ও হেদায়াতের পথে পরিচালিত করা গুরুদায়িত্ব। নতুবা আল্লাহর নিকট জবাবদিহী করতে হবে। কিতাবুস সানিয়াতে এক হাদিস বর্ণিত রয়েছে- কিয়ামতের দিন পাপীকে জাহান্নামে প্রবেশের নির্দেশ দেয়া হলে, সে বলবে হে আল্লাহ! আমি পাপ করেছি, কিন্তু যে আমাকে তা থেকে বাধা দেয়নি, সে কুকর্ম থেকে বাধা দিলে আজ আমাকে জাহান্নামে যেতে হতো না। আমি তাকে দেখতে চাই। তখন সে মাতাব্বরকে সামনে আণা হলে পাপী তার গলা ধরে ধাক্কা দিয়ে বলবে আমি তাকেও নিয়ে যাব। অবশেষে সে নেতাকেও জাহান্নামে যেতে হবে।

প্রত্যেক আপন ক্ষমতা বলে জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিহত করলে তা অচিরে নির্মূল হবে। দেশ-জাতি শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে।

আত্মহত্যা হারাম ও জঘন্য পাপ। যারা তরুনদের মগজ ধোলাই করে জান্নাতের প্রলোভন দেখিয়ে আত্মঘাতি হামলার জন্য উস্কিয়ে দেয়, তারা নিজের হত্যার পথ বেছে নেই। তাদের জন্য জান্নাত হারাম।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- যে ব্যক্তি নিজেকে পাহাড় থেকে গড়ায়ে হত্যা করলো সে জাহান্নামের আগুনে যাবে। যে ব্যক্তি কোন হাতিয়ার দ্বারা নিজেকে হত্যা করলো সে জাহান্নামে যাবে। যে ব্যক্তি বিষ পান করে মারা যায় সেও জাহান্নামে যাবে। ২৫

অধ্যক্ষ, আল আমিন বারীয়া কামিল মডেল মাদ্‌রাসা।

১। আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী, বুখারী শরীফ, কিতাবুল ইমান।

২। নুরুল ইসলাম মানিক, সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম, ড.এ.কে. এম. ইয়াকুব হোসাইন'র প্রবন্ধ 'পরমত সহিষ্ণুতা ও বিশ্বশান্তি রাসূলল্লাহ দ. এর আদর্শ' ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সং, এপ্রিল, ২০০৯, পৃষ্ঠা. ৮২।

৩। আল কুরআন, সূরা বাকারা: ২০৮।

৪। আল কুরআন, সূরা বাকারা :১১২।

৫। আল কুরআন, সূরা বাকারা :১৩১।

৬। আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান: ২০।

৭। আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান: ১৯।

৮। আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী, বুখারী শরীফ, কিতাবুল ইমান।

৯। হাফিয ইবন আহমদ বিন আলী আলহাকামী, মা'আরিজুল কবুল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫১।

১০। মমতাজ উদ্দীন দেওবন্দী, শরহে আকায়েদে নাসাফী, উর্দূ তরজমা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী,ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩০২।

১১। শরহে বেকায়া, জিহাদ অধ্যায়।

১২। মোল্লা আলী ক্বারী, মিরকাত, কিতাবুল জিহাদ।

১৩। মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ, ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ কারণ ও প্রতিকার, ইমাম, প্রথম ব্যাচ স্মারক, ২৩ এপ্রিল ২০১৬ ইং, পৃষ্ঠা-৭।

১৪। নুরুল ইসলাম মানিক, সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম, প্রফেসর ড. আহমদ আনিসুর রহমানের প্রবন্ধ 'সন্ত্রাস নির্মূলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আর্দশ।' ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংখ্যা, এপ্রিল,২০০৯, পৃষ্ঠা. ৫৩।

১৫। নুরুল ইসলাম মানিক, সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম, প্রফেসর ড. আহমদ আনিসুর রহমানের প্রবন্ধ 'সন্ত্রাস নির্মূলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আর্দশ।' ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংখ্যা, এপ্রিল,২০০৯, পৃষ্ঠা. ৫৫।

১৬। নুরুল ইসলাম মানিক, সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১জুন ১৯৮৫, পৃ. ৪১৩

১৭। আল কুরআন, সূরা মায়িদা:৩৩।

১৮। আল কুরআন, সূরা মায়িদা:৩২।

১৯। আল কুরআন, সূরা নিসা:৯৩।

২০। আল কুরআন, সূরা আনআম:১৫১।

২১। মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমী, তাফসীরে নাঈমী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪২৭পৃষ্ঠা।

২২। মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমী, তাফসীরে নাঈমী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪৩৬ পৃষ্ঠা।

২৩। মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আলখমীস, শরহে ফিকহ আকবর, মাকতাবাতুল ফুরকান, আলইমারাতুল আরাবীয়্যা, ১৯৯৯খ্রি. ১ম খণ্ড, পৃ.১৩১। মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমী, তাফসীরে নাঈমী ও অন্যান্য।

২৪। আব্দুর রহমান বিন হাসান, আলমাতলাবুল হামীদ ফী বয়ানে মাকাসিদিত তাওহীদ, দারুল হিদায়া, ১৯৯১খ্রি. ১ম খণ্ড, পৃ.২৫৮।

২৫। বোখারী শরীফ, চিকিৎসা অধ্যায়

"আর কিছু চাহিনা মওলা তুমি যাইতে সঙ্গে নিও, আমার মরণের কালে তোমার হাতে পানি দিও। বাজারের ঐ আতর গোলাপ আমার গায়ে না ছিটাইও, মোর্শেদের ঐ পায়ের ধুলি আমার গায়ে ছিটাই দিও। বাজারের ঐ মার্কিন কাপড় আমার গায়ে না জড়াইও, মোর্শেদের ঐ ছিড়া কাপড় আমার গায়ে জড়াই দিও।"

পবিত্র ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী (সঃ) এবং মহান ১০ মাঘ ওরশ শরীফ উপলক্ষে প্রকাশিত **'জ্ঞানের আলো'র** সফলতা কামনা করছি। আমার, আমার পরিবারের ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য দো'জাহানের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ প্রার্থনায়-



শ্রদ্ধাবনত-

মুহাম্মদ শফিকুল আলম সুমন

মোবাইল : ০১৮১৯-৩৫৬৩৫৫

সাধারণ সম্পাদক

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)
রাউজান উপজেলা কার্যকরী সংসদ।

সভাপতি

গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি
শাহনগর, সাফলঙ্গা, ছত্রপাড়া ও দলিলাবাদ শাখা।

স্বত্বাধিকারী

মেসার্স সেলিম ডেকোরেটার্স।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধে ইসলাম প্রভাব

- আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জিয়াউল হক রিযভি

ভূমিকা: মানবজাতি আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠসৃষ্টি। তার জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মেধাই তাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে উন্নীত করেছে। সভ্যতা ও চরিত্রগুণে তাদেরকে আলাদা করে চেনার সহজ উপায়। একজন মুসলিম তার ইহ-পরকাল জীবন সুবিন্যস্ত করতে পারে আল্লাহ্র প্রিয় রাসূলের কোমল স্বভাব ও পরমাসুন্দর লালন করার মধ্যে দিয়ে। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারিমের মহান আদর্শ বাস্তবিকভাবে তাঁরই প্রিয় শ্রেষ্ঠ রাসূলের মধ্যে প্রতিফলিত করে বিশ্ববাসিকে তা অনুসরণ করার নির্দেশ প্রদান করেন। ইরশাদ হচ্ছে- "নিশ্চয় আপনিই সর্বোত্তম গুণে গুণান্বিত।"একজন মুসলিমের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিকসহ সার্বিক জীবন পরিমার্জন করতে গেলে মহানবীজীর কোমল স্বভাব অনুসরণের বিকল্প নেই। প্রাক-ইসলামি যুগে নৈতিকতা ও সভ্যতা হারিয়ে যখন মানব সমাজ উৎভ্রান্ত হয়ে দিগবিদিক ঘুরপাক খাচ্ছে তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার কোমল স্বভাব দিশারী হয়ে সভ্যতা ও মানবতার বীজ অঙ্কুরিত হয়। সমাজ থেকে মদ, জুয়া, ব্যাভিচার-অনাচারসহ সবধরণের অশ্লীলতার মূলোৎপাঠন হয়। বিশেষত মাদকাসক্তিতে আরব সমাজ ভেড়াজালে আবদ্ধ ছিল। তাদের শিরা-উপশিরায় এমন ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলে মাদকাসক্তির ছোবল থেকে বের হওয়ার কোন উপায় ছিল না।

প্রাক-ইসলামি যুগে মাদকাসক্তি: প্রাক-ইসলামি যুগ বলতে আমরা বুঝি আল্লাহ্র প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নুবুওয়্যাতের অব্যবহিত পূর্ব সময়। ঐতিহাসিক তথ্যানুসারে হযরত 'ঈসা আলাইহিস্সালাম আসমানে উত্থিত হওয়ার পর সাইয়্যিদুর্‌রুসুল খাতামুন আম্বিয়া হযূর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার আবির্ভাব পূর্ব প্রায় পাঁচশত বছর সময়কে বলা হয় প্রাক-ইসলামি যুগ। সঠিক মানবতাবোধের চর্চা ও মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত হওয়ায় এ যুগকে আইয়্যামে জাহিলিয়্যা বা অন্ধকারচ্ছন্ন যুগ বলা হয়। এ যুগে আরবদের সাধারণ রীতি-নীতির মধ্যে মদ্যপানও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। প্রিয় নবীজীর মাদিনাহ্ মুনুওয়্যারাহ্য় হিজরতের পরেও মাদিনাবাসীদের মধ্যে মদ্যপান ও জুয়ার প্রথা ছিল। আরবের সাধারণ লোকেরা এ দু'টি বস্তুর অন্তর্নিহিত অকল্যাণ সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকায় বাহ্যিক উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করেই এত আসক্ত ছিল। তবে পৃথিবীতে এমন কিছু বুদ্ধিমান ব্যক্তিও আছেন, যারা বিবেক-বুদ্ধিকে অভ্যাসের উর্ধ্বে স্থান দেন। যে অভ্যাস বিবেক ও যুক্তির পরিপন্থী ঐ অভ্যাসের ধারে-কাছে যাওয়াও তারা সমীচীন মনে করেন না। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও এমন কিছুসংখ্যক লোক ছিলেন, যাঁরা হালাল থাকা সত্ত্বেও মদ্যপান তো দূরের কথা, তা স্পর্শও করেন নি।

মাদিনাহ্ মুনুওয়ারাহ্ পৌছার পর কতিপয় সাহাবায়ে কিরাম মদ্যপানের অকল্যাণগুলো অনুভব করলেন। যদ্দরুণ হযরত ফারূক 'আযাম, হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল এবং কিছুসংখ্যক আনসার রাসূল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, " আপনার কাছে আমাদের পিতা-মাতা উৎসর্গ হউক! মদ ও জুয়া মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা পর্যন্ত বিলুপ্ত করে দেয় এবং আর্থিকভাবে দারুণ ক্ষতি সাধন করে। এ সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি? তখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মদের অপকারিতা বিষয়ক আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইরশাদ হচ্ছে-

يسْألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثمٌ كبيرٌ ومنافعُ للنّاسِ وإثمُهَما أكبُر مِن نفعهمَا .

"তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাস করবে, আপনি বলুন, এত্দুভয়ে রয়েছে মহাপাপ, তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বেশি।" ১

মাদকাসক্তির প্রতিরোধে কুরআনুল কারিম: এমন পানীয় দ্রব্যকে মদ বলা হয় যা পান করলে মানুষ নেশাগ্রস্থ হয়।

মদকে কুরআনুল কারিমে খাম্‌র বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র প্রতিটি বিধান হিকমাতপূর্ণ। আর শরি'আতের নির্দেশসমূহের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হয়, ইসলামি শরি'আত কোন বিষয়ে কোন হুকুম প্রদান করতে গিয়ে মানবীয় আবেগ অনুভূতিসমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে ; যাতে মানুষ সেগুলোর অনুসরণ করতে গিয়ে বিশেষ কষ্টের সম্মুখীন না হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন-

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ.

আল্লাহ্‌ তা'আলা কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে।"২ এ দয়া ও রহস্যের চাহিদা ছিল ইসলামি শরি'আতেও মদ্যপান নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

মদ্যপানের ব্যাপারে কুরআনুল কারিমে চার বার পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

প্রথম আয়াত: মদ্যপান যেহেতু আরবজাতির দৈনন্দিন পানীয় কর্মসূচীর একটি, তাই প্রাথমিকভাবে এ বস্তুর অপকারিতা বর্ণনা করে এ পানীয় দ্রব্য থেকে সরে আসার ইঙ্গিত প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا.

"তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাস করবে, আপনি বলুন, এতদুভয়ে রয়েছে মহাপাপ, তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বেশি।"৩ আয়াতটিতে বলা হয়েছে, মদ ও জুয়ায় যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছুটা উপকারিতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু দু'টির মাধ্যমেই বড় বড় পাপ ও মন্দ কাজের পথ উন্মুক্ত হয়; যা এর উপকারিতার তুলনায় মারাত্মক ক্ষতিকর। পাপ বলতে এখানে সেসব বিষয় বুঝানো হয়েছে, যা পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন মদ্যপান দরুণ মানুষের সবচে' মূল্যবান গুণ অর্থাৎ বুদ্ধি-বিবেক বিলুপ্ত হয়ে যায়; যদ্দরুণ প্রতিটি মন্দ কাজের পথ সুগম হয়ে যায়। বস্তুত আয়াতটিতে মদ্যপান নিষিদ্ধ করা না হলেও মদ্যপান ত্যাগ করার বাস্তবভিত্তিক পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সুতরাং আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পরপরই অনেক সাহাবি তৎক্ষণাত মদ্যপান ত্যাগ করেছেন। ৪

দ্বিতীয় আয়াত: প্রাথমিকভাবে মদ্যপানের ক্ষতির দিক বর্ণনা করতঃ যদিও তা একেবারে নিষিদ্ধ করা হয় নি; তবে তা পান করে নামাযে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ.

"হে ঈমানদারগণ তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছে যেও না, যতক্ষণ না তোমরা সক্ষম হও যা কিছু বলেছ"।৫ এক মুসলিম তার জ্ঞান, হুঁশ এবং বিবেক-বুদ্ধি ঠিক রেখে ইখ্‌লাসের সাথে নামাযে দন্ডয়মান হওয়া শরি'আতের নির্দেশ। মদ্যপান যেহেতু একজন মানুষের ভারসাম্য হারিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা হতে তাকে অস্বাভাবিক করে তুলে বিধায় নামায পূর্ব মদ্যপান কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এটি আল্লাহ্‌ তা'আলার হিকমাত এবং রাসূল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার গোপন রহস্য; যা ইসলাম প্রচার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আল্লাহ্‌র প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম প্রচারকার্যে অতীব সূক্ষ্ম ও যৌক্তিক নীতি অনুসরণ করে মাত্র তেইশ বছরে বিশ্বকে ইসলামের অনুপম আদর্শ রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। নবীজীর এই অনুসৃত নীতি প্রসঙ্গে কুরআনুল কারিমে বিবৃত হয়েছে এভাবে- ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ.

"হে রাসূল আপনি আপনার প্রতিপালকের পথে হিকমাত ও সুন্দর উপদেশ দিয়ে আহবান করুন"। ৬

আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনা: মদ্যপান সংক্রান্ত দ্বিতীয় আয়াত-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ.

অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট। একদা হযরত 'আব্দুর রহমান ইব্ন আউফ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু তাঁর বাসভবনে কতিপয় বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেন। 'আরবের প্রথা অনুযায়ি আহারের পর মদ্যপানের ব্যবস্থা করা হলো এবং সকলে মদ্যপান করলেন। এমতাবস্থায় মাগরিব নামাযের সময় হলে সবাই নামাযে দাঁড়িয়ে যান এবং একজনকে ইমামতি করতে এগিয়ে দিলেন। ইমাম সাহেব নামাযে সূরা কাফিরূন তিলাওয়াত করলেন। তবে তিনি মদ্যপানে নিশাগ্রস্ত হওয়ায় ভুলে সূরা হতে لا অব্যয়টি বাদ দিলেন। তখনই মদ্যপান থেকে পুরোপুরি বিরত থাকার জন্য দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ৭

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, হযরত 'আত্বান ইব্ন মালিক আনসারি বাদ্‌রি রাদিয়াল্লাহ্ তা'আলা 'আন্হু কয়েক সাহাবায়ে কিরামকে নিজ বাসায় দাওয়াত দেন। দাওয়াতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে হযরত সা'দ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুও ছিলেন। খাদ্য পর্ব শেষ হওয়ার পর মদ্যপানের আয়োজন হল। সাথে সাথে 'আরবের প্রথা মতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কবিতা প্রতিযোগিতা এবং নিজেদের বংশ ও পূর্ব-পুরুষদের অহংকারমূলক বর্ণনা শুরু হয়। সা'দ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এর আবৃত কবিতায় নিজেদের প্রশংসা এবং আনসারদের বিরুদ্ধে যায়। হযরত সা'দ'র কবিতা শুনে এক আনসার যুবক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং মুহূর্তেই উটের গন্ডদেশের একটি হাড় হযরত সা'দ রা. এর মাথায় ছুঁড়ে মারেন। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। হযরত সা'দ রা. পরবর্তীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার কাছে গিয়ে আনসার যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থন করেন এ বলে- اللّٰهُمَّ بين لنا فى الخمر بيانا شافيا . "হে আল্লাহ্! মদ্যপান সম্পর্কে আমাদেরকে একটি চূড়ান্ত বিধান দান কর।"

তৃতীয় আয়াত: যে অভ্যাস মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়ো হয়ে আছে তা হঠাৎ ত্যাগ করা অত্যন্ত কষ্টকর হতো। তাফসির শাস্ত্রবিদগণ বলেন, শিশুদেরকে যেভাবে মায়ের দুধ ছড়ানো কঠিন ও কষ্টকর, তেমনি মানুষের কোন অভ্যাসগত কাজ ছাড়ানো এর চেয়েও কষ্টকর। তাই ইসলাম একান্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রথমে মদ্যপানের ক্ষতির দিকগুলো মানবমনে বদ্ধমূল করেছে। অতঃপর নামাযের সময়ে একে নিষিদ্ধ করেছে এবং সর্বশেষ বিশেষ বিশেষ সময়ের পরিবর্তে কঠোরভাবে সর্বকালের জন্যেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। ৮

ইতোপূর্বে বর্ণিত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, যে অভ্যাসে বশীভূত হয়ে একজন মানুষ তার স্বাভাবিক জীবন গঠনকরা অসম্ভব; তা কখনো তার জীবনে বৈধ স্বভাবে পরিণত হতে পারে না। ইসলাম মানবজাতির সহজাত ধর্ম। ইসলাম মানবের অপকার ও অহিতকর বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার। প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার প্রতিটি স্বভাব ও আদর্শ মানব কল্যাণে নিবেদিত। মানব জাতির পারিবারিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনির্মানে মদ্যপান চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ হওয়া বাঞ্চনীয়। অতএব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ঐকান্তিক ইচ্ছা বাস্তবায়নে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা মায়িদাহ্‌র ৯০ নাম্বার আয়াত অবতীর্ণ করে মদ্যপানের বৈধতা স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ইর্‌শাদ হচ্ছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

"হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া ও প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক- যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।" ৯

উপরোক্ত আয়াতে চার বস্তুকে রিজ্‌স তথা অপবিত্রতা বলা হয়েছে। আর আরবি ভাষায় রিজ্‌স বলা হয় এমন নোংরা বস্তুকে, যার প্রতি মানুষের মনে ঘৃণা জন্মে। প্রকৃতপক্ষে আয়াতে বর্ণিত চারটি বস্তুও এমন, সামান্য সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন

ব্যক্তির মনেই এগুলোর প্রতি আপনা-আপনিই ঘৃণা জন্মে। ১০

মদ্যপান নিষেধে চূড়ান্ত বিধান: মুসলিম সমাজ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বন্ধুত্বপ্রতীম সমাজ গঠন করবে এটাই ইসলাম ধর্মের উদাত্ত আহবান। যখন আরবসমাজে মদ্যপানে পরস্পর হিংসা, দ্বেষ, ক্ষোভ এবং দূরত্ব সৃষ্টি করে যাচ্ছে, তাই প্রথাটি কখনো ইসলাম সমাজে বৈধতা পেতে পারে না। পূর্বের আয়াতে কারিমায় মদকে অতীব নিকৃষ্ট ও নোংরা পানীয় দ্রব্য বলে ঘোষণা দিয়ে স্থায়ী নিষিদ্ধ হওয়ার যৌক্তিক দাবিও বলা হয়েছে। অতএব একই সূরার পরবর্তী আয়াত অবতীর্ণ করে মদ্যপানের চূড়ান্ত বিধান বিবৃত হয়। ইরশাদ হচ্ছে-

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

"শয়তান চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে, অতএব তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে?"১১

মাদকাসক্তির প্রতিরোধে হাদিস নববি : মাদকদ্রব্য একজন মানুষকে তার চরিত্র অবক্ষয়ের নিম্ন থেকে নিম্নস্তরে নিয়ে যায়। মদপানকারী জীবনের গতি থেকে বিচ্যুত হয়ে ভারসাম্যহীন জীবনে চলে যায়। তাই মদ্যপান সকল অপরাধ ও পাপ কাজের উৎস। মানবতা ও সভ্যতার মহান নবি আল্লাহ্‌র প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম মদ্যপানের কুফল বর্ণনা করতঃ তা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে কঠোর আদেশ প্রদান করেন। মাদকদ্রব্য কম হোক বা বেশি হোক উভয় অবস্থায় তা হারাম। নবীজী ইরশাদ করেন-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ.

"হযরত জাবির ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ্ রাদিয়াল্লা তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে বস্তু অধিক পরিমাণ নেশাগ্রস্থ করে এর কম পরিমাণও হারাম।" ১২

জ্ঞান মানুষের চিন্তা-চেতার মূল উপকরণ। জ্ঞান লোপ পেলে সে যা ইচ্ছা করতে পারে। মদ্যপানে নিশাগ্রস্ত হলে তখন এ অবচেতনার দ্বার উম্মুক্ত হয়ে যায়। তাই হাদিস শরিফে মদ্যপানকে সকল পাপের মূল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-

الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل صلاته أربعين يوما، فإن مات وهى في بطنه مات ميتة جاهلية.

"মদ্যপান সকল পাপের মূল। যে ব্যক্তি মদ পান করবে চল্লিশ দিন যাবৎ তার নামায কবূল হবে না। অতপর সে যদি পেটে মদ নিয়ে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে যেন সে তার জাহিলি যুগে মৃত্যুবরণ করল।"১৩ হযরত আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'ওমার রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুর বর্ণনায় পাওয়া যায়- من شرب الخمر فى الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآحرة.

"পার্থিব জগতে যে মদপান করার পর সে যদি তাওবা না করে, তাহলে সে পরকালের শরাব থেকে বঞ্চিত হবে।" ১৪

মূলতঃ মদ্যপান এক অভিশপ্ত কাজ। শুধু তাই নয়, মদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পাপ বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার কোন সুযোগ নেই। এ প্রসঙ্গে ইর্‌শাদ হচ্ছে-

لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه واكل ثمنها.

"মদ, যে ব্যক্তি পান করে, যে তা পান করায়, যে তা বিক্রি করে, যে তা ক্রয় করে, যে তা তৈরি করায়, যে তা তৈরি করে, যে তা বহন করে, যার জন্য তা বহন করা হয় এবং মূল্য ভক্ষণ করে, সকলের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা অভিশাপ

দেন।" ১৫

মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়ার পর সাহাবায়ে কিরাম তা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতেন। মদের প্রতি তাদের অন্তরে দারুন ঘৃণা জন্মে। শুধু তা নয়, মদে আসক্তী সৃষ্টি হয় এমন পাত্র, ব্যবহার্য সামগ্রীসহ এতদ্‌সংশ্লিষ্ট সবকিছু তাঁরা ঘর থেকে বের করে দেন। এমনকি যাদের ঘরে পূর্ব থেকে এসকল পাত্র সংরক্ষিত ছিল তা জনসম্মুখে নিক্ষেপ করে দেন। হযরত 'উমার ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা 'আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার মিম্বরে দাড়িয়ে ঘোষণা করলেন-

إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الخَمْرِ، وهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: العِنَبِ والتمْرِ والحِنْطَةِ والشَّعِيْرِ والعسَلِ. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ.

" মদ হারাম হওয়া সাব্যস্ত আছে। আর জেনে রাখ! মদ তৈরি হয় পাঁচটি বস্তু থেকে- আঙ্গুর, খেজুর, গম, যব এবং মধু। আর যে বস্তুই মানুষের বিবেক-বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে তা হারাম।" ১৬

মাদক দ্রব্যের উৎপাদক ও ব্যবসা: ইসলামি শরি'আতে যে সকল বস্তু খাওয়া নিষিদ্ধ এ সকল বস্তুর ব্যবসা ও লেনদেন ও আদান-প্রদানও নিষিদ্ধ। এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদের ব্যবসাকেও হারাম করেছেন। এমনকি অমুসলিমদের সাথেও এ ব্যবসা জায়িয নেই। মদ ও মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, আমদানি, রফতানি সব কিছুই নিষিদ্ধ। এসব কারখানায় কর্মকর্তা ও কর্মচারি হিসাবে চাকুরি করাও সমানভাবে নিষিদ্ধ।১৭ মদ্যপানের সকল পথ রুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মদ তৈরিকারির নিকট আঙ্গুর বিক্রি করাও নবিজী (সঃ) নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, "যে লোক আঙ্গুরের ফসল কেটে তা সঞ্চয় করে রাখে কোন ইয়াহুদি, খ্রষ্টান বা এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে, যে তার থেকে মদ তৈরি করবে, তাহলে সে জেনেশুনেই আগুনে ঝাপ দিল।"১৮

উপরোল্লিখিত হাদিস সমূহ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, কোন অমুসলিম ব্যক্তিও যদি কোন মুসলামানের তালগাছ এ উদ্দেশ্যে অর্থের বিনিময়ে নিতে চায়, ঐ গাছের রস থেকে সে তাড়ি (মদ তৈরির উপাদান) করবে, তবে ঐ গাছ জনৈক ব্যক্তিকে দেয়া বৈধ হবে না। খেজুর গাছের বেলায় একই হুকুম প্রযোজ্য হবে।

ফকিহ্‌বিদগণের অভিমত: ফিকহশাস্ত্রবিদগণ এ কথায় ঐক্যমত পোষণ করেন, যে সব বস্তুর মধ্যে নেশা আছে তা সব নিষিদ্ধ। তা কি দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে সেটা বিবেচ্য নয়। সেটা আঙ্গুরের, খেজুরের, মধু, গম, যব অথবা অন্য কিছুর তৈরি হলে তাও নিষিদ্ধ। চেতনানাশক দ্রব্যাদিরও ব্যবসা-বাণিজ্য হারাম, কেননা এতে শারীরিক ক্ষতি, জ্ঞান লোপসহ বহুবিধ ফাসাদ সৃষ্টি হয়। কাজেই শরি'আত এসব দ্রব্যের অনুমোদন দিতে পারে না। শুধু তা নয়, এগুলোর চেয়ে কম ক্ষতিকর বস্তুও হারাম। এ ক্ষেত্রে হানাফি মাযহাবের 'আলিমগণ বলেন-

إن من قال بحل الحشيش زنديق مبتدع.

"যে ব্যক্তি ভাংকে হালাল বলে, সে ধর্মত্যাগী ও বিদ্'আতি।"১৯ চেতনানাশক দ্রব্যাদির ব্যবসা-বাণিজ্য লিপ্ত হওয়া মানে আল্লাহ্ তা'আলার নাফারমানিমুলক কাজে সহায়তা করা। আর এ সহায়তা সম্পূর্ণ হারাম। এভাবে মাদকদ্রব্য তৈরির উদ্দেশ্যে ভাং, আফিম ইত্যাদি উৎপাদন করা এবং এসব দ্রব্যাদির লব্ধ অর্থও হারাম এবং অবৈধ। হযরত ইব্‌ন আববাস (রা.) হতে বর্ণিত হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمِ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ.

"আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদী জাতিকে অভিসম্পাত করেন, কারণ তাদের ওপর চর্বি নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও তারা তা বিক্রয় করে এবং এর বিক্রয় লব্ধ টাকা ভক্ষণ করে। আর আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বস্তুকে হারাম করেন তখন তার মূল্যকেও হারাম করে দেন।"

মদ্যপানে ক্ষতির দিকসমূহ: মদ্যপান মানুষের বিভিন্ন দিক ক্ষতি সাধন করে। আর্থিক অপচয়ের সাথে সাথে শারিরীক বহুবিধ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় মদ্যপানে। যে কোন প্রকার মাদকদ্রব্য পানে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। স্নায়ুমন্ডলী চেতনা হারিয়ে ফেলে। ফলে এসব বিষাক্ত দ্রব্য পানে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে সমাজদেহে দারুণ ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে, সমাজদেহ পচন ধরে এবং পরিবারে ভাঙ্গন ধরে। ফলে দুর্নীতি ও অসৎ পন্থা অবলম্বনে তাদের কোন কুণ্ঠা বা দ্বিধা থাকে না। বর্তমান বিশ্বে অধিক হারে যেসব মাদকদ্রব্যে আসক্ত হয়ে পড়েছে সেগুলো হচ্ছে, ফেনসিডিল, হাশিশ, আফিম, গাঁজা, হিরোইন, কোকেন, পেথিডিন, ইয়াবা ইত্যাদি। এসব দ্রব্য মদের মতই ক্ষতিকারক; বরং কোন কোন দ্রব্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আরো মারাত্মক। বিশেষ ক্ষতির দিকসমূহ নিচে উল্লেখ করা হল :

এক. চোখের ক্ষতি : নেশাগ্রস্ত অভ্যস্থ ব্যক্তির চোখের মণি সংকোচিত হয়ে যায় এবং দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। শ্বাস প্রণালী, খুস্‌খুস্ কাশি থেকে যক্ষ্মা, ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া, ক্যান্‌সার এবং শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

দুই. হৃদযন্ত্র ও রক্তণালীর ক্ষয় : মদ্যপানে হৃদযন্ত্র ভারসাম্য থাকে না। হৃদস্পন্দন অস্বভাবিক উঠা-নামা করে। হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতা হ্রাস পায়, রক্ত কণিকার সংখ্যার পরিবর্তন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া এবং রক্তশূণ্যতা ইত্যাদি।

তিন. যকৃত (লিভার) : লিভার শরিরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। অতিরিক্ত মদ্যপানে লিভার বিভিন্ন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। যেমন : জন্ডিস, হেপাটাইটিস, সিরোসিস ও ক্যান্‌সার ইত্যাদি।

চার : কিডনি : মদ্যপানে কিডনির কার্যক্ষমতা কমে পায়। ঘন ঘন সংক্রমণ হয়ে পরিশেষে কিডনি অকার্যকর হয়ে যায়।

পাঁচ : খাদ্য পরিপাকতন্ত্রের : খাদ্য গ্রহণে রুচি হ্রাস পায়। হজমশক্তির হ্রাস, আল্‌সার, এসিডিটি, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি।

মস্তিষ্ক ও মানসিক সমস্যা : নেশাগ্রস্ত অবস্থায় প্রলাপ বকা, আত্মহত্যার ঝুঁকি, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে অসচেতনতা, চিন্তাশক্তি লোপ, স্নায়ুবিক দূর্বলতা, স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া, অস্থিরতা এবং বিষন্নতা ইত্যাদি মারাত্মক মানসিক রোগ দেখা দেয়। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বিমান, গাড়ি বা মেশিন চালালে ভয়াবহ দূর্ঘটনার শিকারের সম্ভাবনা বেশি। একই জায়গায় সূঁচ দ্বারা পেথিডিন ইনজেকশান নেয়ার ফলে ক্ষত থেকে সংক্রমণ প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের সংস্পর্শ ও সংশ্রব গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। নবিজী ইরশাদ করেন-

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة تدار عليها الخمر.

"আল্লাহ্ ও আখিরাতের ওপর ঈমানদার ব্যক্তি যেন এমন খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চায় না বসে, যেখানে মদ পরিবেশন করা হয়।" ২১

উপসংহার : ইসলামে বিধি-নিষেধের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রত্যেক মুসলিম এ সীমবদ্ধতার পালনের মধ্যে তার ইহ-পরকাল জীবনের প্রকৃত সুখ-শান্তি নিহিত। ইসলামে হালাল বস্তুর মধ্যে মানুষের সার্বিক উপকারিতা বিদ্যমান। হারাম ও নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ কখনো তার আহার্য ও পানিয় হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। মদ্যপানের পর্যায়ক্রমিক নির্দেশই তা পরিহারের জন্য যথেষ্ট। মদ্যপানসহ সকল ধরণের নিশাদ্রব্য বস্তু থেকে আমাদেরকে বিরত থেকে আল্লাহ্‌র প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সুন্নাত মোতাবিক চলার তাওফিক দান করুক। আমিন,

বিহুরমাতি সাইয়্যিদিল মুর্সালিন।

প্রভাষক, আল্ কুর'আন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

১। আল্ কুরআন, সূরা বাক্বারাহ্, ২ : ২১৯।

২। আল্ কুর্আন, সূরা বাক্বরাহ্, ২ : ২৮৬।

৩। আল্ কুরআন, সূরা বাক্বারাহ্, ২ : ২১৯।

৪। ইবন কাসির, তাফসির কুরআনিল 'আযিম, ২য় খন্ড, পৃ. ১২৪।

৫। আল্ কুরআন, সূরা বাক্বারাহ্, ৪ : ৪৩।

৬। আল্ কুরআন, সূরা নাহল, আয়াত : ১২৫।

৭। ইসমা'ঈল হাক্কি, তাফসির রূহুল বায়ান, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৫।

৮। ইব্ন কাসির, প্রাগুপ্ত।

৯। আল্ কুরআন, সূরা মায়িদাহ্, ৫ : ৯০।

১০। ইবন জারির, তাফসির তাবারি।

১১। আল্ কুরআন, সূরা মায়িদাহ্, ৫ : ৯১।

১২। ইমাম তিরমিযি, আস্ সুনান, হাদিস নং. ১৮৬৫।

১৩। কানযুল 'উম্মাল, হাদিস নং. ১৩১৮৩।

১৪। কানযুল 'উম্মাল, হাদিস নং. ১৩১৭৮।

১৫। কানযুল 'উম্মাল, হাদিস নং. ১৩১৭৭।

১৬। বদরুদ্দিন 'আইনি, 'উমদাতুল কারি, ২১তম খন্ড, পৃ, ১৭১।

১৭। ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, পৃ. ১০৪।

১৮। প্রাগুক্ত।

১৯। ফিক্হুস্ সুন্নাহ, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৩২।

২০। ইমাম আহমাদ, মুসনাদ, হাদিস নং. ২৬৭৮।

২১। ইমাম আহমদ, মুসনাদ।

সংগঠন সংবাদ

মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফে আখেরী চাহার সোম্বা মাহফিলে সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) বলেন-

"গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এর আদর্শ হচ্ছে মানবের নৈতিক চরিত্র গঠনের আলোকবর্তিকা।"

"গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এর আদর্শ হচ্ছে মানবের নৈতিক চরিত্র গঠনের আলোকবর্তিকা। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর প্রবর্তিত মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকা খেলাফত, সিলসিলা, এজাজতের মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে।" পবিত্র খতমে কোরআন, খতমে বোখারী ও খতমে মজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসুল (দঃ) ও আলোচনা সভায় নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) এসব কথা বলেন।

প্রধান আলোচক মুফতীয়ে আহলে সুন্নাত শেরে মিল্লাত হযরতুলহাজ্ব আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ ওবাইদুল হক নঈমী ছাহেব বলেন- "অলি হচ্ছে আল্লাহ বন্ধু। যে যত বড় নবীর গোলাম সে তত বড় আল্লাহর অলী। তার উজ্জ্বল নক্ষত্র হচ্ছে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ)।" তিনি আরো বলেন- সমস্ত ওলামায়ে কেরামগণকে একত্রিত করে পবিত্র খতমে কোরআন, খতমে বোখারী ও খতমে মজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসুল (দঃ) এর আয়োজনের মাধ্যমে প্রতি বছর আখেরী চাহার সোম্বায় নবী প্রেমিকের বাগান সাজান মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের বর্তমান সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) ছাহেব।

সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) এর আয়োজনে প্রতি বছরের মত বুধবার আখেরী চাহার সোম্বাহ উপলক্ষে সকাল ৯টা থেকে যোহর পর্যন্ত দক্ষিণ খুলশীস্থ মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফে পবিত্র খতমে কুরআন, খতমে বোখারী শরীফ ও খতমে মজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসুল (দঃ) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাহফিলে ঢাকাসহ চট্টগ্রামে শীর্ষ স্থানীয় দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুফতি, মুহাদ্দিস, মুফাসসিরগণ অংশগ্রহন করেন। বিশেষ করে আলহাজ্ব মওলানা মুফতি মুহাম্মদ ওবাইদুল হক নঈমী, অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা মুফতী সৈয়দ অছিয়র রহমান আলকাদেরী, অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা খায়রুল বশর হক্কানী, আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ মুহাম্মদ সোলায়মান আনসারী, আলহাজ্ব ড. মওলানা লিয়াকত আলী, অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা আহমদ হোসাইন আলকাদেরী, আলহাজ্ব মওলানা হোসাইন আহমদ ফারুকী, আলহাজ্ব মওলানা মুফতি ইব্রাহিম আল কাদেরী, আলহাজ্ব মওলানা আবুল হাশেম শাহ, অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আবু তালেব, আলহাজ্ব মওলানা গোলাম মোস্তফা মুহাম্মদ নুরুন্নবী, আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ আনিসুজ্জামান আলকাদেরী, অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জুলফিকার আলী, অধ্যাপক ড. মওলানা জাফর উল্লাহ, অধ্যাপক মওলানা মুহাম্মদ মোরশেদুল হক, আলহাজ্ব মওলানা আনোয়ার হোছাইন, আলহাজ্ব মুফতি আবদুর শুক্কুর আনসারী, অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রেজভী, অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা আবদুল মালেক নূরী, আলহাজ্ব মওলানা আবুল এরফান হাশেমী, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিছ আনসারী, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ ইউছুফ আলকাদেরী, আলহাজ্ব মওলানা রফিক আহমদ ওসমানী, আলহাজ্ব মওলানা

মারফত নুর, আলহাজ্ব মওলানা শহিদুল হক হোসাইনী, অধ্যাপক আলহাজ্ব মওলানা জালাল উদ্দীন আল আযহারী, অধ্যাপক আলহাজ্ব মওলানা আবু আহমদ আল আযহারী, আলহাজ্ব মওলানা আবদুল আজিজ আনোয়ারী, আলহাজ্ব মওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নুরুল আমিন, অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা ইবরাহিম নঈমী, অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা মওলানা খুরশিদ আলম, আলহাজ্ব মওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ বদরুদ্দোজা, অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা ইসমাঈল নোমানী, আলহাজ্ব মওলানা জিয়াউল হক রেজভী, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, আলহাজ্ব মওলানা নুর মুহাম্মদ আল কাদেরী, আলহাজ্ব মওলানা মুহিউদ্দীন আনোয়ারী, অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা আবু জাফর ছিদ্দিকী, আলহাজ্ব মওলানা ফজলুল করিম, অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী, আলহাজ্ব মওলানা ফেরদৌস আলম আল কাদেরী, আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ আহমদুল হক, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ মোতাহের উদ্দীন, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জসিম উদ্দীন আবেদী, আলহাজ্ব হাফেজ মওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন, মওলানা সিরাজ উদ্দীন আল কাদেরী, ডঃ মওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, আলহাজ্ব মওলানা সৈয়ধ বশিরুল আলম, আলহাজ্ব মওলানা আবদুচ্ছালাম শরীফী, আলহাজ্ব মাওলানা কাযী কামরুল আহসান, অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মওলানা আইয়ুব আলী আনসারী, সৈয়দ মোকাম্মেল হক শাহ, মওলানা শেখ মুহাম্মদ আরিফুর রহমান, অধ্যাপক আলহাজ্ব মওলানা আবদুর রহিম, আলহাজ্ব মওলানা আবদুল গফুর, আলহাজ্ব মওলানা এহসান উল্লাহ, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, হাফেজ মঞ্জুরুল আনোয়ার চৌধুরী, মওলানা নঈমুল হক নঈমী, আলহাজ্ব মওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আজিজুর রহমান, আলহাজ্ব মওলানা হারুনুর রশিদ চৌধুরী, মওলানা মুহাম্মদ হামেদ রেজা নঈমী, আলহাজ্ব এ বি এম আমিনুর রশিদ, আলহাজ্ব মওলানা জামাল উদ্দীন, মওলানা জহুরুল আনোয়ার, মওলানা আতাউর রহমান নঈমী, মওলানা সৈয়দ মোকাম্মেল হক ফরহাদাবাদী, আলহাজ্ব মওলানা ওয়াহিদুর রহমান, মওলানা ওমর ফারুক, মওলানা আবু কায়সার, মওলানা হাফেজ মুহাম্মদ নুরুচ্ছাফা, মওলানা মুহাম্মদ সোলায়মান, মওলানা ক্বারী মুহাম্মদ ইবরাহিম,আলহাজ্ব মওলানা আজগর আলী আজমী, মওলানা আবদুল গফুর রেজভী, মওলানা সৈয়দ ইউনুছ রেজভী, মুহাম্মদ ফিরোজ উদ্দীন প্রমুখ।



বিশেষ মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব সৈয়দুল হক খান, আলহাজ্ব ক্যাপ্টেন সৈয়দ সোহেল হাসনাত, আলহাজ্ব জহিরুল ইসলাম চৌধুরী আলমগীর সহ আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ এমদাদীয়া) কেন্দ্র, জেলা, মহানগর এবং গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ, অঙ্গসংগঠন এবং দারুত্ব-তায়ালীম প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

মওলানা মুহাম্মদ আবুল মনসুরের সঞ্চালনায় সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) কর্তৃক অনুমোদিত লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন আলহাজ্ব মওলানা জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী। মাহফিলে মিলাদ ও তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া পাঠ করেন আলহাজ্ব হাফেজ মওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দীন আল কাদেরী। আখেরী মুনাজাত পরিচালনা করেন শেরে মিল্লাত আলহাজ্ব আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী ছাহেব।

মানবতার পার্শ্বে সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী

বাস্তুচ্যুত অসহায় ও অসুস্থ রোহিঙ্গাদের পাশে দাড়ানো আজ সকল মানবিক বোধ সম্পন্ন মানুষের নৈতিক দায়িত্ব হয়ে পড়েছে। এই নৈতিক দায়িত্বকে সামনে রেখে মানব ও মানবতার কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের মূল হাস্থী গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক:) এর গদির স্থালাভিষিক্ত সাজ্জাদানশীনে হযরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক:) কর্তৃক মনোনীত সাজ্জাদানশীন হযরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:) মহোদয়।



আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ এমদাদীয়া) এর ২০ সদস্যের একটি মেডিকেল টিম অসুস্থ রোহিঙ্গাদের সেবা প্রদানের উদ্দেশ্য গত ১৭ নভেম্বর শুক্রবার সারাদিন ব্যাপী কক্সবাজার এর উখিয়া উপজেলার ৭ নং ক্যাম্প থ্যাইংখালী তাজনিমার খোলা বার্মা কলোনীতে মেডিসিন, শিশু, চর্ম ও গাইনী বিভাগে ৫জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার প্রায় ৪৩০ জন রোগীকে ব্যবস্থাপত্র প্রদানের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করা হয়।

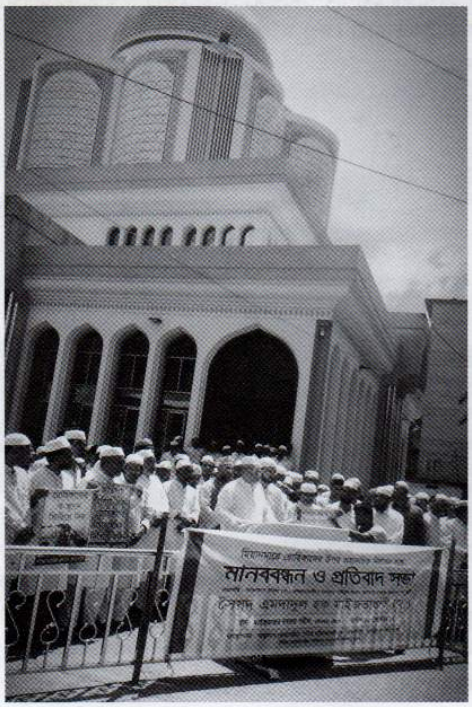
অসহায় রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা প্রদানের এই ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্পে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সহ-সভাপতি নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব শাহ ছুফী সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:), আরও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের দারুত তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক আলহাজ্ব মওলানা জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী, জন সংযোগ ও প্রচার সম্পাদক মোশাররফ হোসাইন, সমাজ কল্যাণ সম্পাদন আলহাজ্ব মহিউদ্দীন এনায়েত, আইন বিষয়ক সম্পাদক আবদুল মতিন। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমাজ সেবক অধ্যাপক কবি আদিল উদ্দীন চৌধুরী, চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদরে নুরুল কবির ও ডা: ফরিদুল ইসলামসহ ১৫ সদস্যের স্বেচ্ছাসেবক দল।

ডা: রাইসুল ইসলামের নেতৃত্বে কক্সবাজার হাসপাতালের ৫জন চিকিৎসক উক্ত ক্যাম্পে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন।

রোহিঙ্গাদের উপর অমানবিক নির্যাতন বন্ধের দাবিতে

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে লক্ষ লক্ষ নিরীহ রোহিঙ্গার উপর বর্বরোচিত নির্যাতন চালানো হচ্ছে। এটি মানবিক সংকট। নিপীড়নের শিকার হয়ে এখন দেশটির লক্ষ লক্ষ নাগরিক, বিশেষ করে নারী ও শিশু বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে। মিয়ানমার সরকারের এই আচরণ মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। মিয়ানমারকে এই হত্যাযজ্ঞ, নির্যাতন, জাতিগত নিধন, সামরিক জান্তার দমন নিপীড়ন বন্ধ, তাদের নাগরিকদের ফিরিয়ে নেয়া ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং রাখাইনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য জাতিসংঘকে এগিয়ে আসতে হবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে একটি গ্রহনযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে। আজ মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় সংগঠনের সভাপতি আওলাদে রাসুল, সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:) সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।



তিনি আরো বলেন- মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়ে শত শত রোহিঙ্গা যুবক থেকে শুরু করে শিশু ও নারীর লাশ নাফ নদীতে ভাসছে। এ ধরনের কর্মকান্ড কোন মানবিক চেতনা সম্পন্ন মানুষ করতে পারে না। মানুষ মানুষরে জন্য। রোহিঙ্গারা যে দেশেরই হোক না কেন, যে ধর্মের, যে বর্ণের হোক না কেন; তারাতো মানুষ। তাদেরতো বাঁচার অধিকার আছে। তাই মানবিক দিক চিন্তা করে রোহিঙ্গাদের উপর অমানবিক নির্যাতন বন্ধ করার জন্য মিয়ানমার সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান এবং বিষয়টি সমধান করার জন্য বিশ্ব নেতাদের এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান।

তিনি- বাস্তু হারা রোহিঙ্গাদেরকে আশ্রয় প্রদান এবং আর্তমানবতার সেবায় তাদের পার্শ্বে দাড়ানোর জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জানান এবং রোহিঙ্গা জনগণের প্রতি অত্যাচার বন্ধ এবং বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমারের শরণার্থীদের দেশে ফেরত নিতে মিয়ানমারের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপ অব্যাহত রাখার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন।

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের উদ্যোগে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে ১৫ সেপ্টেম্বর'১৭ শুক্রবার জুমার নামাজের পূর্বে এই মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মানববন্ধনে কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সহ-সভাপতি আওলাদে রাসুল, নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ), সচিব আলহাজ্ব সৈয়দ আবু তারেব, যুগ্ম সচিব শেখ মুহাম্মদ আলমগীর, দারুত তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক আলহাজ্ব মওলান জয়নাল আবেদীন সিদ্দিকী, সাংগঠনিক সম্পাদক এনামুল হক বাবুল, দপ্তর সম্পাদক আলী আজগর চৌধুরী, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহিউদ্দীন এনায়েত, আইন বিষয়ক সম্পাদক আবদুল মতিন, সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সম্পাদক অধ্যাপক মেজবাউল আলম ভূঁইয়াসহ চট্টগ্রাম জেলা, চট্টগ্রাম মহানগর, উপজেলা, থানা কমিটি, শাখা দায়রা ও খেদমত কমিটি, মাইজভাণ্ডারী ফাউন্ডেশন, গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদিয়া ওলামা কমিটি, মাইজভা-ারী শাহ এমদাদীযা ব্লাড ডোনার্স গ্রুপ এর কর্মকর্তাবৃন্দ এবং অসংখ্য আশেক-ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

মাইজভাণ্ডারী শাহ এমদাদীয়ার ২য় বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের ১৪২২-১৪২৫ বাংলা মেয়াদের ২য় বর্ধিত সভা ১২ অক্টোবর'১৭, বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় মাইজভাণ্ডারী শাহ এমদাদীয়া ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়।

আওলাদে রাসুল (দ.) সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম, রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীকত আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ) ছাহেব, সভাপতি কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ এতে সভাপতিত্ব করেন। জাতীয় ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে বর্ধিত সভা উদ্বোধন করা হয়। চট্টগ্রাম জেলা দারুত তায়ালীমের প্রতিনিধি জনাব মওলানা মুহাম্মদ আবুল মনসুরের পরিচালনায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, নাতে রাসুল (সঃ) ও শানে গাউছিয়া পরিবেশনের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম আরম্ভ হয়।

আওলাদে রাসুল (দ.) নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ), সহ-সভাপতি কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ তার স্বাগতিক বক্তব্যে- হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এর আর্দশ ও ত্বরীকাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষে সংগঠনের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও সদস্যকে ঐকান্তিকতার সাথে কাজ করার আহবান জানান। সচিব জনাব সৈয়দ আবু তালেব বিগত বৎসরের গ্রহীত কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন এর জন্য আন্তরিক মোবারকবাদ এবং আগামী বৎসরের কর্মপরিকল্পনা সমুহ বাস্তবায়নের জন্য বিনীত অনুরোধ রাখেন।

সভায় চট্টগ্রাম, ঢাকা, বরিশাল সিলেট, খুলনা, সুনামগঞ্জ, মৌলভী বাজার, মংমনসিংহ, গাজীপুর, শরীয়তপুর, টাঙ্গাইল, নোয়াখালী, কিশোরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, কুমিল্লা জেলা কার্যকরী সংসদ, আন্তর্জাতিক সংগঠন সমূহ, মহানগর এবং বিভিন্ন উপজেলা, আহবায়ক কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দসহ সারা দেশের শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ ও খেদমত কমিটি সমুহের প্রতিনিধিগণ এবং মাইজভাণ্ডারী ফাউন্ডেশন, গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি ও মাইজভাণ্ডারী শাহ এমদাদীয়া ব্লাড ডোনার্স গ্রুপ এর কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় দারুত তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক আলহাজ্ব মওলানা জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী মিলাদ ও জিকির পরিচালনা করেন।

আওলাদে রাসুল (দ.) সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ) সংগঠনের সার্বিক সফলতা, দেশ, জাতি ও বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি কল্যাণ কামনায় মহান আল্লাহর দরবারে মুনাজাত পেশ করেন।

মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়া নোয়াজিষপুর দায়রা শাখার শীতবস্ত্র বিতরণ

আওলাদে রাসুল, সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) কর্তৃক মানবকল্যাণে গৃহিত কর্মসূচীর আওতায় গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর তরিকা ও আদর্শবাহী সংগঠন আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) রাউজান নোয়াজিষপুর দায়রা শাখার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ গত ১লা ডিসেম্বর শুক্রবার সকাল ১০টায় শাখা দায়রা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়।



মুহাম্মদ মিল্লাত খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শাখার সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মুহম্মদ মাহবুবুল আলম। পবিত্র কোরআন তেলোয়াত, নাতে রাসূল (দ.), শানে গাউছিয়া পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদের কোষাধ্যক্ষ এ এম কামাল উদ্দিন, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ এমদাদীয়া) নোয়াজিষপুর দায়রা শাখার সকল কর্মকর্তাবৃন্দ ও রাউজান উপজেলা কার্যকরী সংসদের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে এলকার গরীব দুস্থ অসহায় ৩০০ (তিনশত) জন ব্যাক্তিকে শীত বস্ত্র-কম্বল বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, "মানবকল্যাণ খোদা সন্তুষ্ঠির অন্যতম পথ। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর তরিকার অনুসারীরাও মানবতার কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত রাখেন।" গরীব ও দুঃস্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করার পর দেশ ও জাতি মুসলিম উম্মাহর শান্তি ও মঙ্গল কামনায় মোনাজাত করা হয়।

আমরা শোকাহত

* সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর বিশিষ্ট মুরিদান আলহাজ্ব কাজী জহুর আহমদ মেম্বার, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)। ও

* আলহাজ্ব সামশুল আলম সওদাগর, সাবেক জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) এবং

* সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) ছাহেব এঁর বিশিষ্ট মুরীদান, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া), ঢাকা জেলা কার্যকরী সংসদের দপ্তর ও পাঠাগার সম্পাদক, জনাব মুকছুদ আলী (মুকছুদ ভাই) আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া), চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদের দারুত তায়ালিমের প্রতিনিধি আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া), ঢাকা জেলা কার্যকরী সংসদের সম্মানিত সভাপতি, প্রফেসর এম. এ. লতিফ, বরিশাল জেলার সম্মানিত সভাপতি, সেকান্দর আলী হাওলাদার, বরিশাল জেলার সম্মানিত সহ-সভাপতি, আবদুল হাই মেম্বার, বরিশাল জেলার সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক, আবদুল গণি বেপারী, চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদের সম্মানিত সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, দারুত-তায়ালীমের প্রতিনিধি জনাব নজির আহমদ, আলহাজ্ব মওলানা মহিউদ্দিন আনছারী, সাবেক দারুত তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক, কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ; আলহাজ্ব মাস্টার ফরিদ আহমদ, সাবেক সহ-সভাপতি চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদ; মুহাম্মদ আবু তাহের চৌধুরী, আইন বিষয়ক সম্পাদক কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ, মোছাম্মৎ লুৎফুন্নেছা, সাবেক সভানেত্রী; শাহজান আলী ভূঁইয়া, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক-ঢাকা জেলা কার্যকরী সংসদ, তাহাদের পরলোকগমনে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের জানাইতেছি আন্তরিক সমবেদনা এবং মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে তাহাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করিতেছি।

সৌজন্যে–

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)

কেন্দ্র, জেলা, মহানগর, উপজেলা ও শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ,
গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি,
গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি ও অন্যান্য অঙ্গসংগঠন।

আমরা শোকাহত!

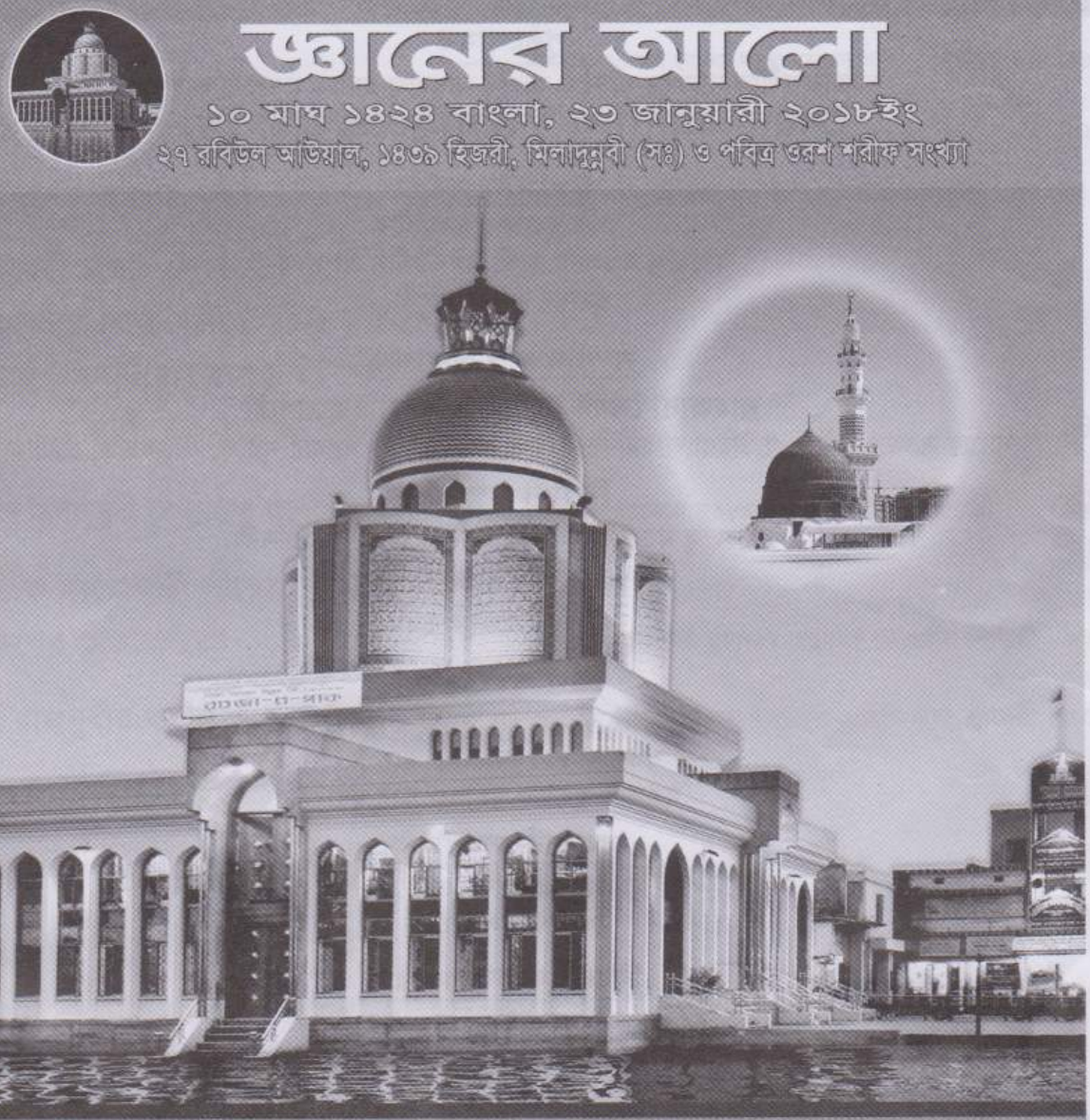
শোক সংবাদ

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি, গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি ও অন্যান্য অঙ্গসংগঠনের- সর্ব মুহাম্মদ সৈয়দ, পশ্চিম গুজরা শাখা রাউজান, চট্টগ্রাম। ইকবাল হোসাইন,সহ-সভাপতি, নয়া বাজার শাখা, ঢাকা মোকসেদ আলী,ঢাকা জেলা কার্যকরী সংসদ। ফখরুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক,সিতাকুন্ড উপজেলা কার্যকরী সংসদ। আবদুস সাত্তার, উপদেষ্টা,পোমরা হাজীপাড়া শাখা। শামসুল আলম নাগু সভাপতি, বাঁশখালী উপজেলা কার্যকরী সংসদ। আবুল কালাম সওদাগর, নানুপুর দায়রা শাখা, ফটিকছড়ি, মনজুরা খাতুন, মন্দাকিনী নতুন রাস্তার মাথা শাখা, ফটিকছড়ি, নুর জাহান বেগম, বখ্তপুর শাখা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। জনাব মুহাম্মদ আবদুল খালেক বয়াতি, মিয়ারচর শাখা, জনাব মুহাম্মদ সৈয়দ চোকদার, নরসিংহপুর শাখা, মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন মাল, দঃ তারাবুনিয়া শাখা, জনাব মুহাম্মদ মনসুর গাজী- খুনেরচর শাখা, শরীয়তপুর। জনাব হাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম মাস্তান, সভাপতি মুন্সিগঞ্জ জেলা কমিটি, জনাব মুহাম্মদ আলী আশরাফ মাষ্টার, গাজীপুর জেলা কমিটি। জনাব শায়েস্তা মিয়ার মাতা, জনাবা রুপজান বিবি, আলুতল শাখা সিলেট। জনাব মুহাম্মদ শহীদ ঢালী, সহ সভাপতি-নিলকমল মাঝিকান্দা শাখা, চাঁদপুর। জনাব মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম, দুধমুখা শাখা ফেনী। জনাব মুহাম্মদ হোসেন মীর, কুমিল্লা জেলা কার্যকরী সংসদ। মোছাম্মৎ হাছান বানু (লায়লার মা) তুলাতলী দায়রা শাখা, কুমিল্লা। জনাব মুহাম্মদ ইউনুছ মিয়া, মোগলটুলী শাখা, চট্টগ্রাম মহানগর। জনাব আবুল কালাম সওদাগর, সভাপতি-নাজিরহাট দায়রা শাখা, ফটিকছড়ি। জনাব মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, আউটফল শাখা, ঢাকা। মোছাম্মৎ আম্বিয়া খাতুন, রুপাতলী শাখা, বরিশাল। জনাব মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন, চাকফিরানী দায়রা শাখা, লোহাগাড়া, মোছাম্মৎ মনজুরা খাতুন, নোয়াজিষপুর শাখা, রাউজান। জনাব মুহাম্মদ আমির হোসেন, সরাইল, বি,বাড়ীয়া জনাব মুহাম্মদ নুরুল আফছার সিকদার, শাহারবিল শাখা, চকরিয়া। আলহাজ্ব আবদুল হালিম চৌধুরী, সভাপতি, তেকোটা দায়রা শাখা, আনোয়ারা। জনাব মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব শেখ, আপাশী দায়রা শাখা, মাদারীপুর। মোছাম্মৎ বেলোয়া খাতুন, পশ্চিম মোহরা শাখা, মোছাম্মৎ ফাতেমা খাতুন, মোহরা দায়রা শাখা, চট্টগ্রাম মহানগর। মুহাম্মদ কফিল উদ্দিন, সোহালা দায়রা শাখা, আছিয়া বেগম, বাদাঘাট শাখা, আবদুল মান্নান, মানিগাও দায়রা শাখা, সুনামগঞ্জ। জনাব-মুহাম্মদ মুছা, হাইদগাঁও দায়রা শাখা, পটিয়া, চট্টগ্রাম; মুহাম্মদ বদিউল আলম, ইশ্বর খান ইন শাখা, পটিয়া, চট্টগ্রাম; আফরোজা খাতুন, ঢালীপাড়া শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম; মুহাম্মদ নাদের মিয়া, রহমতপুর শাখা, জোবাইদা খাতুন, বাদুরতলী শাখা বরিশাল; খাদেম নজরুলের মাতা, ধর্মপুর শাখা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম; রওশন আলী, আউটফল দায়রা শাখা, ঢাকা, নুরুল ইসলাম বাবুল, ঢালকাটা শাখা ফটিকছড়ি, মোছাম্মৎ তামান্না, মুলাদী শাখা, বরিশাল, আফছার আহমদ কোতোয়ালপুর শাখা, সিলেট; সহিদুল ইসলাম রাড়ী, নরসিংহপুর শাখা, শরীয়তপুর। আছগর আলী হাওলাদার, চামটা দায়রা শাখা নেয়ামতি, বরিশাল। আরো আশেকানে গাউছে মাইজভাণ্ডারীগণের পরলোকগমনে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের জানাইতেছি আন্তরিক সমবেদনা এবং মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে তাহাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করিতেছি।

সৌজন্যে–

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)

কেন্দ্র, জেলা, মহানগর, উপজেলা ও শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ,
গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি,
গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি ও অন্যান্য অঙ্গসংগঠন।



জ্ঞানের আলো

১০ মাঘ ১৪২৪ বাংলা, ২৩ জানুয়ারী ২০১৮ইং

২৭ রবিউল আউয়াল, ১৪৩৯ হিজরী, মিলাদুন্নবী (সঃ) ও পবিত্র ওরশ শরীফ সংখ্যা

"নবী করিম (সঃ) কে পাছ দো টুপী থে, এক হামারে ছেরপর দিয়া
দোছরে হামারা বড়া ভাই পীরানে পীর ছাহেব কা ছেরপর দিয়া।"

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী

সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ)